হেনরী রাইডার হ্যাগার্ডের

অ্যালান কোয়াটারমেইন

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

অ্যালান কোয়াটারমেইন

রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

২৩ ডিসেম্বর

'এইমাত্র কবর দিয়ে এলাম আমার ছেলেকে। ওকে নিয়ে আমার ছিল কতই না গর্ব! একমাত্র ছেলেকে হারানো বড় কষ্টকর। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নালিশ করার কি ক্ষমতা আছে আমার? ঘর্ঘর করে ঘুরে চলেছে ভাগ্যের চাকা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে পিষে ফেলবে। কাউকে হয়তো আগে পিষবে, কাউকে পরে–কিন্তু পিষবেই। ভারতীয়দের মত মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারি না আমরা। এদিক-সেদিক পালিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু কি লাভ তাতে? মাথার ওপর বিদ্যুতের মত মুহুর্মুহু: চমকাচ্ছে ভাগ্যের কালো থাবা। যথাসময়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে আমাদের।

'জীবনের পাপড়িগুলো যখন কেবল মেলছে, ঠিক তখনই চলে গেল বেচারি হ্যারি! হাসপাতালের শেষ পরীক্ষাতেও ভাল ফল করেছিল সে। আর, এই নিয়ে আমার গর্ব ছিল সম্ভবত ওর চেয়েও বেশি। পাস করার পর অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে স্মল পক্স হসপিটালে গেল ও। চিঠি লিখে আমাকে জানাল, বসন্তকে ও ভয় পায় না। অথচ এই অসুখটাই ওকে শেষ করে দিল। আমি, জীর্ণ-শীর্ণ এই বুড়োটা–রয়ে গেলাম শোক পালনের জন্যে, সান্ত্বনা দেয়ার মত একটা সন্তানও যার আর নেই। আমি অবশ্য ওকে বাঁচাতে পারতাম। কারণ, আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি সম্পদ আমি লাভ করেছিলাম সলোমনের গুপ্তধন থেকে। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। বলেছিলাম, 'শ্রমের মাধ্যমে নিজের জীবিকা অর্জন করতে শিখুক ও, তাহলে শেষজীবনে বিশ্রামটা উপভোগ করতে পারবে।' কিন্তু শ্রমের আগেই এল বিশ্রাম। ওঃ, হ্যারি, হ্যারি, বাছা আমার!

'বিকেলে আমার গ্রামের গির্জার পুরনো টাওয়ারের ছায়ায় কবর দিলাম ওকে। ডিসেম্বরের বিষণ্ন বিকেল। খুব একটা না ঝরলেও তুষারের ভারে থমথম করছে আকাশ। কফিনটা রাখা হলো কবরের পাশে, ওপরে বড় বড় কয়েকটা তুষারখণ্ড। কালো কাপড়ের ওপর সেগুলো যেন জ্বলছে! কফিনটা কবরে নামাতে গিয়ে দেখা গেল, প্রয়োজনীয় দড়িদড়া আনা হয়নি। চুপচাপ অপেক্ষা করছি দড়ির জন্যে, কফিনের ওপর টুপটাপ তুষার ঝরে পড়ছে স্বর্গীয় আশীর্বাদের মত, গলে যাচ্ছে কান্না হয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন উড়ে এল এক রবীন রেডব্রেস্ট, কফিনের ওপর বসে করুণ সুরে ধরল গান। মনে হলো, আর সইতে পারব না। স্যার হেনরি কার্টিসেরও একই অবস্থা, এমনকি ক্যাপ্টেন গুডও মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।'

ওপরের অংশটুকু 'অ্যালান কোয়াটারমেইন' স্বাক্ষর করা আমার ডাইরিরই একটা অংশ, লিখেছিলাম দু'বছরেরও আগে। এখন সেটা কপি করলাম। কারণ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন যেন মনে হলো, যে ইতিহাস আমি লিখতে চাই, তার শুরুটা এরকম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এখন এই লেখাটা শেষ করার ক্ষমতা ঈশ্বর দিলেই হয়। যদি না দেয়, তবু কিছু যায় আসে না। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সেখান থেকে সাত হাজার মাইল দূরে শুয়ে শুয়ে লিখে চলেছি আমি। সুন্দরী একটি মেয়ে বাতাস করে আমার গা থেকে মাছি তাড়াচ্ছে। এত দূরে থেকেও কেন জানি মনে হচ্ছে, হ্যারি আমার কাছেই আছে।

ইংল্যান্ডে যে বাড়িটাতে থাকি, সেটা বেশ সুন্দর–অন্তত আফ্রিকার যে বাড়িগুলোতে প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়েছি, সেগুলোর তুলনায় তো বটেই। যে গির্জার ছায়ায় হ্যারি শুয়ে আছে, সেখান থেকে বাড়িটা পাঁচশো গজও হবে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বাড়ি ফিরে কিছু খেলাম। কারণ, জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, একেবারে শেষ হয়ে গেলেও অনাহারে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু খুব একটা খেতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর উঠে ওক কাঠের প্যানেল দেয়া ভেস্টিবিউলে পায়চারি শুরু করলাম। অবশ্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে লাগলাম বলাই ভাল, কারণ, সিংহের কামড়ে চিরদিনের মত খোঁড়া হয়ে গেছে আমার একটা পা। ভেস্টিবিউলের চারদিকের দেয়ালে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো সব শিং। মোটমাট একশো জোড়ার মত হবে–সবই আমার শিকার। প্রত্যেকটা শিং চমৎকার। কারণ, খুব সামান্য খুঁত থাকলেও সে শিং আমি কখনোই রাখি না। অবশ্য কোনটার সাথে যদি বিশেষ কিছু স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। ঘরটার মাঝখানে, ফায়ার প্লেসের ওপরে ফাঁকা একটা জায়গা। সেখানেই সারি সারি সাজানো রয়েছে আমার সমস্ত রাইফেল।

কোন কোনটা চল্লিশ বছরের পুরনো, মাজল লোডার–যেগুলো এখনকার কেউ ছুঁয়েও দেখতে চাইবে না। ছোট্ট একটা পার্ডি রাইফেল, আমার অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার সাথী। আফ্রিকার আদিবাসীরা ওটাকে বলে 'ইনটোম্বি' অর্থাৎ কুমারী। সবুজ চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা একটা এলিফ্যান্ট গান–ওলন্দাজেরা ওটাকে বলত 'রোয়ার'। অনেক বছর আগে ওটা কিনেছিলাম এক বুঅ্যারের কাছ থেকে। সে বলেছিল, তার বাবা ওটা ব্যবহার করেছে ব্লাড রিভারের যুদ্ধে। দিনগান নাটাল আক্রমণ করে ছ'শো নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে হত্যা করার পরপরই আমিও যুদ্ধ করেছি ওটা দিয়ে। হত্যাকাণ্ডটা যেখানে সংঘটিত হয়, বুঅ্যারেরা সে জায়গার নামকরণ করে–উইনেন। অর্থাৎ, প্লেস অব উ্যইপিং। নামটা এখনও অপরিবর্তিত আছে, তা-ই থাকবে। পুরনো ওই বন্দুকটা দিয়ে অনেক হাতি শিকার করেছি। একমুঠো ব্ল্যাক পাউডার আর তিন আউন্স ওজনের একটা গোল বুলেট ভরতে হয় ওতে। বন্দুকটা যা ধাক্কা দেয়–ওফ্!

আগ্নেয়াস্ত্র আর শিংগুলোর দিকে তাকিয়ে পায়চারি করতে করতে প্রচণ্ড একটা আকুতি জাগল অন্তরে। এখানে অলসভাবে শুয়ে বসে না থেকে আবার যাব সেই বুনো অঞ্চলে, যেখানে প্রায় সারাটা জীবন কেটেছে আমার। ওখানেই পেয়েছি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে, ওখানেই জন্মেছে হ্যারি, জীবনের ভাল-মন্দ-মাঝারি সব

www.BanglaBook.org

ঘটনাই তো ঘটেছে ওখানে। অরণ্যের তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে আমাকে, ইংল্যান্ড এখন আমার কাছে অসহ্য। বন্য প্রাণী আর যে আদিবাসীদের মাঝে জীবন কাটিয়েছি, মরতেও চাই তাদের মাঝেই। পায়চারি করতে করতে বিস্তীর্ণ ভেল্‌ট্‌-এর ওপর ছড়িয়ে পড়া রূপালি চাঁদের আলো দেখার জন্যে ভেতরটা আকুল হয়ে উঠল। চারদিকে ছড়িয়ে আছে রহস্যময় ঝোপ, ঢাল বেয়ে পানির সন্ধানে নেমে আসছে জীবজন্তুর দল—আহ! কি সেসব দৃশ্য!

লোকে বলে, মৃত্যুর সময় নাকি শোকের বোঝা বেড়ে যায়। আমার হৃদয়টা সে রাতে মরে গিয়েছিল। কিন্তু শোকের বালাই নেই, এমন কোন লোক যদি আমার মত চল্লিশটা বছর বুনো অঞ্চলে কাটায়, তাহলে সে-ও ইংল্যান্ডের এই নিখুঁত করে ছাঁটা ঝোপ, শস্যখেত, কড়া আদব-কায়দা আর ধোপদুরস্ত পোশাকের মাঝে নিজেকে বন্দী করতে পারবে না। স্বপ্ন দেখা শুরু করবে সে, আর কি সেসব স্বপ্ন! দেখবে, শূন্য প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে প্রবল হাওয়া; পাথরের ওপর সাগরের ফেনা ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে জুলু যোদ্ধারা। আর, এসব দেখতে দেখতে তার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে সীমাবদ্ধ সভ্য জীবনের বিরুদ্ধে।

মানুষকে কতটা উন্নত করেছে এই সভ্যতা? চল্লিশ বছর কি তারও কিছু বেশি সময় আদিবাসীদের মাঝে কাটিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করেছি তাদের আচার আচরণ। এখন বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডে থেকে যথাসাধ্য বোঝার চেষ্টা করেছি আলোর সন্তানদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দেখলাম? বিরাট কোন অগ্রগতি? না, মোটেই নয়। আদিবাসীদের তুলনায় খুব সামান্যই এগিয়েছে শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা। এদের যা বেশি আছে, তা হলো—উদ্ভাবনী আর সাংগঠনিক ক্ষমতা; কিন্তু যে অর্থলোভ শ্বেতাঙ্গদের কুরে কুরে খায় দুরারোগ্য ব্যাধির মত, তা আদিবাসীদের নেই বললেই চলে। আমার সিদ্ধান্ত হয়তো হতাশাব্যঞ্জক, কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সভ্য আর বর্বর মানুষের মধ্যে সত্যিই বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

অতি সভ্য যে মহিলা তাঁর পুঁতির মালা পরা কালো বোনটির কথা ভেবে বুড়ো এক বোকা শিকারীর সরলতায় হাসছেন, তাঁকে বলব, আপনার গলায় যে মালাটি শোভা পাচ্ছে তার সাথে ওই মালার যে বড় বেশি মিল। বিশেষ করে, আপনার লো-কাট পোশাক যে বর্বরদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আপনি যেভাবে শিঙা আর ঢোলের শব্দে ফিরে ফিরে তাকান, বিবাহ-যুদ্ধে জয়ী ধনী যোদ্ধাটির হাতে নিজেকে সঁপে দেন, রঞ্জক পদার্থ আর পাউডারের প্রতি আপনার টান, ঘন ঘন পালকওয়ালা ক্যাপের ধরন পরিবর্তন—এই সবই একটা আত্মীয়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া, সুশিক্ষিত যে অলস ভদ্রলোকটি ক্লাবে বসে বিজ্ঞানসম্মত ডিনার খাচ্ছেন, যে ডিনারের খরচ অনাহারী কোন পরিবারের সাতদিনের আহার জোটাতে পারে—তাঁকে বলব, স্যার, আমার লেখা পড়ে বর্বরের কথা ভেবে তো মিটিমিটি হাসছেন, কিন্তু এখনই যদি কিছু লোক এসে আপনার মুখে মুষ্ট্যাঘাত

www.BanglaBook.org

করে, তাহলেই দেখা যাবে, কতটুকু বর্বরতা আপনার মধ্যে লুকোনো আছে।

এখানে চিরদিন কাটিয়ে দিতে পারি আমি, কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? সভ্যতা তো রূপোর গিলটি করা বর্বরতামাত্র। সভ্যতার এই অসার দম্ভ উত্তুরে আলোর মত আসে কেবল চলে গিয়ে আকাশটাকে আরও বেশি অন্ধকার করতে। বর্বরতার মাটিতে মহীরুহের মত ডালপালা মেলেছে এই সভ্যতা–যেটা একদিন মিশরীয়, গ্রীক, রোমান বা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া অন্যান্য সভ্যতার মতই পতিত হবে। মানুষের উন্নতিকল্পে গঠিত আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। স্বীকার করি, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অনেক সুযোগ সুবিধে আছে, যেমন–হাসপাতাল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হাসপাতাল ভরানোর জন্যে আমরাই জন্ম দিই রোগাটে মানুষের। বর্বরদের দেশে এসব বালাই নেই বললেই চলে।

সভ্যতাকে এভাবে খাটো করে দেখার জন্যে কোন কৈফিয়ত দেব না আমি। যারা কমবয়েসী বা এসব কথা একেবারেই বুঝতে চায় না, তারাও একদিন ঠিকই বুঝবে। মনে হয়, আপন সীমাবদ্ধতার কথা মাঝে মাঝে আমাদের ভাবা উচিত, যাতে জ্ঞানের গর্ব আমাদের নষ্ট করতে না পারে। মানুষের দক্ষতা অসীম, কিন্তু স্বভাব লোহার বালার মত। এটার চারপাশে ঘোরা যাবে, ঘষে মেজে চকচকে করা যাবে, এমনকি ফোলানোও যাবে একটা পাশ চ্যাপটা করে–কিন্তু কখনোই এর পরিধি বাড়ানো যাবে না। তারা, পাহাড় বা মহাকালের মতই এটা অপরিবর্তনীয়।

মানুষের স্বভাব ঈশ্বরের ক্যালেইডোস্কোপ। একেকটা রঙিন কাচ আমাদের আবেগ, আশা, ভয়, আনন্দ, শুভ বা অশুভ কাজের অনুপ্রেরণা ইত্যাদির প্রতীক বিশেষ। ঈশ্বরের শক্তিশালী হাত ভাগ্যের মতই ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে এগুলোর পরিবর্তন সাধন করে বটে, কিন্তু মূল উপাদান থেকে যায় একইরকম। কোনদিনই ওখানে লাগানো হবে না নতুন আরেকটা রঙিন কাচ।

যুক্তির খাতিরে আমাদের পরিচিতিকে যদি আমরা বিশ ভাগে ভাগ করি, তাহলে দেখা যাবে, তার উনিশ ভাগই বর্বর আর এক ভাগ সভ্য। সুতরাং নিজেকে সত্যিকারভাবে চিনতে গেলে এই উনিশ ভাগের দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে। বিশ নং ভাগটা বাস্তবে অকিঞ্চিৎকর হলেও বাকি উনিশ ভাগের ওপর সেটা ছড়িয়ে আছে–বুটের ওপর যেমন ছড়িয়ে থাকে কালো কালি বা টেবিলের ওপর ভ্যানিয়্যার। জরুরী অবস্থায় ওই অমার্জিত কিন্তু কার্যোপযোগী উনিশ ভাগেরই শরণাপন্ন হই আমরা, মার্জিত কিন্তু অসার বিশ নং ভাগের নয়। সভ্যতার উচিত আমাদের কান্না মুছে দেয়া। কিন্তু সেটা তো দূরের কথা, এমনকি সান্ত্বনা দেয়ার ক্ষমতাও তার নেই। সভ্যতার দৃষ্টিতে যুদ্ধ ঘৃণিত। তবু, বাড়ি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান আর খ্যাতির জন্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছি আমরা। আঘাত করার মধ্যেই প্রকাশ পায় আমাদের মহিমা।

সুতরাং হৃদয় যখন শোকপূর্ণ, সভ্যতা তখন অচল। ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে নিজেদের আমরা তখন সঁপে দিই প্রকৃতির বিশাল বুকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সান্ত্বনা দিতে বা দুঃখ ভোলাতে যদি কেউ পারে তো সে-ই পারবে। গভীর শোকে নিমজ্জিত হৃদয়ে কে চায় না পাহাড়ের কোলে শুয়ে থাকতে, আকাশ জুড়ে মেঘের ওড়াওড়ি দেখতে বা বজ্রপাতের মত শব্দে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের গর্জন শুনতে? কে চায় না অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, তুচ্ছ জীবনটা প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিতে? প্রকৃতির বুকে কান পেতে তার অনন্ত স্পন্দন শুনে মানুষ ভোলে তার দুর্দশা। প্রকৃতির অদৃশ্য, চলমান মহাশক্তির মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয় সে। কারণ, এর মাঝেই তার পরিচিতি, এখান থেকেই সে এসেছে, আবার মিশে যাবে এর সাথেই। এই প্রকৃতিই আমাদের জন্ম দিয়েছে, সমাধিও একদিন সে-ই দেবে।

সুতরাং ইয়র্কশায়ারের বাড়িটাতে পায়চারি করতে করতে ঠিক করলাম, নিজেকে আবার সঁপে দেব প্রকৃতির হাতে। আমি যে প্রকৃতির কথা বলছি, সেটা কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চলে তরঙ্গায়িত হয় না বা হেসে ওঠে না শস্যখেতে। সে প্রকৃতি সৃষ্টির মত পুরনো। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত গলদঘর্ম মানুষ আজও তাকে কলুষিত করতে পারেনি। আবার ফিরে যাব বন্যপ্রাণীদের মাঝে, যাব সেইসব রাজ্যে–যেখানে কেউ জানে না ইতিহাস। ফিরে যাব সেইসব বর্বরদের মাঝে, যাদের আমি ভালবাসি, যদিও তাদের কেউ কেউ অর্থনীতির মতই নৃশংস। সম্ভবত ওখানে গেলেই আমি শিখতে পারব, হৃদয় ভেঙে দু'টুকরো হবার অনুভূতি ছাড়াও কিভাবে হ্যারির কথা ভাবা যায়।

আত্মকেন্দ্রিক এসব কথার এখানেই ইতি। কিন্তু যদি কোনদিন কারও চোখ পড়ে আমার এই লেখার ওপর, তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলব। কারণ, এতক্ষণ ধরে যে বকবক করেছি, তা অযথা নয়। সর্বোপরি, এখন যে গল্প বলব–তা আগে কখনও বলা হয়নি, বলা হবে না পরেও আর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

হ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর একসপ্তাহ কেটে গেছে। সন্ধ্যায় ঘরে বসে চুপচাপ ভাবছি, হঠাৎ বেজে উঠল বাইরের দরজার বেল। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই প্রবেশ করলেন আমার পুরনো দুই বন্ধু—স্যার হেনরি কার্টিস আর ক্যাপ্টেন জন গুড, আর.এন.। ভেস্টিবিউল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে পড়লেন ওঁরা।

'আপনারা আসায় খুব ভাল লাগছে,' মন্তব্য করার ধরনে বললাম আমি; 'তুষারের ভেতর দিয়ে আসতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।'

দুজনের কেউই কোন জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে তামাক ভরে জ্বলন্ত একটুরো কয়লা দিয়ে পাইপটা ধরালেন স্যার হেনরি। কয়লা নেয়ার জন্যে নিচু হতেই ধোঁয়া ওঠা একটা পাইনের টুকরো দপ্ করে জ্বলে উঠে ঘরের এই পাশটা উজ্জ্বল করে তুলল। মনে মনে ভাবলাম, কি চমৎকার ওই মানুষটি। শান্ত, শক্তিশালী মুখ, নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বড় বড় ধূসর চোখ, হলুদ দাড়ি আর চুল—সব মিলিয়ে একনজরেই বোঝা যায়, তিনি একজন উচ্চবংশজাত মানুষ। তাঁর মুখাবয়বের সাথে শরীরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। ওরকম বিশাল কাঁধ ও গভীর বুক আমি আর কারও দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, স্যার হেনরির শরীরের ঘের এতই বড় যে, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতা সত্ত্বেও তাঁকে লম্বা মনে হয় না। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলাম, চৎকার ওই শরীরটার সাথে আমার শুকনো চেহারার কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। পাতলা পাতলা হাত, বড় বড় ধূসর চোখ, আধপুরনো মেঝে-ঘষা ব্রাশের মত খোঁচা খোঁচা একমাথা ধূসর চুল—কাপড় চোপড়সুদ্ধ যার ওজন ১৩২ পাউন্ড—এরকম ছোটখাট, তেষট্টি বছরের জীর্ণ শরীরের একজন হলুদমুখো মানুষের কথা মনে মনে ভাবলেই অ্যালান কোয়াটারমেইনের চেহারার একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। অধিকাংশ লোক তাকে জানে শিকারী কোয়াটারমেইন বলে, আদিবাসীরা ডাকে 'মাকুমাজন' নামে।

গুড আমাদের কারও মতই নয়। বেঁটে, ময়লা, ভীষণ শক্তিশালী শরীর—উহুঁ, শক্তিশালী নয়—এটা আমি পুরনো গুডের চেহারার বর্ণনা দিয়েছি। ইদানীং অত্যন্ত বিশ্রীভাবে মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। স্যার হেনরি বলেছেন, অলসভাবে বসে থেকে থেকে আর মাত্রাতিরিক্ত খেয়েই তার এই অবস্থা। বাস্তব ব্যাপারটা অস্বীকার করতে না পারলেও তাঁর এই মন্তব্য গুডের মোটেই পছন্দ হয়নি।

কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমরা। তারপর আমি উঠে গিয়ে খুঁজে পেতে একটা দেশলাই বের করে জ্বেলে দিলাম টেবিলের ওপরের বাতিটা। তারপর ওয়্যএইন্স্ক্যাটিং-এর কাবার্ড খুলে বের করলাম এক বোতল হুইস্কি, কয়েকটা পানপাত্র আর পানি। এসব টুকিটাকি কাজ আমি নিজে করতেই পছন্দ করি। সবসময় হাতের কাছে কেউ থাকলে নিজেকে দেড় বছরের শিশু মনে হয়। এসব

www.BanglaBook.org

করার সময় একটা কথাও বললেন না কার্টিস বা গুড। তাঁরা যেন অনুভব করেছেন, কথা বললে কোন লাভ হবে না আমার। বরং তাঁদের উপস্থিতি আর নীরব সহানুভূতিই আমাকে শান্তি দিতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, গভীর দুঃখের সময় আরেকজনের সান্নিধ্যই আমাদের সান্ত্বনা দেয়, কথা নয়। কথা বরং অধিকাংশ সময়েই বিরক্তি উৎপাদন করে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময়ে বন্যপ্রাণীরাও একত্রিত হয়, কিন্তু ডাকাডাকি করে না।

বসে বসে ধূম হুইস্কি-পানি পান করলেন তাঁরা, আমিও আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে করতে তাকিয়ে রইলাম তাঁদের দিকে।

শেষমেষ আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম। 'বলুন দেখি,' বললাম আমি, 'কতদিন হলো আমরা কুকুয়ানাল্যান্ড থেকে ফিরেছি?'

'তিনবছর,' বলল গুড। 'কিন্তু এ কথা কেন?'

'কারণ, সভ্যতার মাঝে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছি। তাই, আবার আমি ফিরে যাচ্ছি ভেল্‌টে।'

মাথাটা আর্ম-চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন স্যার হেনরি। 'এ-তো ভারি অদ্ভুত,' বললেন তিনি, 'তাই না, গুড?'

এক চোখে স্থায়ীভাবে লাগানো কাচটার ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল গুড। বলল, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত—সত্যিই ভারী অদ্ভুত।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকেই তাকিয়ে বললাম আমি। রহস্য আমার ভাল লাগে না।

'বুঝতে পারেননি?' বললেন স্যার হেনরি; 'বেশ, তাহলে শুনুন। এখানে আসার সময় গুডের সাথে একটা কথা হয় আমার।'

'গুড সাথে থাকলে কথা হতেই পারে,' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বললাম আমি, কারণ, গুড বকবক করতে ভালবাসে। 'তো, কি বিষয়ে হলো কথাটা?'

'আপনার কি মনে হয়?' জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

মাথা নাড়ালাম আমি। গুড কি কথা বলেছে, সেটা আমি কেমন করে জানব? ওর গল্পের অন্ত নেই।

'ছোট্ট একটা প্ল্যান করেছি আমি। তা হলো—আপনি রাজি থাকলে সবকিছু বাঁধাছাঁদা করে নতুন কোন অভিযানে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি আফ্রিকার উদ্দেশে।'

এই কথা শুনে লাফিয়ে উঠলাম আমি। বললাম, 'এই কথা আপনি কিছুতেই বলেননি।'

'বলেছি। ওই কথাই আমি বলেছি। গুডও বলেছে। তাই না, গুড?'

'হ্যাঁ, আপনার চেয়ে বোধ হয় একটু বেশিই বলেছি,' জবাব দিল গুড।

'শুনুন,' ভীষণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলেন স্যার হেনরি। 'হাত-পা গুটিয়ে স্কোয়্যারের অভিনয় করতে করতে আমি ক্লান্ত। তাছাড়া, এ দেশে তো স্কোয়্যারের অভাব নেই। তাই, গত একবছর ধরে বিপদের গন্ধ পাওয়া বুড়ো হাতির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছি আমি। সবসময় ভেবেছি কুকুয়ানাল্যান্ড, গণ্ডল আর সলোমনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তধনের কথা। অজানা কিসের তৃষ্ণায় যেন ভেতরটা আকুল হয়ে উঠেছে। তিতির আর ফেজ্যান্ট মেরে মেরে বিরক্তি ধরে গেছে আমার; এবার বড় কিছু মারা দরকার। একবার যে ব্র্যান্ডির স্বাদ পেয়েছে, তার কি আর দুধ ভাল লাগে? কুকুয়ানাল্যান্ডে যে একটা বছর কাটিয়েছি আমরা, তার তুলনা হয় না। কোথাও যাবার জন্যে সত্যিই অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। হ্যাঁ, যাবই কোথাও।'

একটু থেমে আবার বলে চললেন তিনি। 'আর, যাবই না বা কেন? বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তানের কোন পিছুটান নেই আমার। যদি কিছু ঘটেই যায়, ব্যারোনেটের উত্তরাধিকার পাবে আমার ভাই জর্জ আর তার ছেলে। সুতরাং আমার তো এখানে কিছুই করার নেই।'

'আহ!' শান্তির শ্বাস ছাড়লাম আমি, 'সবসময় ভেবেছি, কখনও না কখনও এরকম কথা আপনার মনে হবেই। কিন্তু বলো দেখি, গুড, তুমি কি কারণে অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চাও?'

'কারণ আছে,' গম্ভীর হয়ে বলল গুড। 'কারণ ছাড়া কোন কাজ করি না আমি; তবে, সে কারণ কোন মেয়ে নয়। আর, মেয়েই যদি কারণ হয়, তাহলে একটা দুটো মেয়ে নয়। অনেক।'

ওর কথার কোন মাথামুণ্ড খুঁজে পেলাম না। বললাম, 'ঠিক কি বলতে চাও, বলো তো?'

'এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার অবশ্য বলা উচিত নয়, তবু, নেহাত যখন ছাড়বেই না তো শোনো—ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'চুপ করো, গুড!' বললেন স্যার হেনরি। 'এবার বলুন দেখি, কোয়াটারমেইন, কোথায় যেতে চান আপনি?'

জবাব দেয়ার আগে নিবে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিলাম।

'আপনারা কখনও মাউন্ট কেনিয়ার নাম শুনেছেন?' বললাম আমি।

'কোন দিনও না,' জবাব দিল গুড।

'লামু দ্বীপের কথা শুনেছেন কখনও?' আবার বললাম আমি।

'না। আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও তো—জায়গাটা কি জাঞ্জিবারের তিনশো মাইল উত্তরের কোথাও?'

'হ্যাঁ। এখন শোনো। ওখানেই যেতে চাই আমি। অর্থাৎ লামু হয়ে আড়াইশো মাইল ভেতরের মাউন্ট কেনিয়া; সেখান থেকে আরও দুশো মাইল সামনের মাউন্ট লেকাকিসেরা—যার ওপারে আমার জানামতে কোন সাদা মানুষের পা পড়েনি। ভালোয় ভালোয় যদি ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি, তাহলে সোজা ঢুকে যাব আরও ভেতরদিকে। এবার বলুন, কেমন লাগল আমার প্ল্যান?'

'এ তো বিরাট ব্যাপার,' চিন্তিত স্বরে বললেন স্যার হেনরি।

'ঠিক বলেছেন,' জবাব দিলাম আমি, 'বিরাট ব্যাপারই; কিন্তু আমার তো মনে হয়, ছোট কোনকিছু আমাদের তিনজনের জন্যে নয়। একেবারে নতুন, বিরাট কোন পরিবর্তনই আমরা আশা করি। সারাটা জীবন ওই অঞ্চলটায় যেতে চেয়েছি আমি, মরার আগে যাবই একবার। হ্যারির মৃত্যুতে সভ্যজগতের সাথে শেষ

www.BanglaBook.org

সম্পর্কটুকুও ছিন্ন হয়েছে আমার, তাই আবার ফিরে যেতে চাই বুনো আদিবাসীদের মাঝে। এখন আরেকটা কথা আপনাদের আমি বলতে চাই। অনেকদিন থেকে একটা গুজব আমার কানে এসেছে যে, ওখানেই কোথাও নাকি বাস করে সম্ভ্রান্ত একটা শ্বেতাঙ্গ জাতি। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, কথাটা সত্যি কিনা। আপনারা যদি আমার সাথে যান, তার চেয়ে খুশির আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু যদি না যান, একাই যাব আমি।'

'আমি আপনার সাথে আছি, যদিও ওই শ্বেতাঙ্গ জাতির কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করি না,' উঠে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন স্যার হেনরি।

'আমিও,' মন্তব্য করল গুড; 'এখনই ট্রেনিং শুরু করে দিচ্ছি। চলো, রওনা দেয়া যাক তোমার মাউন্ট কেনিয়া আর নাম উচ্চারণ করা যায় না এমন সব জায়গার উদ্দেশে। খোঁজ করে দেখা যাক শ্বেতাঙ্গ একটা জাতির, যেটা আসলে নেই। আমার কাছে সবই সমান।'

'কবে রওনা দিতে চান?' জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

'আগামী সপ্তাহের এই দিনটিতে,' জবাব দিলাম আমি, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার স্টীমবোটে করে; আর, কোন জিনিসের কথা না শুনলেই সেটাকে উড়িয়ে দিও না, গুড। সলোমনের গুপ্তধনের কথাটা মনে রেখো!'

আমাদের ওই আলোচনার পর চোদ্দ সপ্তাহের মত কেটে গেছে।

নানা বাকবিতণ্ডার পর স্থির হয়েছে, জাঞ্জিবারের একশো মাইল দূরের মোম্বাসার বদলে তানা নদীর মুখের কাছ থেকে আমরা রওনা দেব মাউন্ট কেনিয়ার উদ্দেশে। এডেনের স্টীমারে এক জার্মান বণিকের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি আমরা। জীবনে অত নোংরা জার্মান আর কখনও দেখিনি। তবে, লোকটা ভাল, অনেক মূল্যবান তথ্য দিল আমাদের। 'লামু,' বলল সে, 'আপনারা লামুতে যাচ্ছেন—ওহ্, চমৎকার জায়গা!' গোলগাল মুখটা ঘুরিয়ে মৃদু উল্লাসে হেসে উঠল সে। 'দেড় বছর আমি ওখানে ছিলাম। তার মধ্যে একদিনও শার্ট বদলাইনি—একদিনও না।'

যথাসময়ে দ্বীপটায় পৌঁছুলাম আমরা। তারপর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তিসহ নেমে কোন বুদ্ধি না পেয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম মহামান্যা রাণীর কন্‌সাল অফিসে। সেখানে অবশ্য সাদর অভ্যর্থনাই করা হলো আমাদের।

লামু একটা অদ্ভুত জায়গা। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে দুটো কথা মনে আছে। তা হলো এখানকার অপরিচ্ছন্নতা আর দুর্গন্ধ। শেষেরটা তো ছিল রীতিমত ভয়ঙ্কর। কনস্যুলেটের ঠিক নিচেই সৈকত, অবশ্য কর্দমাক্ত কোন তীরকে যদি সৈকত বলা যায়। ভাঁটার সময় জায়গাটা হয়ে যায় শূন্য। তখন ওটাকে ব্যবহার করা হয় শহরের যাবতীয় নোংরা আর আবর্জনার গুদাম হিসেবে। এছাড়া, মেয়েরা নারকেল পুঁতে রাখে কাদার মধ্যে। বাইরের অংশটা পচে না যাওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়া হয় নারকেলগুলো। তারপর সেগুলোর আঁশ দিয়ে তৈরি হয় মাদুর এবং অন্যান্য নানা ধরনের সামগ্রী।

www.BanglaBook.org

যেহেতু বংশ পরম্পরায় একই প্রক্রিয়া চলে আসছে, সেহেতু সৈকতের চেহারাটা বর্ণনা না করে কল্পনা করে নেয়াই ভাল। জীবনে নানারকম দুর্গন্ধের সংস্পর্শে আমি এসেছি, কিন্তু চাঁদনীরাতে সহৃদয় কন্‌সাল সাহেবের ছাদে বসে সৈকত থেকে ভেসে আসা যে দুর্গন্ধ পেয়েছি, তার তুলনায় সব নস্যি। লামুর মানুষেরা যে প্রায় জ্বরে ভোগে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এসবের বাইরে লামুর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু সেটা ছুটে যেতে বেশি সময় লাগে না।

'তো, কোথায় রওনা দিয়েছেন আপনারা?' ডিনারের পর পাইপ টানতে বসলে জানতে চাইলেন সহৃদয় কন্‌সাল।

'প্রথমে মাউন্ট কেনিয়া, তারপর মাউন্ট লেকাকিসেরা,' জবাব দিলেন স্যার হেনরি। 'কোয়াটারমেইন কোথায় যেন গল্প শুনেছেন, মাউন্ট লেকাকিসেরার ওপারের অজানা অঞ্চলে একটি শ্বেতাঙ্গ জাতি আছে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কন্‌সাল। বললেন, এরকম একটা গল্প তিনিও শুনেছেন।

'কি গল্প শুনেছেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'না, না, তেমন কিছু নয়। এক স্কচ মিশনারি ম্যাকেঞ্জির চিঠিতে যেটুকু জেনেছি। তানা নদীর একেবারে উজানে তাঁর কর্মস্থল—দি হাইল্যান্ডস। চিঠিতেও বিশেষ কিছু লিখেননি তিনি।'

'চিঠিটা আপনার কাছে আছে?' বললাম আমি।

'না, ওটা নষ্ট করে ফেলেছি; তবে চিঠির কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে। একদিন ম্যাকেঞ্জির কর্মস্থলে আসে একজন মানুষ। জানায়, মাউন্ট লেকাকিসেরার ওপারে গিয়েছিল সে। আমার জানা মতে, ওদিকে কোন সাদা মানুষের পা পড়েনি। যাই হোক, মাউন্ট লেকাকিসেরার ওপাশে মাস দুয়েক চলার পর ল্যাগা নামের একটা হ্রদের দেখা পায় সে। ওখান থেকে সে যেতে থাকে উত্তর-পূর্বদিকে। একমাস ধরে মরুভূমি, কাঁটা ভর্তি বনাঞ্চল, বড় বড় পাহাড় অতিক্রম করে যাবার পর একটা দেশে গিয়ে পৌঁছোয়। সেখানকার মানুষ নাকি সাদা, বাস করে পাথরের তৈরি ঘরবাড়িতে। চমৎকার আতিথেয়তার মাঝে কিছুদিন কাটানোর পর সেখানকার পুরোহিতেরা রটিয়ে দেয়—সে শয়তান। তখন জনসাধারণ তাকে তাড়িয়ে দেয়। আটমাস ধরে দুর্গম পথ পেরোনার পর সে যখন ম্যাকেঞ্জির কাছে গিয়ে পৌঁছোয়, তখন তার একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা। ব্যস—এটুকুই জানি আমি। আমার বিশ্বাস, লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে। আপনারা যদি আরও কিছু জানতে চান, তাহলে আপনাদের উচিত হবে ম্যাকেঞ্জির সাথে দেখা করা।'

স্যার হেনরি ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'আমরা ভাবছি, মি. ম্যাকেঞ্জির ওখানেই যাব,' বললাম আমি।

'আপনাদের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে,' বললেন কনসাল, 'তবে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা অভিযানে যাচ্ছেন আপনারা। শুনেছি, ওদিকে মাসাইরা আছে। নিশ্চয় জানেন, খুব সুবিধের জিনিস নয় ওরা। ব্যক্তিগত কাজ করে দেয়ার

www.BanglaBook.org

জন্যে বাছাই কিছু লোক নেয়া দরকার আপনাদের। গ্রামে গ্রামে গিয়ে কিছু বেয়ারাও জোগাড় করে নেবেন। এতে করে হয়তো ঝামেলার চূড়ান্ত হবে। তবু, সব মিলিয়ে ক্যারাভ্যানের চেয়ে অনেক কম খরচ পড়বে এতে, এগোনোর ব্যাপারেও অনেক সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবেন। তাছাড়া, পরিত্যক্ত হবার ভয়ও অনেক কম থাকবে।'

সৌভাগ্যক্রমে, তখন লামুতে একদল ওয়াকওয়াফি আসকারি (সৈন্য) ছিল। ওয়াকওয়াফিরা মাসাই এবং ওয়াটাভেটার সঙ্কর একটা জাতি। জুলুদের বেশ কিছু সুগুণাবলী এদের মধ্যে আছে। এরা খুব ভাল শিকারী। জাটসন নামের এক ইংরেজের সাথে বিরাট একটা অভিযান সেরে মাত্র কিছুদিন হলো ফিরেছে এরা। লামুর দেড়শো মাইল ভাটির মোম্বাসা থেকে রওনা দিয়েছিলেন জাটসন। কিলিমানজারোর চারপাশ ঘুরে ফিরতি যাত্রায় জ্বরের কবলে পড়ে তিনি যখন মারা গেলেন, মোম্বাসা তখন আর মাত্র একদিনের পথ। ভাবতে কষ্ট হয় যে, অভিযানের যাবতীয় দুর্দশা সহ্য করার পর নিরাপদ স্থান যখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, তখনই মারা গেলেন তিনি। কিন্তু যা হবার তাই হয়েছে, এ নিয়ে চিন্তা করে আর কি লাভ? দলের শিকারীরা তাঁকে কবর দিয়ে একটা ডাউয়ে চড়ে লামুতে এসেছে। কনসাল বললেন, আমাদের উচিত এদের ভাড়া করার চেষ্টা করা। সুতরাং পরদিন সকালে একজন দোভাষী সাথে নিয়ে আমরা চললাম দলটার সাথে কথা বলতে।

যথাসময়ে শহরের প্রান্তে মাটির একটা কুঁড়েঘরে তাদের দেখা পেলাম আমরা। তিনজন বসে আছে কুঁড়েঘরের বাইরে। সরল, মোটামুটি সভ্য চেহারার মানুষ। খুব সাবধানে আমাদের এখানে আসার কারণ খুলে বললাম। ওরা বলল, আমরা যা চাইছি, তা হতে পারে না। দীর্ঘ পথশ্রমে ওরা অত্যন্ত ক্লান্ত, তাছাড়া, মনটাও ভার হয়ে আছে প্রভুকে হারিয়ে। তাই, এখন বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চায়।

কিছুটা হতাশ হয়ে জানতে চাইলাম, ওদের দলের বাকি তিনজন কোথায়। আমরা তো ছ'জনের কথা শুনে এসেছি। একজন বলল, ওরা ঘুমোচ্ছে। 'ঘুমে ওদের চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে, দুঃখে হৃদয় ভারী হয়ে আছে সীসের মত। আর, মনের এই অবস্থায় ঘুমোনোই ভাল। কারণ, ঘুমোলে সব ভুলে থাকা যায়।' কিন্তু ওদের না জাগিয়ে তো আমাদের উপায় নেই।

এই সময়েই হাই তুলতে তুলতে কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। প্রথম দুজন ইতিমধ্যেই আমাদের দেখা তিনজনের মতই। কিন্তু তৃতীয় লোকটার দিকে চোখ পড়তেই ভেতরটা লাফিয়ে উঠল আমার। প্রায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা কিন্তু শুকনো চেহারার একটা লোক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তারের মত শক্ত। প্রথম নজরেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এ ওয়াকওয়াফি নয়–খাঁটি জুলু। হাই তোলার সময় একটা হাত উঠে ঢেকে দিয়েছে মুখটা। তবু, কপালের তিনকোণা বড় গর্তটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ও একজন 'কেশলা' বা বালাধারী মানুষ। এক ধরনের কালো আঠার সাথে চুল মিলিয়ে তৈরি হয় বালাটা। একটা

www.BanglaBook.org

নির্দিষ্ট বয়স ও সম্মানের অধিকারী হলে বা যথেষ্ট পরিমাণে বৌ থাকলে জুলুদের এই বালা দেয়া হয়। বালাধারী জুলুর বয়স পঁয়ত্রিশ কি তার বেশি হলেও তাকে বালকই মনে করা হয়। হাতটা সরাতেই দেখা গেল শক্তিশালী, কৌতুকপূর্ণ একটা মুখ, তাতে ধূসর ছোপ লাগা খাটো খাটো পশমের মত কোঁকড়ানো দাড়ি আর বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ একজোড়া বাদামী চোখ। মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারলাম লোকটাকে। 'কেমন আছ, আমস্লোপোগাস?' জুলুভাষায় আস্তে করে বললাম আমি।

এই লম্বা লোকটার সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু আছে জুলুল্যান্ডে। 'কাঠঠোকরা' নামেই ও সমধিক পরিচিত, তবে কেউ কেউ বলে 'কসাই'। আমার কথা কানে যাবার সাথে সাথে ভীষণ বিস্ময়ে হাতে ধরা কুড়ালটা প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হলো তার। পরমুহূর্তেই আমাকে চিনতে পেরে অভিবাদন করল সে।

'সর্দার,' শুরু করল সে, 'পুরনো সর্দার! বাবা! মাকুমাজন, ঝানু শিকারী, হাতির খুনী, সিংহের যম, চালাক! সতর্ক! সাহসী! চটপটে! যার গুলি কখনও ব্যর্থ হয় না, একবার কারও হাত ধরলে যে আর মরার আগ পর্যন্ত ছাড়ে না (অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধু)। সর্দার! বাবা! আমাদের লোকেরা ঠিকই বলে যে, পাহাড়ের সাথে পাহাড়ের দেখা কোনদিনই হবে না। কিন্তু দিন শেষে বা অন্য কখনও একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের দেখা হবেই। কত বছর আগে দেখা হয়েছিল আমাদের। অথচ দেখো, এই বদগন্ধওয়ালা জায়গায় আবার ফিরে পেলাম আমার বন্ধু, মাকুমাজনকে। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বুড়ো শেয়ালের চুল কিছুটা ধূসর হলেও চোখ এখনও তীক্ষ্ণই আছে, দাঁতও কি নেই যথেষ্ট ধারাল? হাঃ হাঃ মাকুমাজন, মনে পড়ে, তেড়ে আসা মোষটার চোখে কিভাবে গুলি ঢুকিয়ে দিয়েছিলে—মনে পড়ে—'

প্রথমটায় আমি কিছু বললাম না। কারণ, লক্ষ করেছি, আমার সম্বন্ধে ওর কৌতূহল প্রভাব ফেলছে পাঁচ ওয়াকওয়াফির ওপর। কিন্তু এখন ওকে থামানো দরকার। জুলুদের যাবতীয় অভ্যাসের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি ওদের এই মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা। ওরা এটাকে বলে—বোংগারিং।

'চুপ!' বললাম আমি। 'আমার সাথে এতদিন দেখা না হওয়ায় কি সমস্ত কথা পেটের মধ্যে জড়ো হয়ে ছিল, যে হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসছে? কিন্তু তোমাকে তো জুলুল্যান্ডে সর্দার হয়ে থাকতে দেখেছি, এখানে কি করছ এদের সাথে? তোমার দেশ ছেড়ে এদের সাথে জুটলেই বা কিভাবে?'

সাদা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে তৈরি চমৎকার হাতলওয়ালা কুড়ালটার ওপর ভর দিল আমস্লোপোগাস। হিংস্র মুখটা বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর।

'বাবা,' জবাব দিল সে, 'তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। কিন্তু সে কথা তো এই আমফাগোজানাদের (নিচু জাতের লোক) সামনে বলা যাবে না,' ওয়াকওয়াফি আসকারিদের দিকে তাকাল সে, 'এ কথা শুধু তোমাকেই বলা যায়। বাবা, আমি কেবল বলতে পারি,' মুখটা আবার কঠোর হয়ে উঠল ওর, 'একটা মেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। লজ্জায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা কাটা গেছে আমার। গোলমুখো একটা মেয়ে, আমার নিজের বৌ! যারা আমাকে মারতে এসেছিল, তাদের হাত থেকে কোনমতে বেঁচে যাই। তিনবার আমার কুড়ালটা, ইনকোসি-কাস চালাই আমি–বাবার নিশ্চয় খেয়াল আছে ওটার কথা–একবার ডানে, একবার বাঁয়ে, একবার সামনে। ব্যস। তিনজন শেষ। তারপর দৌড় শুরু করলাম। বাবা তো জানে, বুড়ো হলেও এখনও শাশাবির (আফ্রিকার অন্যতম দ্রুতগতি সম্পন্ন একজাতের অ্যান্টিলোপ) মত দৌড়াতে পারি আমি। একবার কারও সামনে চলে গেলে সে আর আমার নাগাল পায় না। তো, ছুটে চললাম আমি, শিকারী কুকুরের মত শব্দ করতে করতে পেছন পেছন আসতে লাগল মৃত্যুদূতেরা।

'আমার ক্রালের পাশ দিয়ে ছোটার সময় দেখি, ঝর্নাতে পানি ভরতে গেছে বিশ্বাসঘাতিনী। মৃত্যুর ছায়ার মত ওর পিছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। এক কোপে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলাম মাথাটা। তারপর ছুটে চললাম উত্তরে। তিনমাস ধরে ছুটলাম আমি, জানি না কোথায় যাচ্ছি। শেষমেষ দেখা হলো এই দলটার সাথে। শ্বেতাঙ্গ একজন শিকারীর সাথে অভিযানে গিয়েছিল এরা। শিকারীটি মারা গেছে।

'সাথে করে কিছুই আনতে পারিনি। মহারাজা চাকার রক্ত যার ধমনীতে বইছে, যে ছিল কুড়ালধারী যোদ্ধাদের সর্দার, নকোমাবাকোসি সৈন্যদের সেনাপতি–আজ সে ভবঘুরে, বাস করার মত একটা ক্রালও তার নেই। এই কুড়ালটা ছাড়া কিছুই আনতে পারিনি আমি; যেটার অধিকারে একদিন শাসন করেছি কুড়ালধারী যোদ্ধাদের। আমার গবাদিপশুগুলো ভাগ করে নিয়েছে তারা; লুটে নিয়েছে বৌগুলোকে; নিজের সন্তানও আমাকে আর চিনতে পারবে না। তবু, এই কুড়াল দিয়েই'–মাথার ওপর দিয়ে বোঁ করে একপাক ঘুরিয়ে আনল সে ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা–'ভাগ্য গড়ে নেব আমি। ব্যস–এই হলো আমার গল্প।'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম আমি। বললাম, 'আমস্লোপোগাস, তোমাকে আমি আগে থেকে চিনি। উচ্চাশা আর রক্তের নেশা তোমার চিরদিনই প্রবল। উচ্চাশাই নিশ্চয় শেষমেষ তোমার পতন ডেকে এনেছে। বেশ কয়েক বছর আগে প্যান্ডার ছেলে, কেটেওয়েওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম। আমার নিষেধ শুনে বেঁচে গিয়েছিলে সে যাত্রা। কিন্তু এবার যেহেতু আমি ছিলাম না, নিশ্চয় কুয়ো খুঁড়েছ নিজের জন্যেই। তাই না? যাক। যা হবার তা হয়ে গেছে। মরা গাছে পাতা ফোটাতে পারে কে বা ফিরিয়ে আনতে পারে গত বছরের আলো? কে পারে বলা কথা ফিরিয়ে নিতে বা মৃতকে করতে জীবিত? সময়ের গর্ভে একবার যা বিলীন হয়ে যায়, তা আর কখনোই ফিরে আসে না। ভোলা যাক তোমার গল্প!

'এখন শোনো, আমস্লোপোগাস। তোমাকে আমি একজন বড় যোদ্ধা বলে জানি। এমনকি জুলুল্যান্ডে, যেখানে সবাই সাহসী, তোমাকে "কসাই" নামে ডাকা হয়। রাতে আগুনের চারপাশে বসে ওরা তোমার সাহস আর বীরত্বের গল্প করে। এখন আমার কথা শোনো। লম্বা এই যে মানুষটা দেখছ, আমার বন্ধু!' আঙুল নির্দেশ করলাম স্যার হেনরির দিকে; 'উনিও তোমার মতই একজন বিরাট যোদ্ধা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভীষণ শক্তিশালী, তোমাকে কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারবেন। ওঁর নাম–ইনকুবু। আর, এই যে উজ্জ্বল চোখের গোল পেটওয়ালা সুন্দর মানুষটাকে দেখছ, এর নাম–বুগোয়ান। এ-ও খুব ভাল মানুষ। এঁ এমন এক অদ্ভুত জাতের মানুষ, যারা পানির ওপরে ভাসমান ক্রালে জীবন কাটায়।

'এখন আমরা তিনজন বিরাট সাদা পাহাড় ডোঙো এগের (মাউন্ট কেনিয়া) পার হয়ে ওপাশের অজানা অঞ্চলে যাব। জানি না, কি দেখতে পাব; আমরা চলেছি শিকার করতে, নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে–মোটকথা, রোমাঞ্চের সন্ধানে। চুপচাপ বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে আমাদের। তুমি কি আমাদের সাথে আসবে? আমাদের সাথের ভৃত্যদের শাসন করবে তুমি। তবে, এ অভিযানে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে, বলতে পারব না। আগেও একবার আমরা তিনজন গিয়েছিলাম একটা অভিযানে। আমাদের সাথে ছিল তোমারই মত একজন লোক–আমবোপা। এখন সে বিরাট একটা দেশের রাজা। একেক দলে তিন হাজার করে যোদ্ধা, এমন বিশটা দল তার নির্দেশ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। তোমার ভাগ্যে এখন কি আছে, জানি না। হয়তো আমাদের সবার জন্যেই ওত পেতে আছে মৃত্যু। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমাদের সাথে আসবে, নাকি ভয় পাচ্ছ, আমস্লোপোগাস?'

হাসল বুড়ো সর্দার। 'তোমার সব ধারণাই সঠিক নয়, মাকুমাজন,' বলল সে; 'ষড়যন্ত্র আমি করেছি সত্যি, কিন্তু শুধু উচ্চাশাই আমার পতন ঘটায়নি; এর জন্যে দায়ী সুন্দরী একটি মেয়ে, কথাটা বলতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। যাক সেসব কথা। মাকুমাজন, তাহলে সত্যিই আমরা আগেকার দিনের মত জুলুল্যান্ডে যাচ্ছি শিকার আর লড়াই করতে? যাব, নিশ্চয় যাব আমি। বাঁচি বা মরি, পরোয়া করি না। বুড়ো, বুড়ো হয়ে গেছি আমি, অথচ এখনও ভাল মত লড়াই করা হলো না!

'তবু, আমি যোদ্ধাদের ওস্তাদ। আমার দাগগুলো দেখো'–বুকের চামড়া, পা ও বাহুর অসংখ্য কাটা-ছেঁড়ার চিহ্নগুলোর দিকে ইশারা করল সে। 'মাথার এই ফুটোটা দেখেছ; মগজ বেরিয়ে আসছিল ওদিক দিয়ে, তবু, যে আক্রমণ করেছিল, তাকে শেষ করে দিয়েছি। হাতাহাতি লড়াইয়ে আমি কতজনকে শেষ করেছি, জানো, মাকুমাজন? এইখানে লেখা আছে তার কাহিনী!'–কুড়ালটার হাতলের সারি সারি খাঁজ কাটা চিহ্নগুলো দেখাল সে। 'গুনে দেখো, মাকুমাজন–একশো তিনটে–তবু তো যাদের পেট চিরিনি* বা আমার আগেই অন্য কারও আঘাত লেগেছে, তাদের হিসেব করিনি।'

'চুপ করো,' ধীরে ধীরে রক্তপাতের নেশা ওকে পেয়ে বসছে দেখে বললাম আমি; 'একদম চুপ, এই জন্যেই লোকে তোমাকে "কসাই" বলে। তোমার খুনের ইতিহাস শুনতে চাই না আমরা। যদি আমাদের সাথে যেতে চাও, মনে রেখো,

---

* জুলুদের মধ্যে একটা কুসংস্কার চালু আছে যে, শত্রুকে মারার পর পেট চিরে না দিলে তাদের মৃতদেহ ফুলে ওঠার সাথে সাথে হত্যাকারীর দেহও ফুলে উঠবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া আমরা লড়াই করব না। এখন শোনো। আমাদের কিছু কাজের লোক দরকার। এরা' একটু দূরে সরে বসা ওয়াকওয়াফিদের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'বলছে, যাবে না।'

'যাবে না!' চিৎকার করে উঠল আমস্লোপোগাস; 'আমার বাবা যেতে বলেছে, তারপরও যাবে না কোন্ কুত্তা? তুই'—প্রথম যে ওয়াকওয়াফিটার সাথে কথা বলেছিলাম, একলাফে তার ওপর গিয়ে পড়ল সে, হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল আমাদের কাছে। 'তুই বলেছিস, কুত্তা!' আতঙ্কিত লোকটাকে ভীষণভাবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল সে, 'আরেকবার বল, গলাটা টিপে শেষ করে দিই তোকে'—ওর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো চেপে বসতে লাগল ওয়াকওয়াফিটার গলায়—'তোকে, আর তোদের সাথের সবগুলোকে। তোর ভাইকে কতখানি সাহায্য করেছিলাম, ভুলে গেছিস?'

'না, আমরা সাদা মানুষের সাথে যাব,' হাঁসফাঁস করতে করতে বলল ওয়াকওয়াফিটা।

'সাদা মানুষ!' কপট ক্রোধে বলে উঠল আমস্লোপোগাস, অবশ্য সামান্য প্ররোচনাতেই এই ক্রোধ আসল রূপ ধারণ করতে পারে; 'কার কথা বলছিস, জানিস, কুত্তা?'

'আমরা বড় সর্দারের সাথে যাব।'

'হ্যাঁ!' শান্তস্বরে বলল আমস্লোপোগাস, হঠাৎ করে মুঠি শিথিল করতেই পেছনদিকে পড়ে গেল ওয়াকওয়াফিটা। 'আমি জানি, যাবি তোরা।'

'মনে হচ্ছে, সাথীদের ওপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আমস্লোপোগাসের,' চিন্তিতস্বরে মন্তব্য করল গুড।

দুই

যথাসময়ে লামু ছাড়লাম আমরা। দশদিন পর পৌঁছুলাম তানা নদীর ওপরে অবস্থিত চারা নামক একটা জায়গায়। ইতিমধ্যে একটা নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখেছি আমরা, এরকম বেশ কিছু নগরী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তীরের আশেপাশে। অজস্র মসজিদ, পাথরের বাড়ি ইত্যাদির চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, এসব এলাকা একসময় জনবহুল ছিল। নগরীগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। আমার বিশ্বাস, হযরত মুসার আমলের, যখন এগুলো ভারত ও অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, কৃতদাসব্যবসা এদের পতন ঘটিয়েছে। ফলে, যে জায়গাটা একদিন প্রাচীন সভ্য পৃথিবীর বণিকদের আগমনে সরগরম হয়ে থাকত, সেটা এখন সিংহের দরবার। কৃতদাসদের বকবকানি আর কৌতূহলী নিলামকারীদের হাঁকডাকের বদলে ধ্বংসপ্রাপ্ত দরদালানগুলোতে এখন প্রতিধ্বনিত হয় সিংহের ভয়াবহ গর্জন।

জঞ্জালে ঢাকা একটা স্তূপের নিচে পাথরের দুটো সুন্দর দরজা আবিষ্কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলাম আমরা। দরজার গায়ের কারুকাজগুলো এতই চমৎকার যে, ভেবে আফসোস হলো, এগুলো নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। নিঃসন্দেহে এগুলো একসময় ছিল প্রাসাদের প্রবেশদ্বার।

শেষ! সব শেষ! প্রাণচঞ্চল একটা নগরীর অবস্থা হয়েছে ব্যাবিলন ও নিনেভের মত। লন্ডন ও প্যারিসেরও একদিন এই অবস্থাই হবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই আর টিকে থাকবে না, এই হলো প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য আইন। পুরুষ, মহিলা, সাম্রাজ্য, নগরী, সিংহাসন, ক্ষমতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, অতল সাগর, মহাশূন্য–সবকিছুরই একটা শেষদিন আছে। এরকম ধ্বংসপ্রাপ্ত, পরিত্যক্তপ্রায় স্থানে এলে নীতিবাদী নাস্তিকেরা শাশ্বত গন্তব্য সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারে।

চারায় অতিরিক্ত মজুরির দাবি নিয়ে বেয়ারাদের সর্দারের সাথে আমাদের বেশ একটা ঝগড়া হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত আমাদের ওপর মাসাই লেলিয়ে দেবে বলে শাসাল সে। ওই রাতেই অন্যান্য বেয়ারাদেরসহ ওদের বইতে দেয়া প্রায় সমস্ত মোট চুরি করে পালাল ব্যাটা। তবু, ভাগ্য ভাল যে, রাইফেল, গুলি বা আমাদের ব্যক্তিগত মালপত্রগুলো নিয়ে যায়নি। অবশ্য ভদ্রভাবশে যে রেখে গেছে, তা নয়–জিনিসগুলো ওয়াকওয়াফিদের দায়িত্বে ছিল। যথেষ্ট শিক্ষা হলো ক্যারাভ্যান আর বেয়ারা সম্বন্ধে। কিন্তু এখন যাব কি করে?

সমস্যার সমাধান করল গুড। 'এখানে পানি আছে,' তানা নদীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে; 'গতকাল ক্যানু-এ চড়ে একদল আদিবাসীকে জলহস্তী শিকার করতে দেখেছি। মি. ম্যাকেঞ্জির মিশন-ও তো তানা নদীর উজানেই। তাহলে ক্যানুয়ে করে বৈঠা মেরে যেতে অসুবিধেটা কোথায়?'

সাথে সাথে আদিবাসীদের কাছে ক্যানুর খোঁজ করতে লাগলাম এবং দিনতিনেকের মধ্যে কিনেও ফেললাম বড় বড় দুটো ক্যানু। মালপত্রসহ একেকটায় ছ'জন করে যেতে পারবে। ক্যানু দুটো কিনতে আমাদের অবশিষ্ট প্রায় সব কাপড়চোপড় ও আরও অনেক জিনিস ব্যয় করতে হলো।

পরদিনই রওনা দেয়া হলো। প্রথমটায় গুড, স্যার হেনরি আর তিন ওয়াকওয়াফি; দ্বিতীয়টায় আমি, আমস্লোপোগাস আর বাকি দুই ওয়াকওয়াফি। পথ স্রোতের উজানে বলে একেক ক্যানুয়ে চারটে করে দাঁড় বাইতে হলো। অর্থাৎ, গুড ছাড়া আমাদের সবাইকে খাটতে হলো সাজাপ্রাপ্ত কৃতদাসের মত। গুড নেভির লোক, পানিই তার রাজ্য। আমাদের ওপরে খবরদারি করতে লাগল সে।

মাটির ওপরে গুড একজন নম্র, ভদ্র, রসিক মানুষ। কিন্তু নৌকায় পা দেয়ার সাথে সাথে সে একটা খাঁটি শয়তান। নৌ-চালনা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু তার মুখস্থ। রণতরীর টর্পেডো ফিটিংস থেকে শুরু করে আফ্রিকান ক্যানুর দাঁড় বাওয়া পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি সে জানে, অথচ এসব ব্যাপারে আমরা প্রায় মূর্খ। শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণাও ওর অত্যন্ত কড়া। এককথায়, আমাদের সাথে ও জাত রয়্যাল নেভি অফিসারের মত ব্যবহার করতে লাগল–যেন এতদিন ধরে ওর সাথে যত তামাশা করেছি, তার শোধ তুলে নিচ্ছে। তবে, এতকিছুর পরেও স্বীকার করছি, কাজটা সে নিয়ন্ত্রণ করল প্রশংসনীয়ভাবে।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিনে দুই ক্যানূতেই পাল খাটাতে সক্ষম হলো গুড, যদিও এতে করে আমাদের কষ্টের একবিন্দুও লাঘব হলো না। প্রচণ্ড স্রোতের কারণে দিনে বিশ মাইলের বেশি এগোনো গেল না। ঊষাকালে দাঁড় বাইতে শুরু করি আমরা, থামি বেলা সাড়ে দশটায়। সূর্য তখন প্রচণ্ড তেতে ওঠে। ক্যানূ তীরে নোঙর করে সামান্য আহার সারি; তারপর তিনটে পর্যন্ত হয় ঘুমোই নয়তো কোন বিনোদনে ব্যস্ত থাকি। তারপর আবার শুরু হয় দাঁড় বাওয়া, চলতে থাকে সন্ধের একঘণ্টা আগ পর্যন্ত। অবশেষে সে রাতের মত বিশ্রাম।

সন্ধেয় তীরে নামার সাথে সাথে আসকারিদের নিয়ে কাঁটাঝোপের সাহায্যে একটা খুপরি তৈরি করে ফেলে গুড, আর আলোর ব্যবস্থা দেখে। স্যার হেনরি ও আমস্লোপোগাসকে নিয়ে আমি যাই রান্নার জন্যে কিছু শিকার করতে। তানার দুই তীরেই অসংখ্য শিকার। ফলে, সহজেই শিকার মেলে। একরাতে কমবয়েসী একটা মাদি জিরাফ মারলেন স্যার হেনরি, যেটার মজ্জাযুক্ত হাড়গুলো ছিল খুবই সুস্বাদু। একজোড়া ওয়াটারবাক মারলাম আমি। আর, মার্টিনি রাইফেল দিয়ে একদিন মোটা একটা এল্যান্ড মেরে আমস্লোপোগাস তো আনন্দে আটখানা। কারণ, অধিকাংশ জুলুর মতই সে-ও রাইফেলের শিকারী হিসেবে জঘন্য। স্বাদ বদলাবার জন্যে মাঝে মাঝে শটগান দিয়ে গিনি ফাউল ও বুশ-বাস্টার্ড মারা হলো। এছাড়া, ইয়েলো ফিশও ধরলাম আমরা। চমৎকার এই মাছগুলো তানা নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে আছে। আমার মনে হয়, এরাই কুমীরের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

তিনদিন পর ঘটল এক অশুভ ঘটনা। রাতের মত আড্ডা গাড়ার জন্যে তীরের দিকে এগোচ্ছি আমরা, হঠাৎ চোখে পড়ল, চল্লিশ গজেরও কম দূরে গোল একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে আমাদের। ব্যক্তিগতভাবে উপজাতিটার সাথে ওঠাবসা না করলেও প্রথম নজরেই বুঝতে পারলাম, ও একজন মাসাই এলমোরান (ছোকরা যোদ্ধা)। মনে যা-ও বা একটু সন্দেহ ছিল, আমাদের সাথের সবকয়টা ওয়াকওয়াফি একসাথে আতঙ্কিত চিৎকার দিয়ে উঠল, 'মাসাই!'

বুনো যুদ্ধের সাজে কেমন লাগছে মাসাইটাকে! সারাজীবন বুনোদের সাথেই আমার ওঠাবসা, কিন্তু এরকম হিংস্র আর আতঙ্ক জাগানো চেহারা আগে কখনও দেখিনি। লম্বায় আমস্লোপোগাসের মতই হবে, শরীর ওর চেয়ে কিছুটা পাতলা; কিন্তু মুখটা একেবারে শয়তানের মত। ডানহাতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা একটা বর্শা। ওটার তিন ইঞ্চি চওড়া ফলাটাই আড়াই ফুট। বর্শাটার হাতলের গোড়ায় এক ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা একটা লোহার গজাল। বাঁ হাতে বিরাট একটা ডিম্বাকৃতি মোষের চামড়ার ঢাল, তার ওপর বংশতালিকার মত অদ্ভুত সব নকশা আঁকা। কাঁধ থেকে ঝুলছে বাজপাখির পালক দিয়ে তৈরি বিরাট একটা হাতাবিহীন কোট। গলার চারপাশে প্রায় সতেরো ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া, মাঝখানে রঙিন ডোরাকাটা সুতি কাপড়ের ফালি। এমনিতে তামাটে, ছাগলের চামড়ার যে গাউনটা পরে, সেটা এখন আলগাভাবে কোমর থেকে ঝুলছে বেল্টের মত। তার ডানপাশে

www.BanglaBook.org

কাঠের খাপে পোরা একটা খাটো তরবারি ও বামপাশে প্রকাণ্ড একটা নবকেরি* গোঁজা।

তার সাজসজ্জার মধ্যে উটপাখির পালক দিয়ে তৈরি মুকুটটাই সম্ভবত সবচেয়ে চমৎকার। পায়ের ডিমের সাথে বাঁধা নালের মত কিছু পেরেকের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে গোড়ালির চারপাশের কালো চুলের ঝালর। পেরেকগুলো থেকে আবার ঝুলছে কলোবাস বানরের সুন্দর কালো চুলের গুচ্ছ।

এরকমই হলো মাসাই যোদ্ধাদের সাজসজ্জার বহর। এটা একটা দেখার বস্তু, প্রশংসার বস্তু। আমি অবশ্য প্রথম নজরেই ওদের সাজপোশাক সম্বন্ধে জানতে পারিনি।

কি করা যায় ভেবে ইতস্তত করছি আমরা, এমনসময় মাসাইটা আমাদের দিকে তার বিরাট বর্শাটা একবার ঝাঁকিয়ে, ঘুরে নেমে গেল ওপাশের ঢাল বেয়ে।

'আরে!' অন্য নৌকা থেকে বিস্মিতস্বরে বললেন স্যার হেনরি; 'সর্দারটা তো বাজে হুমকি দেয়নি, সত্যিই মাসাই লেলিয়ে দিয়েছে। এখন তীরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

আমারও মনে হলো, তীরে নামাটা মোটেই নিরাপদ হবে না; কিন্তু ক্যানুতে রান্নার ব্যবস্থা নেই, কাঁচা খাওয়া যায়–এমন কিছু খাবারও তো নেই সাথে, এ দেখছি মহা ঝামেলায় পড়া গেল! শেষ পর্যন্ত আমস্লোপোগাস বলল, সে গিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে আসবে। সাপের মত নিঃশব্দে বুকে হেঁটে ঝোপঝাড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল সে। আধ ঘণ্টা পর ফিরে বলল, কোন মাসাই তার চোখে পড়েনি। তবে, ব্যাটারা আস্তানা গেড়েছিল, এমন একটা জায়গা সে দেখতে পেয়েছে। সবদিকে বিবেচনা করে তার মনে হয়েছে, ঘণ্টাখানেক কি তারও আগে চলে গেছে মাসাইরা। আমাদের দিকে যেটা তাকিয়েছিল, সে নিশ্চয় গেছে দলের অন্যান্যদের সংবাদটা জানাতে।

সুতরাং নামলাম আমরা। একজনকে পাহারায় রেখে রান্নার জোগাড়যন্ত্র শুরু হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বসলাম আমরা। একজন মাসাইকে দেখে অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই; ও হয়তো অন্য উপজাতির উদ্দেশে হত্যা ও লুণ্ঠন অভিযানে বেরিয়ে পড়া একটা দলের একজন সদস্যমাত্র। কিন্তু ক্যারাভ্যান-সর্দারের শাসানি বা আমাদের উদ্দেশে মাসাইটার বর্শা আস্ফালন–কোনটাই শুভলক্ষণ নয়। মনে হচ্ছে, দলটা বুঝি আমাদেরই পিছু নিয়েছে। এখন উপযুক্ত সময় খুঁজছে আক্রমণের।

যদি তা-ই হয়, দুটো করণীয় আছে আমাদের। হয় অভিযান চালিয়ে যেতে হবে, নয়তো ফিরতে হবে। ফেরার চিন্তাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হলো। কারণ, ফিরতি পথেও হয়তো লুকিয়ে আছে অনেক বিপদ। ঠিক হলো, যে কোন মূল্যে অভিযান চালিয়ে যাব আমরা। সেক্ষেত্রে, তীরে ঘুমানোটা উচিত হবে না। ক্যানুতে উঠে নদীর মাঝখানে গিয়ে নোঙর ফেললাম আমরা। নারকেলের আঁশের দড়ি

---

* গাঁটওয়ালা লাঠিবিশেষ।

www.BanglaBook.org

দিয়ে বড় বড় পাথর বেঁধে তৈরি হলো নোঙর।

অন্যান্যদের অসুবিধে না হলেও মশার কামড়ের সাথে বর্তমান পরিস্থিতির উত্তেজনা যুক্ত হওয়ায় আমার ঘুম এল না। ধূমপান করতে করতে নানারকম ভাবনা জাগল মনে, বিশেষ করে, কিভাবে মাসাইগুলোকে এড়ানো যায়। চমৎকার চাঁদ ভাসছে আকাশে। মশার কামড়ে জ্বর হতে পারে, এদিকে ক্যানূর ভেতরে বাধ্যতামূলকভাবে উবু হয়ে বসে থেকে থেকে ডান পায়ে ধরেছে খিল, ভীষণ বোটকা গন্ধ আসছে পাশের ঘুমন্ত ওয়াকওয়াফিটার গা থেকে–এতদসত্ত্বেও রাতটা উপভোগ করতে লাগলাম আমি। পানির ওপরে খেলা করছে চাঁদের আলো। আমাদের পাশ দিয়ে সাগরের দিকে ক্রমাগত ছুটে চলেছে স্রোত, কবরের দিকে ছুটে চলা মানুষের জীবনের মত। যেখানে গাছের ছায়া নেই, সেখানে গিয়ে রূপোর পাতের মত ঝিকমিক করে উঠছে স্রোত। তীরের কাছটায় নিবিড় অনড় অন্ধকার, নলখাগড়ার বনে উদাসী নৈশবায়ু ফেলছে বিষণ্ন নিশ্বাস।

আমাদের বাঁ দিকে, নদীর অন্য প্রান্তে গাছপালাবিহীন ছোট্ট একটা বালুচর। ওদিক থেকে অসংখ্য অ্যান্টিলোপ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পানির কিনারায়। হঠাৎ শোনা গেল একটা প্রচণ্ড গর্জন, সাথে সাথে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল অ্যান্টিলোপের দল। একটু পরেই হেলতে দুলতে এলেন মহামান্য পশুরাজ। মাংসভোজটা ভারী হয়ে গেছে, এখন একটু পানি দরকার। সিংহটা চলে যাবার পর গজ পঞ্চাশেক তফাতে নলখাগড়ার মধ্যে একটা হুড়মুড় শব্দ উঠল। কয়েকমিনিট পরেই গজ বিশেক দূরে পানির ওপরে ভেসে উঠল বিশাল একটা কালো স্তূপ, নিশ্বাস ছাড়তে লাগল ভোঁস ভোঁস করে। জলহস্তীর মাথা। নিঃশব্দে তলিয়ে গেল মাথাটা, এবার ভেসে উঠল মাত্র পাঁচগজ দূরে। অস্বস্তিকর কাছে এসে পড়েছে ওটা, এখন ক্যানূর ব্যাপারে কৌতূহল দেখালেই সর্বনাশ। বিশাল মুখটা ফাঁক করে হাই তুলল সে, পরিষ্কার দেখতে পেলাম বড় বড় দাঁতগুলো। ইচ্ছে করলে এক কামড়েই আমাদের দুর্বল ক্যানূ গুঁড়ো করে দিতে পারে সে। একবার ভাবলাম, একটা আট বোর বুলেট ঢুকিয়ে দিই ওর গায়ে। পরক্ষণেই ভাবলাম, নৌকার দিকে তেড়ে না আসা পর্যন্ত কিছু করব না। আগের মতই আবার নিঃশব্দে তলিয়ে গেল জলহস্তীটা। আর উঠল না।

ডানপাশের তীরের দিকে তাকাতেই মনে হলো, গাছপালার ফাঁকে কালোমত কি যেন একটা দেখতে পেলাম। আমার দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, কিছু একটা যে দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে, সেটা পাখি, পশু, নাকি মানুষ, ঠিক বলতে পারব না। চাঁদের সামনে থেকে কালো একটা মেঘ সরে যাবার সাথে সাথে উধাও হয়ে গেল বস্তুটা। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল একজাতের শিংওয়ালা প্যাঁচা। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল সেটা। বাতাসের সাথে সাথে গাছ ও নলখাগড়ার মর্মরধ্বনি ছাড়া চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

হঠাৎ কেন জানি নার্ভাস হয়ে পড়লাম। একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তবু, কাউকে জাগালাম না। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল আমার, মুমূর্ষু মানুষের মত স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল নাড়ির স্পন্দন।

www.BanglaBook.org

চুপচাপ শুয়ে থেকে মুখটা ফেরালাম আমস্লোপোগাস আর দুই ওয়াকওয়াফির দিকে।

দূর থেকে একটা জলহস্তীর পানি ছিটানোর ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠল প্যাঁচাটা। হৃদয়-কাঁপানো সঙ্গীতের মত গাছপালার ভেতর দিয়ে কেঁদে ফিরতে লাগল বাতাস। মাথার ওপরে কালো আকাশ, নিচে বয়ে চলেছে কালো স্রোত। আর, দুটোর মাঝখানে যেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ আমি আর মৃত্যু।

হঠাৎ যেন শিরায় শিরায় জমাট বাঁধল রক্ত, থেমে গেল হৃৎপিণ্ড। আমরা কি সত্যিই নড়ছি, নাকি এ শুধুই কল্পনা? পাশের ক্যানূটার দিকে তাকালাম। নেই ওটা! আচমকা কালো একটা হাত জেগে উঠল ক্যানূর ধারে। এটা নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন! পরমুহূর্তেই শয়তানের মত একটা মুখ ভেসে উঠল পানির ওপরে। হঠাৎ একপাশে গড়িয়ে গেল ক্যানূটা, ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ছুরি, আমার পাশের ওয়াকওয়াফিটার গলা চিরে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর চিৎকার আর প্রায় সাথেসাথেই গরম কি যেন ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখের ওপর।

মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহন কেটে গেল; কোন দুঃস্বপ্ন আমি দেখিনি, সাঁতরে এসে ক্যানূ আক্রমণ করেছে মাসাই। ব্যস্ত হয়ে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই হাত পড়ল আমস্লোপোগাসের কুড়ালের ওপর। চকিতে তুলে নিয়েই কোপ মারলাম। একটা হাতের কব্জির একটু ওপর থেকে নিচের অংশটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হাতের মালিক কিন্তু টুঁ শব্দও করল না। ভূতের মত এসেছিল সে, চলেও গেল ভূতের মতই, পেছনে শুধু রেখে গেল রক্তাক্ত একটা হাত। বিরাট ছুরিটা তখনও সে হাতে ধরা, যেটা ভেদ করেছে বেচারা ওয়াকওয়াফিটার হৃৎপিণ্ড।

এইসময় একটা হৈ-হুল্লোড় শুরু হলো। কল্পনা কিনা জানি না, মনে হলো, ডানহাতি তীরে যেন অনেকগুলো কালো মাথা গিজগিজ করছে। দড়ি কেটে দেয়ায় সেদিকেই চলেছে ক্যানূটা। মাসাই দড়িটা কেটেই দিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, স্রোতের টানে ক্যানূটা আপনাআপনি ভেসে যাবে ডানদিকে–যেখানে আমাদের 'বর্শা সম্বর্ধনা' দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে একদল মাসাই। নিজে একটা দাঁড় নিয়ে আরেকটা দিলাম আমস্লোপোগাসকে। বাদবাকি আসকারিটা এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, ওকে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না। নদীর মাঝখানে সরে যাবার জন্যে প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম আমরা দুজন।

শেষমেষ কোনমতে গিয়ে পৌঁছুলাম অন্য ক্যানূটার কাছে। মাসাইটা ওদের আক্রমণ করেনি দেখে খুব ভাল লাগল। ওটারও দড়ি কাটতে মাসাইটা, কিন্তু অদম্য রক্ততৃষ্ণায় মাঝপথে কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়েছিল সে। এতে করে আমরা হারালাম একটা লোক, সে হারাল একটা হাত–যেটা আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছে নৃশংস একটা হত্যাকাণ্ড থেকে।

ভূতের মত মুখটা ভেসে না উঠলে, কিছু বোঝার আগেই ক্যানূটা তীরে গিয়ে ভিড়ত। আর, তাহলে এই গল্পটা আমার আর কোনদিনই লেখা হত না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

এভাবে উদ্ধার পেয়ে পরস্পরের অভিনন্দন জানালাম আমরা। তারপর ক্যানূদুটো একসাথে বেঁধে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম ভোরের। নিজেদের তৎপরতার জন্যে নয়, বরং ঈশ্বর বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলে বাঁচলাম এ যাত্রা। অবশেষে ভোর হলো। জীবনে আলো কোনদিন এত আনন্দ বয়ে আনেনি। আমার ক্যানূতে অবশ্য দেখা গেল বীভৎস একটা দৃশ্য। চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে হতভাগ্য আসকারিটা। হাতলে কাটা হাত, ছুরিটা তখনও ঢুকে আছে হৃৎপিণ্ডে। আমি আর সইতে পারলাম না। যে পাথরটা দিয়ে নোঙর তৈরি করা হয়েছিল, সেটার সাথে মৃতদেহটা বেঁধে ফেলে দেয়া হলো পানিতে। ঝুপ করে ডুবে গেল ওটা, পেছনে শুধু রয়ে গেল কয়েকটা বুদ্বুদ। হত্যাকারীর হাতটাও ছুঁড়ে ফেলা হলো। ধীরে ধীরে ডুবে গেল সেটা। হাতীর দাঁতের হাতলওয়ালা, স্বর্ণখচিত খাটো তরবারিটা রেখে দিলাম। ব্যবহার করব হান্টিং-নাইফ হিসেবে।

একজন আসকারিকে আমার ক্যানূতে পার করে রওনা দেয়া হলো। মনটা খুব দমে আছে। এখন রাত নামার আগে কোনমতে 'হাইল্যান্ডস'-এ পৌঁছুতে পারলে হয়। পরিস্থিতি আরও খারাপ করার জন্যে সূর্যোদয়ের একঘণ্টার মধ্যেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। ভিজে কাক হয়ে গেলাম সবাই। ক্যানূর পাল নামাতে হলো, দাঁড়ই এখন একমাত্র ভরসা।

বেলা এগারোটায় বাঁ তীরের ফাঁকা একটা জায়গায় নামলাম আমরা। বৃষ্টি একটু ধরে এলে কোনমতে আগুন জ্বালিয়ে ঝলসে নিলাম কিছু মাছ। শিকারের খোঁজে বেরোনোর সাহস হলো না। বেলা দুটোয় আবার যাত্রা করা হলো। খানিক পরেই শুরু হলো বৃষ্টি, ক্রমেই বেড়ে চলল তার বেগ। স্রোত এবং অগভীর পানিতে মাথা উঁচু করে থাকা অসংখ্য পাথরের কারণে খুবই কঠিন হয়ে উঠল ক্যানূ চালানো। রাতের আগে ম্যাকেঞ্জির ওখানে পৌঁছা যাবে না, এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। পরিশ্রম আমরা করলাম ঠিকই, কিন্তু ফল পেলাম না। ঘণ্টায় গড়ে একমাইল করে এগোনো গেল। ফলে, বিকেল পাঁচটায় আমরা যখন একরকম আধমরা, ম্যাকেঞ্জির স্টেশন তখনও প্রায় দশ মাইল দূরে।

ভাগ্য খুবই খারাপ। তবু, রাত কাটানোর ব্যবস্থা তো দেখতে হবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে তীরে নামার কথা চিন্তাও করলাম না আমরা। বিশেষ করে, তানা নদীর এই অঞ্চলের তীর এতই ঘন ঝোপে পরিপূর্ণ—যেখানে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে হাজার পাঁচেক মাসাই। প্রথমটায় ভাবলাম, এই রাতটাও বুঝি ক্যানূতে কাটাতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে, নদীর মাঝখানে খুদে একটা পাথুরে দ্বীপের দেখা পাওয়া গেল। দ্বীপটা পনেরো বর্গগজের বেশি হবে না। দাঁড় বেয়ে গিয়ে, ক্যানূ বেঁধে আমরা নেমে পড়লাম দ্বীপটায়। বৃষ্টির বেগ একটুও কমল না, হাড় পর্যন্ত জমে গেল আমাদের। তবে, এত কষ্টের মাঝেও সান্ত্বনা থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন আসকারি ঘোষণা করল, আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই আমাদের। কারণ, চুপচুপে হয়ে ভিজে কোথাও যাওয়াটা মাসাইদের একেবারেই অপছন্দ।

নীরস, আধশেঁকা কিছু ঠাণ্ডা মাছ খেলাম আমরা। আমস্ট্রোপোগাস খেলো কিছু ব্র্যান্ডি, অধিকাংশ জুলুর মতই সে-ও মাছ সহ্য করতে পারে না। এরপর শুরু হলো রাত কাটানোর পালা। সেই যে আমরা তিনজন একবার কুকুয়ানাল্যান্ডে শীতে মরতে বসেছিলাম–সেটা ছাড়া এত কষ্টকর রাত আর জীবনে কখনও আসেনি। অন্তহীন সেই রাতে দু'একবার ভয় পেলাম এই ভেবে যে, জনাদুয়েক আসকারি বুঝি মারাই যায়। আফ্রিকার অধিবাসীরা খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। প্রথমে হাত-পা অবশ হয়ে আসে, তারপর মারা যায়। এমনকি লোহার মত শক্ত আমস্ট্রোপোগাসকেও যেন কিছুটা কাহিল মনে হচ্ছে। পার্থক্যের মধ্যে, গুঙিয়ে গুঙিয়ে অনবরত নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে চলেছে আসকারিরা, কিন্তু সে টুঁ শব্দটিও করছে না।

রাত একটায় আবার শোনা গেল প্যাঁচার চিৎকার, সাথে সাথে আক্রমণ রোখার জন্যে তৈরি হলাম আমরা; যদিও, আক্রমণ হলে আমাদের ওই অবস্থায় এমন কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতাম না। তবে, শেষপর্যন্ত আক্রমণ করার সাহস বুঝি হলো না মাসাইদের। কারণ এরকম ঝোপঝাড়সম্বলিত এলাকায় আক্রমণ চালাতে অভ্যস্ত নয় তারা। মোট কথা, আক্রান্ত হলাম না আমরা।

অবশেষে আবছা কুয়াশার চাদর গায়ে পানির ওপর দিয়ে ভেসে এল ভোর। দিনের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে থেমে গেল বৃষ্টি। তারপর উঠল চমৎকার সূর্য। উধাও হলো কুয়াশা, উষ্ণ হলো আবহাওয়া। কোনমতে নিজেদের টেনে নিয়ে গেলাম সূর্যালোকের নিচে। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম, আদিম মানুষেরা কেন সূর্য-পূজা করত।

আধঘণ্টা পর রওনা দিলাম আমরা, ইতিমধ্যে অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছি। অনুকূল বাতাস বইছে, অগ্রগতি ভালই হতে লাগল। যে বিপদের কবলে পড়ে প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম, এখন সেগুলোকে আবার হেসে উড়িয়ে দিতে পারি।

এগারোটা পর্যন্ত উৎফুল্লভাবেই এগিয়ে চললাম আমরা। তারপর যখন কোথাও থামার চিন্তাভাবনা করছি, একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ চোখে পড়ল টিলার ওপর চারপাশ উঁচু পাথরের দেয়াল ঘেরা বারান্দাসহ ইউরোপীয় ধাঁচের একটা বাড়ি। বাড়িটার ঠিক উল্টোদিকে বিশাল একটা পাইনগাছ। গাছ দু'দিন যাবৎ গাছটা ধরা পড়েছে আমাদের দূরবীনে, কিন্তু বুঝতে পারিনি–ওটাই মিশন স্টেশনের চিহ্ন। বাড়িটা প্রথম ধরা পড়ল আমার চোখে। সাথে সাথে একটা চিৎকার না দিয়ে পারলাম না, বাদবাকি সবাই যোগ দিল সে চিৎকারে। যাই হোক, তখনি নেমে পড়ার প্রশ্ন উঠল না। কারণ, চোখে পড়লেও বাড়িটা তখনও বেশ কিছুটা দূরে। একটার দিকে আমাদের ক্যানু পৌঁছুল বাড়িটার নিচের ঢালে। তীরে নামতেই ইংরেজদের সাধারণ পোশাক পরা তিনজন মানুষ চোখে পড়ল। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে আমাদের দিকেই।

'একজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা আর ছোট্ট একটা মেয়ে,' দূরবীনে

www.BanglaBook.org

চোখ লাগিয়ে বলল গুড, 'সভ্য কায়দায় হেঁটে আসছে, সভ্য চেহারার একটা বাগানের ভেতর দিয়ে। এবারের অভিযানে এটাই যদি সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্য না হয়, আমাকে ফাঁসি দিও তোমরা!'

ঠিকই বলেছে গুড; এরকম একটা জায়গায় এমন দৃশ্য অদ্ভুতই বটে।

'কেমন আছেন, আপনারা?' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি, ধূসর চুলের একজন দয়ালু চেহারার মানুষ, গালদুটো টকটকে লাল; 'আশাকরি ভালই আছেন। ঘণ্টাখানেক আগে আমার স্থানীয় কাজের লোকগুলো বলছিল, দুটো ক্যানু আসছে। আর, তাতে নাকি সাদা চামড়ার মানুষও আছে।'

'অনেকদিন পর শ্বেতাঙ্গ মানুষ চোখে পড়ল আমাদের। খুব ভাল লাগছে,' বললেন ভদ্রমহিলা।

হ্যাট খুলে তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করলাম। তারপর পরিচয় দিতে গেলাম নিজেদের।

'এখন,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি, 'নিশ্চয় আপনারা খুব ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। আসুন, ভেতরে আসুন। খুব খুশি হয়েছি আপনাদের দেখে। শেষ যে শ্বেতাঙ্গ আমরা দেখেছি, সে–আলফোন্স। একবছর আগের কথা। ওকে এখনই দেখতে পাবেন আপনারা।'

কথা বলতে বলতে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম আমরা। কাঁফ্রিদের তৈরি বাগানগুলো ভুট্টা, কুমড়া, আলু ইত্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ। বাগানগুলোর কোনায় ব্যাঙের ছাতার আকৃতির কিছু কুঁড়েঘর, মিশনের স্থানীয় বাসিন্দারা এখানে থাকে। বাগানগুলোর মাঝখানের পথ ধরেই হেঁটে চলেছি আমরা। পথের দুপাশে কমলালেবু গাছের সারি। গাছগুলো মাত্র দশবছর আগের হলেও এখানকার চমৎকার আবহাওয়ায় ইতিমধ্যেই সোনালি ফলে বোঝাই।

সিকি মাইল মত ওঠার পর ফলগাছে ঘেরা প্রায় চার একর একটা জায়গা পাওয়া গেল। বাড়ি, ব্যক্তিগত বাগান, গির্জা থেকে শুরু করে এখানেই মি. ম্যাকেঞ্জির সবকিছু।

কি বাগান একখানা! সুন্দর বাগান দেখতে আমার সবসময়েই ভাল লাগে। কিন্তু এরকম আগে কখনও দেখিনি। সারি সারি ইউরোপীয় ফলের গাছ, তাছাড়া, প্রায় সবরকমের শাকসবজি। নানাজাতের আপেল ছাড়াও স্ট্রবেরি, টম্যাটো, তরমুজ, শসা। চারপাশে ফুলও ফুটেছে রাশি রাশি।

'একটা বাগানই বটে আপনার!' কিছুটা ঈর্ষান্বিত স্বরে বললাম আমি।

'হ্যাঁ,' বললেন মিশ্‌নরি, 'বাগানটা বেশ ভাল। আমার বাটলার সম্পূর্ণ পুষিয়ে দিয়েছে ওটা; কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার প্রশংসা করতেই হবে। পীচের একটা বিচি এখানে পুঁতে রাখলে চার বছরের মাথায় ফল দেবে, কলম করলে গোলাপ ফুটবে এক বছরের মধ্যেই। এই দেশটা সত্যিই চমৎকার।'

এরপর আমরা আট ফুট উঁচু পাথরের দেয়ালে ঘেরা একটা পরিখা দেখতে পেলাম। দেয়ালটার গা এখানে-ওখানে ফুটো করা।

'ওটাই হলো,' পরিখা আর দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন মি.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাকেঞ্জি, 'আমার সবচেয়ে বড় কর্মকাণ্ড; অন্তত ওটা আর গির্জাটা। ওই পরিখা আর দেয়ালটা তৈরি করতে বিশজন স্থানীয় বাসিন্দাসহ আমার সময় লেগেছে দুবছর। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেছি। কিন্তু এখন আমি আফ্রিকার সমস্ত হিংস্র মানুষকে রুখে দিতে পারি।'

একটা কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে পরিখা পার হয়ে, দেয়ালের গায়ের খুদে একটা দরজার ভেতর দিয়ে এবার আমরা গেলাম মিসেস ম্যাকেঞ্জির ফুলের বাগানে। একসাথে এতরকম গোলাপ, গন্ধরাজ আর ক্যামীলিয়্যা আমি আর কখনও দেখিনি। এগুলোর বীজ বা কলম–সবই আনা হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে।

বাগানটার মাঝখানে, বারান্দার ঠিক উল্টোদিকে পরিষ্কার পানির একটা ঝর্না। পাথরের একটা বেসিনে জড়ো হচ্ছে ঝর্নার পানি। বেসিনটা উপচে উঠলে পানি চলে যাচ্ছে বাইরের পরিখায়। নিচের বাগানগুলোতে সেচের পানির টান পড়লে পরিখাটা রেজ্যারভ্যোআরের কাজ করে। একতলা বিরাট বাড়ি মি. ম্যাকেঞ্জির, ছাদ তৈরি হয়েছে পাথরের স্ল্যাব দিয়ে। বাড়ির সামনের বারান্দাটা বেশ সুন্দর। একটা বর্গক্ষেত্রের তিনদিক জুড়ে আছে বারান্দা, বাকি দিকটায় বেশ কিছুটা সরে রান্নাঘর–গরম দেশের পক্ষে এটা খুবই ভাল একটা প্ল্যান।

এই বর্গক্ষেত্রের মাঝখানেই একা দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার জায়গাটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তুটি। কৌনিফ্যার গোত্রের একটা গাছ। মি. ম্যাকেঞ্জি জানালেন, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও দেখা যায় গাছটা। চল্লিশ মাইল দূর থেকে আমরাই দেখতে পেয়েছি। গাছটা প্রায় তিনশো ফুট উঁচু, গুঁড়ির পরিধি হবে ষোলো ফুট মত। সত্তর ফুটের মধ্যে একটাও ডাল নেই গাছটার, সোজা উঠে গেছে বাদামী একটা থামের মত। তারপর গাঢ় সবুজ কিছু ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ি ও ফুলের বাগানটার ওপর। নিচ থেকে ডালগুলোকে দেখাচ্ছে বিশাল আকারের ফার্নের পাতার মত।

'কি চমৎকার গাছ!' মন্তব্য করলেন স্যার হেনরি।

'ঠিকই বলেছেন; গাছটা চমৎকার। আমার জানা মতে এ-দেশে এরকম গাছ আর একটাও নেই,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি। 'ওটা আমার ওয়াচ-টাওয়ার। নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, সবচেয়ে নিচের ডালটার সাথে একটা দড়ির মই লাগানো আছে। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিছু দেখতে চাইলে শুধু একটা স্পাইগ্লাস হাতে উঠে পড়তে হবে ওখানে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে, ডিনারও তো এতক্ষণে তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। আসুন, বন্ধুগণ; আমার এই জায়গাটা খুব একটা ভাল নয়, কিন্তু এই দেশের পক্ষে নিশ্চয় যথেষ্ট ভাল। ফরাসী একজন রাঁধুনীও আছে আমাদের।' তারপর পথ দেখিয়ে আমাদের বারান্দায় নিয়ে এলেন তিনি।

আসলে তিনি কি বলতে চান, ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমনসময় বাড়ির ভেতর থেকে বারান্দায় এসে হাজির হলো চটপটে, ছোটখাট একজন মানুষ। তার পরনে ফিট্‌ফাট্ নীল সুতির স্যুট, পায়ে চামড়ার জুতো। মুখে বিরাট কালো গোঁফ, দুই প্রান্ত বেঁকে সরু হয়ে ওপরদিকে উঠে গেছে মোষের শিংয়ের মত।

www.BanglaBook.org

'ম্যাডাম আমাকে বলতে পাঠালেন, ডিনার রেডি। মঁশিয়েগণ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।' হঠাৎ ওর চোখ পড়ল আমস্লোপোগাসের ওপর। 'কি বড় ব্যাটার কুড়ালটা, মাথায় আবার গর্ত দেখো,' বলল সে।

'এই,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি; 'কি বলছ তুমি, আলফোন্স?'

'যে মঁশিয়ে নয়, তার সম্বন্ধে আবার কি বলব আমি?'

ওর কথায় হেসে উঠল সবাই। কিন্তু নিজেই রসিকতার কেন্দ্রবিন্দু—একথা বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল আমস্লোপোগাস।

'ও রেগে গেছে,' বলল আলফোন্স, 'ওই দেখো, আবার ভেঙচি কাটছে। উঁহুঁ, ওর ভাবসাব সুবিধে মনে হচ্ছে না। আমি যাই।' দ্রুত প্রস্থান করল সে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই, মি. ম্যাকেঞ্জিও বাদ গেলেন না। 'ও এক অদ্ভুত চরিত্র,' বললেন তিনি। 'পরে ওর কথা শোনাব আপনাদের। আপাতত ওর রান্নাটা পরীক্ষা করা যাক।'

চমৎকার ডিনার শেষে স্যার হেনরি জানতে চাইলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, এই বুনো দেশে ফরাসী রাঁধুনি পেলেন কোথায়?'

'ওহ্,' জবাব দিলেন মি. ম্যাকেঞ্জি, 'বছরখানেক আগে সে নিজে থেকেই এসেছে এখানে। এসে বলে, আমাদের সাথে কাজ করতে চায়। কি এক ঝামেলায় পড়ে ফ্রান্স থেকে সে পালিয়ে যায় জাঞ্জিবার। কিন্তু সেখানে গিয়ে শোনে, ফ্রান্স সরকার বিদেশী রাষ্ট্রকেই অনুরোধ জানিয়েছে, তার বিচার করার জন্যে। অতএব, আবার পলায়ন। শেষমেষ আমাদের ক্যারাভ্যানের লোকের হাতে পড়ে সে।'

এবার পাইপ ধরিয়ে আমাদের অভিযানের বর্ণনা দিতে লাগলেন স্যার হেনরি। শুনতে শুনতে মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল মি. ম্যাকেঞ্জির।

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' বললেন তিনি, 'শয়তান মাসাইগুলো বরাবরই নজর রেখেছিল আপনাদের ওপর। আপনারা যে নিরাপদে এখানে আসতে পেরেছেন, সে জন্যে আমি অত্যন্ত খুশি। মনে হয় না, ওরা এখানে এসে আক্রমণ করার সাহস পাবে। তবে কপাল খারাপ, আমার প্রায় সব লোকই এ-মুহূর্তে হাতির দাঁত ও অন্যান্য মালপত্র নিয়ে উপকূলে গেছে। সেই ক্যারাভ্যানে দুশো জন লোক আছে, অথচ এখন এখানে আছে মাত্র জনাবিশেক। তবু, আমি দেখছি,' উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ানো একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোককে সোয়াহিলি ভাষায় কি যেন নির্দেশ দিলেন তিনি। লোকটা শুনে, অভিবাদন করে ফিরে গেল আবার।

'দেখুন, এ ব্যাপারে আপনাকে কোন ঝামেলায় ফেলতে চাই না আমরা,' তিনি ফিরে এসে বসতেই উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললাম আমি। 'রক্তপিপাসু শয়তানগুলোকে আপনার ওপর লেলিয়ে দেয়ার চেয়ে বরং চলেই যাই আমরা।'

'আপনাদের কিছুই করতে হবে না। মাসাইরা যদি আসে, মনে হয়, উষ্ণ অভ্যর্থনাই জানাতে পারব আমরা। তাছাড়া, পঞ্চাশবার সমস্ত মাসাইয়ের ভয়েও শ্বেতাঙ্গ কোন মানুষকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারি না।'

'একটা কথা মনে পড়ল,' বললাম আমি, 'লামুতে কনসাল সাহেব বললেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি নাকি একটা চিঠি দিয়েছিলেন তাঁকে। কোন্ এক মানুষ এসে নাকি আপনাকে বলেছিল, ভেতরের কোন্ অঞ্চলে সে নাকি শ্বেতাঙ্গের দেখা পেয়েছে? গল্পটা কি আপনার সত্যি মনে হয়? আদিবাসীদের মুখে এধরনের গুজব আমিও দু'একবার শুনেছি।'

আমার কথার জবাবেই যেন উঠে ঘরের বাইরে চলে গেলেন মি. ম্যাকেঞ্জি, একটুপরই ফিরলেন স্বর্ণখচিত অদ্ভুতদর্শন একটা তরবারি হাতে।

'এইরকম তরবারি দেখেছেন কখনও?' জানতে চাইলেন তিনি।

একে একে পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকালাম আমরা।

'এটা আপনাদের দেখানোর কারণ হলো, মানুষটা এসে আমাকে বলেছিল, অজানা সেই দেশের শ্বেতাঙ্গদের নাকি এরকম তরবারি ব্যবহার করতেই দেখেছে সে। ফলে, তার গল্পটা একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। খুব বড় নয় তার গল্প। তবু, আপনাদের সব খুলে বলছি।

'একদিন সূর্যাস্তের ঠিক আগে বারান্দায় বসে আছি, এমনসময় করুণ, ক্ষুধার্ত চেহারার একজন মানুষ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে আমার সামনেই বসে পড়ল। জানতে চাইলাম—কোথা থেকে আসছে সে, কি চায়। আমার কথার জবাবে এক গল্প ফেঁদে বসল সে। উত্তরের এক উপজাতির মানুষ সে! একদিন অন্য এক উপজাতি আক্রমণ করে তাদের। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তারা কয়েকজন পালিয়ে যায় আরও উত্তরে। যাবার পথেই ল্যাগা বলে একটা হ্রদের দেখা পায়। ওখান থেকে আরও এগোতে পাহাড়ঘেরা আরেকটা হ্রদ পায় তারা। সে তার নাম বলেছিল 'অতল হ্রদ'। এখানেই তার স্ত্রী ও ভাই মারা যায় ইনফেকশনে—সম্ভবত বসন্তে। গ্রামের লোকেরা তখন তাকে বের করে দেয়। দশদিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার পর একটা ঘন বনে প্রবেশ করে সে। আর, সেখানেই তাকে খুঁজে পায় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী। শিকারীরা তাকে নিয়ে যেখানে যায়, সেখানকার সবাই নাকি শ্বেতাঙ্গ, বাস করে পাথরের বাড়িতে। সাতদিন ধরে একটা বাড়িতে থাকার পর এক রাতে সাদা দাড়িওয়ালা একজন ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করে। তারপর কাঁটাঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গভীর বনে নিয়ে গিয়ে খাবার ও এই তরবারিটা দিয়ে তাকে বিদেয় করা হয়।'

'আচ্ছা!' বললেন স্যার হেনরি, এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে গল্পটা শুনছিলেন তিনি, 'তারপর সে কি করল?'

'তারপর, তার কথামত, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মাঝে কাটতে লাগল সময়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জাম আর শেকড়বাকড় খেয়ে কাটাল সে। এমনকি ধরার মত কিছু পেলেই ধরে খেয়ে ফেলল। এভাবে কোনমতে বেঁচে থেকে একদিন সে রওনা দিল দক্ষিণ দিকে। ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে একসময় এসে পড়ল আমার এখানে।

'তার অভিযানের সম্পূর্ণ বর্ণনা শুনতে পাইনি আমি। পরদিন সকালে আসতে বলে সে রাতের মত তার ভার দিলাম আমার এক সর্দারের হাতে। সর্দার তাকে নিয়ে গেল। কিন্তু বেচারির এতই খোসপাঁচড়া হয়েছিল যে, সংক্রমণের ভয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্দারের বউ তাকে কুঁড়েঘরে ঢুকতে দিল না। একটা কম্বল দিয়ে বাইরে থাকতে বলা হলো তাকে। ওই রাতেই এক সিংহের কবলে পড়ে প্রাণ হারাল সে। ব্যস–এই তার গল্প। এর মধ্যে সত্যি মিথ্যে কি আছে, জানি না। আপনার কি মনে হয়, মি. কোয়াটারমেইন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'জানি না। বিশাল এই মহাদেশে এত অদ্ভুত সব জিনিস আছে যে, গল্পটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। যে ভাবেই হোক, অঞ্চলটা একবার সত্যিই খুঁজে দেখতে চাই আমরা। মাউন্ট লেকাকিসেরা যেতে চাই; তারপর ল্যাগা হ্রদ। হ্রদটায় পৌঁছার পরও যদি বেঁচে থাকি, আর, তার ওপারে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষের কথা শুনতে পাই, তাদের খুঁজে বের করার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

'আপনারা খুবই বিপদপ্রিয় মানুষ,' মৃদু হেসে বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি।

চার

ডিনারের পর স্টেশনের বাইরের অংশের বিল্ডিংগুলো ঘুরেফিরে দেখলাম আমরা। আফ্রিকায় এত উদ্যোগ নিয়ে এত সুন্দর জায়গা তৈরি করতে আর কোথাও দেখিনি। বারান্দায় ফিরে এসে দেখি, এই সুযোগে আমস্লোপোগাস বসে গেছে রাইফেলগুলো সাফ করতে। 'ফরমাশ' বলতে এই একটাই খাটে সে। কারণ, যে কাজে হাত ব্যবহার করতে হয়, সেটা একজন জুলু সর্দারের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। তবে, এই রাইফেল পরিষ্কার করার কাজটা খুবই ভাল পারে সে।

প্রত্যেকটা রাইফেলেরই আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে আমস্লোপোগাস। স্যার হেনরির দোনলা চার বোরটার নাম দিয়েছে সে–বজ্রদেবতা। আমার .৫০০ এক্সপ্রেসটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে বলে নাম দিয়েছে–চাবুক। দ্রুত ক্রমাগত ফায়ার করা যায় বলে উইনচেসটার রিপীটারগুলোর নাম–মহিলা। কারণ, মেয়েরাও এরকম ক্রমাগত বকবক করে যেতে পারে। আর, মার্টিনি ছ-টার নাম–জনসাধারণ।

রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে প্রত্যেকটাকে আলাদা নাম ধরে ডাকে সে, কথা বলে–যেন ওগুলো আলাদা আলাদা মানুষ, রসিকতা বোঝে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

আমস্লোপোগাসের কুড়ালটা তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। অবেসময় বসে বসে কুড়ালটাকে তার জীবনের বিভিন্ন অভিযানের গল্পও শোনায় সে। কুড়ালটার নাম দিয়েছে সে–ইনকোসি-কাস, জুলু ভাষায় যার অর্থ 'সর্দারনী'। অনেকদিন পর্যন্ত এই নামকরণের অর্থ বুঝতে পারিনি আমি। শেষে ওকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, সবকিছুরই অত্যন্ত গভীরে যাবার মেয়েলী অভ্যাস নাকি আছে কুড়ালটার। তাছাড়া, ওটার আচরণ সর্দারনীর মতই, যার সৌন্দর্য আর শক্তির সামনে মানুষ বোবা হয়ে যায়।

ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখতে কসাইদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুড়ালের মত। তিন ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, সোয়া ইঞ্চি চওড়া হাতলটা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে তৈরি। হাত যেন পিছলে না যায়, সেজন্যে মাল্টার কমলার মত বড় একটা গাঁট শেষপ্রান্তে। হাতলটা শক্ত হলেও বেতের মতই নমনীয়। তবু, যেন না ভাঙে, সেজন্যে কয়েক ইঞ্চি পর পর তামার তার প্যাঁচানো। হাতলটার গায়ে অনেকগুলো খাঁজ কাটা। একেকটা খাঁজ একজন করে মানুষ হত্যার সাক্ষ্য বহন করছে।

কুড়ালের ফলাটা অত্যন্ত খাঁটি ইস্পাতের। তবে, ইস্পাতটা কোথা থেকে এসেছে, আমস্লোপোগাস জানে না। কারণ, অনেক বছর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে এক সর্দারকে হত্যা করে সে কুড়ালটা পেয়েছে। খুব বেশি ভারী নয় মাথাটা, আড়াই পাউন্ড মত হবে। ফলার ধারাল দিকটা অধিকাংশ বর্বরদের কুড়ালের মত বাইরের দিকে না হয়ে ধনুকের মত ভেতরের দিকে বাঁকানো। ফলার সবচেয়ে চওড়া অংশটা পৌনে ছয় ইঞ্চি চওড়া, খুরের মত ধার তাতে। কুড়ালটার পেছনদিকে মাথা উঁচিয়ে আছে চার ইঞ্চি লম্বা একটা মোটাসোটা গজাল।

লড়াইয়ের সময় এই গজালটা দিয়ে শত্রুর মাথায় ক্রমাগত ঠোকর মারার অভ্যাস আছে বলে আমস্লোপোগাসকে অনেকে 'কাঠঠোকরা' নামে ডাকে।

কুড়ালটাকে সে এতই ভালবাসে যে, খাবার সময় ছাড়া কখনোই ওটা তার হস্তচ্যুত হয় না। খাবার সময় কুড়ালটাকে সে রাখে পায়ের নিচে।

আমস্লোপোগাসকে কুড়ালটা ফিরিয়ে দিতেই এল মিস ফ্লসি। আমাকে নিয়ে চলল সে তার ফুলের সংগ্রহ দেখাতে। নানাজাতের আফ্রিকান লিলি ও গুল্ম দেখলাম। কিছু কিছু গুল্ম আমার কাছে একেবারেই নতুন, এমনকি বোটানিক্যাল সাইন্সেও এগুলোর উল্লেখ আছে কিনা সন্দেহ। ওকে বললাম, 'গয়া' লিলির নাম সে কখনও শুনেছে কি না। মধ্য আফ্রিকায় অনুসন্ধানকারী দলের কারও কারও মুখে এর নাম আমি শুনেছি। ফুলটির আশ্চর্য সৌন্দর্য নাকি তাদের হতবাক করে দিয়েছিল।

আদিবাসীরা বলে, সবচেয়ে উর্বর মাটিতেই নাকি এই লিলি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ফুলটির তুলনায় মূল বেশ ছোট, চার পাউন্ড মত ওজন হবে। প্রতি দশ বছরে নাকি মাত্র একবার ফোটে এই ফুল। পরে অবশ্য অসাধারণ এই ফুলটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এর সৌন্দর্য এবং সৌরভ বর্ণনার অসাধ্য। আমি যেটা দেখেছিলাম, তার ব্যাস ছিল চোদ্দ ইঞ্চি।

জেনে খুব খুশি হলাম, ফ্লসি এই ফুল ভাল করেই চেনে। তার বাগানে এই ফুল ফোটানোর চেষ্টাও করেছে সে, কিন্তু পারেনি। বছরের এই সময়েই নাকি ফুলটি ফোটে, চেষ্টা করলে একটা আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে সে।

এরপর জানতে চাইলাম, আপন বয়সের কোন সাথী না থাকায় এই আদিবাসীদের মাঝে নিজেকে একা মনে হয় কিনা।

'একা?' বলল সে। 'কই, না! এখানে আমি খুব ভাল আছি। সাথীও আছে আমার। বরং ওখানে সাদা মেয়েদের ভিড়ে আমি তো হারিয়ে যেতাম। আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকত না! এখানে,' মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে বলল সে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি–আমিই। চারপাশের মাইলকে মাইল দূরের আদিবাসীদের প্রত্যেকে আমাকে চেনে। তারা ''শ্বেতপদ্ম'' বলে ডাকে আমাকে, আমার যে কোন কথা শুনতে তারা রাজি। কিন্তু বইয়ে পড়েছি, ইংল্যান্ডের ছোট মেয়েদের জীবন এরকম নয়। সবাই তাদের ঝামেলা মনে করে। স্কুল শিক্ষিকাদের খেয়ালখুশি মাফিক নাকি চলতে হয় তাদের। ওহ্! ওরকম খাঁচায় বন্দী জীবন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। এখানে আমি বাতাসের মত মুক্ত।'

'পড়াশোনা শিখতে ইচ্ছে হয় না তোমার?'

'আমি শিখছি। বাবা আমাকে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ আর অঙ্ক শেখাচ্ছেন।'

'বুনো মানুষদের দেখে তোমার কখনও ভয় হয় না?'

'ভয়? না, না! আমার ব্যাপারে ওরা কখনও নাক গলায় না। মনে হয়, গায়ের রঙ খুব সাদা বলে আমাকে ওরা ''স্বর্গীয়'' মনে করে। তাছাড়া,' পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিকেল-প্লেইটেড দোনলা একটা ডেরিঞ্জার বের করে আনল সে, 'এটা সবসময় ভরা অবস্থায় আমার কাছে থাকে, কেউ গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করলে সাথে সাথে গুলি করব। একবার গাধার পিঠে চড়ে যাবার সময় একটা চিতাবাঘ লাফ মেরেছিল আমার ওপর। খুবই ভয় পেয়েছিলাম, তবু, কানে গুলি করে মারি ওটাকে। চামড়াটা দিয়ে চাদর তৈরি করেছি আমার বিছানার। ওই দেখুন! মি. কোয়াটারমেইন,' আমার বাহুতে একটা হাত রেখে সম্পূর্ণ অন্যরকম স্বরে বলল সে, 'আপনাকে বলেছিলাম না, এখানে আমার সাথী আছে; আমার সাথীদের ওই হলো একটা।'

তাকাতেই প্রথমবারের মত চোখে পড়ল মাউন্ট কেনিয়া। এতক্ষণ কুয়াশার চাদরে আত্মগোপন করেছিল পাহাড়টা। পাদদেশটা এখনও ডুবে আছে বাষ্পে। বিশ হাজার ফুট খাড়া ওপরদিকে উঠে গেছে পাহাড়টা। মাটি আর আকাশের মাঝখানে যেন ঝুলে আছে স্বপ্নের মত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবেগে ভরে উঠল অন্তর। আশ্চর্য সব চিন্তা এসে ভর করতে লাগল। পাহাড়টার তুষারের ওপর সোনালি তীর ছুঁড়ে মারছে পটে বসা সূর্য। মি. ম্যাকেঞ্জির আদিবাসীরা পাহাড়টাকে বলে 'ঈশ্বরের আঙুল'। আমার কাছে ওটা অবিনশ্বর শান্তির অলঙ্কার। তাপপীড়িত এই পৃথিবীর অনেক উর্ধ্বে ওটার স্থান। কোথায় যেন একটা কবিতার লাইন শুনেছিলাম–আ থিং অভ বিউটি ইজ আ জয় ফর এভার। এই প্রথম কবির বক্তব্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

এই ধরনের সৌন্দর্য চিরকালীন আনন্দের বিষয়ই বটে। বুঝলাম, ফ্লসি কেন মাউন্ট কেনিয়াকে সাথী মনে করে। বর্বর জুলু আমস্লোপোগাসকেও পাহাড়টা দেখাতে বলল, 'একজন মানুষ হাজার বছর ধরে ওদিকে তাকিয়ে থাকলেও দেখার তৃষ্ণা মিটবে না।' কিন্তু এই কাব্যিক ধারণার সাথে অদ্ভুত আরেকটা ধারণা যোগ করল সে। বলল, মরার পর তুষার মোড়া চূড়াটার ওপর বসে থাকতে চায় সে। তারপর নিচের তুষার ঘূর্ণির মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা চমকানো বিদ্যুতের ওপর লাফিয়ে উঠে শুধু–খুন, খুন আর খুন।

www.BanglaBook.org

'কাকে খুন, বুড়ো ব্লাডহাউন্ড?' জানতে চাইলাম আমি।

এই সম্বোধনে প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেল সে, তারপর জবাব দিল–

'মরার পর আর যারা ওখানে যেতে চায়।'

'বলো কি, মরার পরও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে চাও?'

'হত্যা করি না আমি,' রেগেমেগে বলল আমস্লোপোগাস, 'মুখোমুখি লড়াইয়ে খুন করি। মানুষ জন্মেইছে খুন হবার জন্যে। রক্ত গরম হয়ে গেলে যে খুন করে না, সে মেয়ে–পুরুষ নয়। যেসব মানুষ খুনী নয়, তারা ক্রীতদাস। আগেই বলেছি আমি খুন করি সামনাসামনি লড়াইয়ে। সুতরাং মরার পরও সামনাসামনি লড়াইয়ে খুন চালিয়ে যেতে চাই। বুশম্যানেরা যেমন বিষাক্ত তীর দিয়ে খুন করে, তেমনি নিখুঁতভাবে খুন করতে না পারলে আমার আত্মা যেন হয় অভিশপ্ত, যেন জমে মরে ঠাণ্ডায়!' কথা শেষ করে, লম্বা লম্বা পায়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল সে। আমি হাসতে লাগলাম।

এইসময় মি. ম্যাকেঞ্জির গুপ্তচরেরা ফিরে এল। বলল, আশেপাশের পনেরো মাইল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তারা। কিন্তু একজন মাসাই এলমোরানেরও দেখা পায়নি। তাদের ধারণা, নিজের দেশে চলে গেছে মাসাইরা। এ কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন মি. ম্যাকেঞ্জি। আমরাও। বিষয়টা আলোচনা করে সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মিশন স্টেশনের নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে ফিরে গেছে মাসাইরা।

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তা করার সময় ফ্লসিকে দেখতে না পেয়ে জানতে চাইলাম, ও কোথায়।

ওর মা বললেন, 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজার বাইরে একটা চিরকুট পেয়েছি, তাতে লেখা–নিন, তার চেয়ে আপনি নিজেই পড়ে দেখুন,' আমাকে একটুকরো কাগজ দিলেন তিনি। কাগজটায় লেখা:

প্রিয় মা,

এখন সবে ঊষা। মি. কোয়াটারমেইনের পছন্দের একটা ফুল আনতে পাহাড়ের ওদিকটায় যাচ্ছি আমি। সুতরাং আমি না আসা পর্যন্ত অযথা খোঁজাখুঁজি কোরো না। সাদা গাধাটা, নার্স ও দু'জন লোককে নিয়ে গেলাম; সারাদিন বাইরে থাকতে হতে পারে বলে খাবারও নিলাম কিছু। কারণ, ফুলটা সংগ্রহ করার জন্যে যদি বিশ মাইল যেতে হয়, তা-ও যাব।

–ফ্লসি।

'আশা করি নিরাপদেই ফিরে আসবে ও,' কিছুটা উদ্বেগের সাথে বললাম আমি; 'ওকে ফুলের জন্যে ব্যস্ত হতে কিন্তু কখনোই বলিনি।'

'না, না, ফ্লসিকে নিয়ে অত চিন্তার কারণ নেই,' বললেন ওর মা; 'ওই পথে

www.BanglaBook.org

যাতায়াত করার অভ্যাস আছে ওর।' এইসময় মি. ম্যাকেঞ্জি এসে চিরকুটটা পড়লেন। কিছু না বললেও মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর।

ফ্লসি যেদিকে গেছে, সেদিকটায় এখনও কিছু মাসাই থাকতে পারে ভেবে নাস্তার পর মি. ম্যাকেঞ্জিকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, কিছু লোক পাঠিয়ে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

'আমার মনে হয় না, এতে কোন কাজ হবে,' বললেন তিনি। 'এতক্ষণে হয়তো ও পনেরো মাইল দূরে চলে গেছে। তাছাড়া, ও কোন্ পথে গেছে, সেটা জানা অসম্ভব। ওদিকে তো শুধু পাহাড়'–সারি সারি টিলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন তিনি। তানা নদীর গতিপথের প্রায় সমান্তরাল রেখায় রয়েছে টিলাগুলো। তবে, ক্রমেই ঢালু হতে হতে গিয়ে শেষ হয়েছে এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরের ঘন ঝোপঝাড়ময় একটা সমতলভূমিতে।

বললাম, স্পাই গ্লাস নিয়ে গাছটার ওপর উঠলে কেমন হয়। মি. ম্যাকেঞ্জি কিছু লোককে ফ্লসির সন্ধানে যাবার নির্দেশ দেয়ার পর সেই চেষ্টাই করলাম আমরা।

দুপাশে শক্ত দড়ির মই থাকলেও এত বড় গাছে ওঠা ভীতিকর ব্যাপার, অন্তত একজন ডাঙার মানুষের পক্ষে। কিন্তু গুড গাছে উঠে পড়ল ঠিক ল্যাম্পলাইটারদের মত।

ফার্নের মত ডালগুলোর কাছে গিয়ে আমরা নেমে পড়লাম তক্তার একটা পাটাতনে। ডালের গায়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে আটকানো হয়েছে পাটাতনটা। জনা বারো লোক এখানে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে। চারপাশে তাকাতেই অসাধারণ একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। মাঝেসাঝে হঠাৎ দু'একটা সবুজ চাষাবাদের জমি আর চকচকে হ্রদ ছাড়া চারপাশে মাইলকে মাইল শুধু তরঙ্গায়িত ঝোপঝাড়। উত্তর-পশ্চিমে বিশাল মাথা উঁচিয়ে আছে মাউন্ট কেনিয়া। আর, প্রায় তার পাদদেশ থেকে রূপোলি সাপের মত এঁকেবেঁকে সাগরের দিকে চলে গেছে তানা নদী।

কিন্তু ফ্লসি বা তার রক্ষীদের দেখা গেল না কোথাও। হতাশ হয়ে গাছ থেকে নেমে এলাম আমরা। বারান্দায় যেতে দেখি, ধীরে ধীরে শান-পাথরে কুড়ালটাকে শান দিচ্ছে আমস্লোপোগাস। পাথরটা সবসময় ওর কাছেই থাকে।

'কি করছ, আমস্লোপোগাস?' জানতে চাইলাম আমি।

'রক্তের গন্ধ পাচ্ছি আমি,' শুধু এটুকু বলেই মুখে কুলুপ আঁটল সে।

ডিনারের পর আরেকবার গাছে উঠলাম আমরা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। নেমে এসে দেখি, তখনও কুড়ালটায় শান দিয়ে চলেছে আমস্লোপোগাস আর সামনে দাঁড়িয়ে ভয়মিশ্রিত কৌতূহলের সাথে ওকে লক্ষ করছে আলফোন্স।

'ওহ্, দানব একটা, ভয়ঙ্কর লোক!' বলল ছোট্ট ফরাসী রাঁধুনিটি। 'মাথার গর্তটা দেখো; ওপরের চামড়াটা ওঠানামা করছে শিশুদের মত! কিন্তু এরকম শিশুকে ডুডু খাওয়াবে কে?' হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

এক মুহূর্তের জন্যে মুখটা ওপরে তুলল আমস্লোপোগাস, অশুভ একটা ছায়া খেলে গেল তার কালো চোখে।

www.BanglaBook.org

'কি বলছে বকনা-মোষটা? (গোঁফের আকৃতি ও মেয়েলি চালচলনের জন্যে আলফোন্সের এই নাম দিয়েছে আমস্লোপোগাস) সাবধান হোক ও, নইলে, শিং কেটে দেব। সাবধান, বাচ্চা মান্দর (man-monkey), সাবধান!'

দুর্ভাগ্যক্রমে, হাসতেই থাকল আলফোন্স, ভয় কেটে গেছে ওর। আমি কেবল ওকে থামতে বলব, হঠাৎ উঠে বিদ্যুদ্‌বেগে আলফোন্সের দিকে ছুটে গেল বিশালদেহী জুলুটা। সাঁই সাঁই করে কুড়ালটা ঘোরাতে লাগল তার মাথার চারপাশে।

'একদম নড়বে না,' চিৎকার করে বললাম আমি; 'যদি জীবনের মায়া থাকে, একচুলও নোড়ো না—ও তোমার কিছুই করবে না।' আমার কথা আলফোন্সের কানে গেল বলে মনে হলো না। তবে, ওর সৌভাগ্য, আতঙ্কে ইতিমধ্যেই অসাড় হয়ে গেছে ও।

এরপর যে তরোয়াল, থুড়ি, কুঠারবাজি শুরু হলো, অমনটা আর জীবনে দেখিনি। প্রথমে মাথার চারপাশে বন বন করে ঘুরতে লাগল কুড়ালটা। এত জোরে ঘুরছে যে, ইস্পাতের ঝলক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। এবার গতিপথ পরিবর্তন করে ওর প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল কুড়াল। কখনোই আধ ইঞ্চির বেশি দূরে গেল না, কিন্তু আঘাতও করল না একবারও।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছোট্ট মানুষটা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, একটু নড়লেই চকিতে নেমে আসবে মৃত্যু। মিনিটখানেক বা তার কিছু বেশি চলল এই ভয়ঙ্কর খেলা। তারপর চলমান একটা উজ্জ্বলতা নেমে গেল আলফোন্সের মুখ ঘেঁষে। থেমে গেল। কালো কি যেন ঝরে পড়ল মাটিতে। ওটা আর কিছুই নয়; ফরাসীটার বাঁকানো গোঁফের একটা প্রান্ত।

ইনকোসি-কাসের হাতলে ভর দিয়ে চাপা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল আমস্লোপোগাস; আর ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল আলফোন্স। এদিকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম আমরা। 'যথেষ্ট ধার হয়েছে ইনকোসি-কাস,' চিৎকার করে বলল সে; 'যে আঘাতে বকনা-মোষটার শিং কেটে গেল, ওই আঘাতে কারও চাঁদি থেকে থুতনি পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে যেতে পারত। ওরকম আঘাত সবাই করতে পারে না, কিন্তু আমি পারি; আর, চাঁদি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দু'ফাঁক করা, আমি ছাড়া আর কেউ পারে না। বকনা মোষ! আর হাসার ইচ্ছে হচ্ছে? কিছুক্ষণের জন্যে মৃত্যুর একচুলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। আর হাসবে না, চুলটা সরে যেতে পারে। ব্যস—এই হলো আমার গল্প।'

'এসব পাগলামির মানে কি?' রেগেমেগে বললাম আমি। 'নিশ্চয় তুমি পাগল হয়ে গেছ। অন্তত বার বিশেক লোকটাকে তুমি প্রায় খুন করে ফেলেছিলে।'

'তবু, খুন করিনি, মাকুমাজন। বার তিনেক ইনকোসি-কাস ফিসফিস করে আমাকে বলেছে, ওর খুলিটা দু'ভাগ করে দিতে, কিন্তু আমি করিনি। যা করেছি, তা স্রেফ রসিকতা। কিন্তু বকনাটাকে বলে দিয়ো, আমার মত লোকের সাথে ঠাট্টা করা ভাল নয়। এখন, একটা ঢাল তৈরি করতে হবে। কারণ, রক্তের গন্ধ পাচ্ছি

www.BanglaBook.org

আমি, মাকুমাজন– সত্যিই রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। দেখোনি, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই শকুন আসে আকাশে? মৃত্যুর গন্ধ পায় ওরা, মাকুমাজন, আর, আমি গন্ধ পাই ওদের চেয়েও বেশি। ওইদিকে ষাঁড়ের একটা শুকনো চামড়া দেখেছি; সেটা দিয়েই ঢাল বানাব।'

'আপনার সাথীটি খুব সুবিধের জিনিস নয় দেখছি,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি, এতক্ষণ আমাদের সাথে সাথে অবিস্মরণীয় কুঠারবাজিটি তিনিও দেখছিলেন। 'আলফোন্স তো ভয়ে একেবারে বোকা বনে গেছে! দেখুন!' ফরাসীটার দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন তিনি, ফ্যাকাসে মুখে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির ভেতরে চলেছে সে। 'মঁশিয়ে না হলেই যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়, কথাটা বোধ হয় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ও।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি, 'ওর মত মানুষের সাথে ঠাট্টা বিপজ্জনক হতে পারে। রাগলে ও একেবারে শয়তানে পরিণত হয়। তবে, এই হিংস্রতার মাঝেও একটা দয়ালু হৃদয় আছে ওর। অনেকদিন আগে একটা অসুস্থ শিশুর সেবা করতে দেখেছি ওকে পুরো একসপ্তাহ ধরে। ও একটা অদ্ভুত চরিত্র, কিন্তু ইস্পাতের মতই খাঁটি। নিশ্চিন্তে ওর ওপর নির্ভর করা যায় বিপদের সময়।'

'সে বলছিল, রক্তের নাকি গন্ধ পাচ্ছে,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি। 'আমি শুধু ভাবছি, কথাটা যেন সত্যি না হয়। মেয়েটার জন্যে খুব ভয় লাগছে। নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে ও, তাছাড়া, এতোক্ষণে বাড়ি ফিরে আসত। সাড়ে তিনটে বেজে গেল!'

সাথে করে যখন খাবার নিয়ে গেছে, ফিরতে হয়তো একটু দেরিই হবে–এই যুক্তি দেখালাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম।

একটু পরেই মি. ম্যাকেঞ্জির লোকেরা ফিরে এসে বলল, গাধার পদচিহ্ন ধরে কয়েক মাইল এগোনোর পর পাথুরে একটা জমিতে চিহ্নটা হারিয়ে ফেলে তারা। পরে আর চিহ্নটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলাকাটা অনেকদূর পর্যন্ত চষে ফেলেছে তারা, কিন্তু ফ্লসির দেখা পায়নি।

গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেল এগিয়ে চলল সন্ধের দিকে, ফ্লসির কোন পাত্তা নেই। আমরা অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠলেন হতভাগী মা, তবে, বাবা নিজেকে সামলে নিলেন। চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করা হয়নি।

অবশেষে কালো হয়ে এল পৃথিবী, ফ্লসি তখনও ফেরেনি।

রাত আটটায় বিষণ্ন ভোজ শুরু হলো আমাদের। মি. ম্যাকেঞ্জি এলেনই না। আমাদের মুখেও কোন কথা নেই। আমাদের জন্যেই দয়ালু মানুষটির আজ এই দশা। খাওয়া প্রায় শেষ হতে বললাম, আমি একটু বাইরে যেতে চাই। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা ভাবা দরকার। বারান্দায় গিয়ে পাইপ ধরিয়ে প্রতিরক্ষা দেয়ালটার গায়ের ছোট্ট দরজাগুলোর একটার ঠিক উল্টোদিকে বসে পড়লাম। ছয় কি সাত মিনিট পর মনে হলো, দরজাটা যেন খোলার শব্দ পেলাম। ওদিকে চাইলাম আমি। কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে ভাবলাম, নিশ্চয় ভুল শুনেছি। রাতটা বেশ অন্ধকার, চাঁদ ওঠেনি তখনও।

www.BanglaBook.org

আরেকটা মিনিট কেটে গেল। তারপর ধপ্ করে নরম কি যেন একটা পড়ল বারান্দার ওপর, গড়িয়ে এল আমার দিকে। প্রথমটায় উঠলাম না আমি, কি হতে পারে ওটা? শেষমেষ মনে হলো, নিশ্চয় কোন জানোয়ার। হঠাৎ আরেকটা কথা মনে হতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। কয়েক ফুট দূরে স্থির হয়ে আছে জিনিসটা। হাত বাড়ালাম ওটার দিকে, নড়ল না। অর্থাৎ, জানোয়ার নয়। এবার হাত রাখলাম। নরম, গরম আর ভারী কি যেন একটা। চকিতে জিনিসটা উঠিয়ে ধরলাম তারার আলোয়।

সদ্য কাটা একটা মানুষের মাথা!

এসব ঘটনায় আমি অভ্যস্ত, সহজে ঘাবড়ে যাই না। তবু, এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ভেতরটা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল। এটা এখানে এল কি করে? কার এটা? মাথাটা নামিয়ে রেখে ছুটে গেলাম ছোট দরজাটার কাছে। বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম প্রায় বাইরের অন্ধকারে, কিন্তু ছুরি খেতে পারি ভেবে, থেমে গেলাম। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। তারপর বারান্দায় গিয়ে ডাকলাম স্যার হেনরিকে। নিশ্চয় চিৎকার দিয়ে উঠেছিলাম। কারণ, স্যার হেনরির সাথে সাথে গুড আর মি. ম্যাকেঞ্জিও দৌড়ে এলেন।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন উদ্বিগ্ন পাদরি।

ফলে, খুলে বলতে হলো ঘটনাটা।

শুনতে শুনতে মুখটা মড়ার মত হয়ে গেল মি. ম্যাকেঞ্জির। আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, ডাইনিং হলের একটা আলো এসে পড়েছে সেখানে। চুল ধরে মাথাটা তুলে সেই আলোয় ধরলেন তিনি।

'এই লোকটা ফ্লসির সাথে ছিল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মাথাটা ওর নয়!'

হতবুদ্ধি হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম আমরা। এখন উপায়?

হঠাৎ ধাক্কা পড়ল দরজায়। কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'দরজা খোলো, বাবা, দরজা খোলো।'

দরজা খুলতেই দৌড়ে ভেতরে ঢুকল আতঙ্কিত একজন মানুষ। মি. ম্যাকেঞ্জি ফ্লসির সন্ধানে যে দলটাকে পাঠিয়েছিলেন, এ তাদেরই একজন।

'বাবা,' চিৎকার দিয়ে বলল সে, 'মাসাই! বিরাট একটা দল পাহাড়ের পাশ দিয়ে এসে ছোট ঝর্নার কাছের ক্রালটার দিকে গেছে। বাবা, মনটাকে শক্ত করো! ওদের মাঝখানে সাদা একটা গাধা দেখেছি আমি। গাধাটার ওপর বসে আছে শ্বেতপদ্ম। এক এলমোরান নিয়ে চলেছে গাধাটাকে, তার পাশে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে নার্স। সাথে যাওয়া অন্য লোকগুলোকে দেখতে পাইনি।'

'মেয়েটা বেঁচে আছে?' খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন মি. ম্যাকেঞ্জি।

'হ্যাঁ, বাবা। মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু ভালই আছে। আমার একেবারে পাশ দিয়ে গেছে দলটা।'

'ঈশ্বর ওকে এবং আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন!' গুঙিয়ে উঠলেন পাদরি।

'মাসাইরা কতজন আছে?' জানতে চাইলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দু'শোর বেশি–আড়াইশো।'

আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা। এইসময় দেয়ালের বাইরে থেকে ভেসে এল তীব্র চিৎকার।

'দরজা খোলো, সাদা মানুষ; দরজা খোলো! একজন দূত তোমাদের সাথে কথা বলতে চায়।' চেঁচিয়ে বলল কে যেন।

দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে উঠে বাইরে তাকাল আমস্লোপোগাস।

'মাত্র একজনকে দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল সে। 'লোকটা সশস্ত্র, হাতে একটা ঝুড়ি আছে।'

'দরজা খুলে দাও,' বললাম আমি। 'আমস্লোপোগাস, কুড়াল নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াও। একজনকে ঢুকতে দাও। আরেকজন ঢুকলে, কুড়াল চালাবে।'

খুলে দেয়া হলো দরজা। দেয়ালের ছায়ায় মাথার ওপরে কুড়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমস্লোপোগাস। ঠিক এইসময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। এক মুহূর্ত পর ভেতরে ঢুকল পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত একজন মাসাই এলমোরান। চন্দ্রালোকে ঝিক করে উঠল বিরাট বর্শাটা, আরেক হাতে বড়সড় একটা ঝুড়ি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে মাসাইটার, চমৎকার স্বাস্থ্য। খুম কম বয়স্ক মাসাইও ছয় ফুটের কম লম্বা হয় না। আমাদের উল্টোদিকে গিয়ে, থেমে ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল সে। মাটিতে গেঁথে দিল বর্শাটা।

'এখন কথা বলা যাক,' বলল সে। 'প্রথম যে দূত পাঠিয়েছি, সে তো আর কথা বলতে পারেনি,' কাটা মাথাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে–চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে মনে হচ্ছে দৃশ্যটা; 'কিন্তু বলার মত কথা আছে, তোমাদের এখন শোনার মত কান থাকলেই হয়। তাছাড়া, তোমাদের জন্যে উপহার এনেছি আমি'; ঝুড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে, চারপাশে শত্রু পরিবেষ্টিতে হওয়া সত্ত্বেও অবর্ণনীয় এক উদ্ধত হাসি হেসে উঠল সে।

'বলো দেখি এখন তোমার কথা,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি।

'আমি মাসাই যোদ্ধাদলের একটা অংশের সর্দার। দলের অন্যান্যদের সাথে এই তিন সাদা মানুষের পিছু নিই আমি,' স্যার হেনরি, গুড ও আমার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে ওরা আসে এখানে। ওদের সাথে একটা ঝগড়া হওয়ায় খুন করতে গিয়েছিলাম আমরা।'

'তাই নাকি, বন্ধু?' প্রায় স্বগতোক্তি করলাম আমি।

'আজ সকালে এদের খোঁজে বেরিয়ে দুজন কালো লোক, একজন কালো মেয়ে, একটা সাদা গাধা ও সাদা একটা মেয়েকে ধরেছি আমরা। কালো দুই লোকের একটাকে মেরে ফেলেছি, আরেকজন পালিয়ে গেছে। এখন কালো মেয়ে, গাধা আর ছোট্ট সাদা মেয়েটা আমাদের কাছে আছে। ঝুড়িটা এনেছি তারই প্রমাণ হিসেবে। ওটা তোমার মেয়ের নয়?'

মাথা ওপর-নিচ করলেন মি. ম্যাকেঞ্জি। আবার বলে চলল মাসাইটা।

'বেশ! তোমার বা তোমার মেয়ের সাথে আমাদের কোন ঝগড়া নেই। তোমার কোন ক্ষতিও করতে চাই না আমরা। শুধু, দু'শো চল্লিশটা গবাদিপশু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের দরকার–অবশ্য ওগুলো ইতিমধ্যেই জোগাড় করা শেষ। আমাদের প্রত্যেকের বাবার* জন্যে একটা করে পশু।'

তাঁর এত যত্নের গবাদিপশুর এই দশা শুনে গুঙিয়ে উঠলেন মি. ম্যাকেঞ্জি।

'সুতরাং, গবাদিপশু ছাড়া আর কোন কথা নেই তোমাদের সাথে। কিন্তু কথা আছে এই তিনজনের ব্যাপারে। দিন-রাত ওদের অনুসরণ করেছি আমরা, আর তাই, মারবই ওদের। যদি ওদের না মেরে ক্রালে ফিরি, সব মেয়ে এসে থুতু দেবে আমাদের মুখে। অতএব, ওদের মরতেই হবে।

'এখন তোমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। ছোট্ট মেয়েটার কোন ক্ষতি করব না আমরা, মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমনি সাহসী। এই তিনজনের একজনকে আমাদের দাও–জীবনের বদলে জীবন–তাহলেই তোমার মেয়েটাকে ছেড়ে দেব আমরা। কালো মেয়েটাকেও। এটা খুবই ন্যায্য দাবি, সাদা মানুষ। মাত্র একজনকে চাইছি আমরা, তিনজনকে নয়; অবশ্য বাকি দুজনকেও সুযোগমত মারবই। কাকে নেব, ঠিক করিনি এখনও। তবে, ওই বড় লোকটাকে নেয়াই বোধ হয় ভাল,' স্যার হেনরির দিকে ইঙ্গিত করল সে: 'লোকটাকে বেশ শক্ত মনে হচ্ছে, সহজে মরবে না। আর, মরতে যত দেরি লাগবে, ততই উপভোগ্য হবে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু তোমার প্রস্তাবে যদি রাজি না হই?' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি।

'না, ও-কথা বোলো না, সাদা মানুষ,' বলল মাসাইটা, 'কারণ, তাহলে ভোরে মারা যাবে তোমার মেয়েটা। ওর সাথের কালো মেয়েটা বলছিল, আর কোন সন্তানও নাকি নেই তোমার। মেয়েটার বয়স বেশি হলে, নিয়ে গিয়ে চাকরানী বানাতাম। কিন্তু বয়স যেহেতু কম, ওকে নিজের হাতে হত্যা করব আমি–হ্যাঁ, এই বর্শাটা দিয়েই। তোমাকে একটা ভাল প্রস্তাব দিলাম আমি। এখন সেটা মানা না মানা তোমার ইচ্ছে; পাশবিক একটা ঠাট্টা করে হো হো করে হেসে উঠল শয়তানটা।

এই কথাবার্তার মধ্যে দ্রুতবেগে চিন্তা চলতে লাগল আমার মাথায়। শেষমেষ সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার জীবনটাই দেব ফ্লসির জীবনের বদলে। এতক্ষণ কথাটা বলিনি, পাছে কেউ ভুল বোঝে। একটা কথা পরিষ্কার বলে নেয়া ভাল, বীরত্ব দেখাবার জন্যে কাজটা করতে চাইছি না আমি। এটা একটা সাধারণ বিচারবুদ্ধির ব্যাপার। বুড়ো হয়েছি আমি, এ জীবন এখন অর্থহীন। কিন্তু ফ্লসির জীবন মূল্যবান, জীবনটা তো কেবল শুরুই করেছে ও। ফ্লসি মারা গেলে ওর বাবা-মা বাঁচবে না। কিন্তু কোন পিছুটান নেই আমার। মি. ম্যাকেঞ্জি মারা গেলে দাতব্য অনেক প্রতিষ্ঠান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পরোক্ষভাবে হলেও, আমার কারণেই ফ্লসির আজ এই দশা। তাছাড়া, কুৎসিত একটা শরীরের বদলে যদি ফুলের মত একটা মেয়েকে বাঁচানো যায়, তার চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে

---

* নিজেদের জন্যে কোন সম্পত্তি রাখার রেওয়াজ নেই মাসাই যোদ্ধাদের। যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্যত্র পাওয়া লুটের মাল সমস্ত দিয়ে দিতে হয় বাবাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে? অবশ্য মাসাইদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার সাহস নেই আমার। ফ্লসিকে নিরাপদে ওর বাবা-মার কাছে পৌঁছতে দেখার সাথে সাথে গুলি করে আত্মহত্যা করব আমি। আশা করি, পরিস্থিতি বিবেচনা করে সর্বশক্তিমান আমাকে ক্ষমা করবেন।

'মি. ম্যাকেঞ্জি,' বললাম আমি, 'মাসাইটাকে বলে দেন, ফ্লসির বদলে আমি জীবন দেব। কিন্তু নিজেকে ওদের হাতে তুলে দেয়ার আগেই আমি ফ্লসিকে এখানে দেখতে চাই।'

'কি?' একসাথে বলে উঠলেন স্যার হেনরি আর গুড। 'এ কাজ তুমি করতে পারবে না।'

'না, না,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি, 'কারও রক্ত লাগাতে চাই না আমার হাতে। ফ্লসির ওরকম মৃত্যুই যদি ঈশ্বরের কাম্য হয়, তবে, তা-ই হোক। আপনি একজন সাহসী এবং মহান মানুষ, কোয়াটারমেইন। কিন্তু আপনার যাওয়া চলবে না।'

'ব্যাপারটার সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা না হলে যাবই আমি।'

'তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে তো আমাদের একটু ভাবা দরকার,' মাসাইটার উদ্দেশে বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি, 'কাল ভোরে তোমাকে জানাব আমাদের মতামত।'

'বেশ, সাদা মানুষ,' নীরস কণ্ঠে বলল মাসাইটা; 'শুধু মনে রেখো, মতামত জানাতে দেরি হলে, তোমার সাদা কুঁড়িটি আর কোনদিনই ফুল হয়ে ফুটবে না। আমার মনে হচ্ছে, রাতের বেলা আক্রমণ করতে পারো তোমরা। কিন্তু কালো মেয়েটার থেকে জেনেছি, তোমার লোকেরা উপকূলে গেছে। এখানে আছে মাত্র বিশজন। সুতরাং, চিন্তাটা বুদ্ধিমানের মত হবে না, সাদা মানুষ। তাঁবুর সৈন্য নিয়ে দুর্গের বিরুদ্ধে লড়তে যেও না। আচ্ছা, বিদায়। তিন সাদা মানুষ, তোমাদেরও বিদায়, খুব শিগ্‌গিরই তোমাদের চোখের পাতা বন্ধ করে দেব চিরদিনের মত। তাহলে ওই কথাই রইল। ভোরে মতামতটা জানাবে আমাকে। যদি না জানাও—বুঝতেই পারছ।'

আমস্লোপোগাসের দিকে ঘুরে আবার বলল, 'দরজাটা খুলে দাও, বন্ধু, তাড়াতাড়ি।'

এতক্ষণ ধরে কথা বলতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল আমস্লোপোগাস। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল ওর। মাসাইটার একেবারে নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে চাপা গর্জনের স্বরে বলল:

'আমাকে দেখেছিস?'

'দেখেছি, বন্ধু, দেখেছি।'

'আর, এটা?' ইনকোসি-কাস দেখিয়ে বলল সে।

'দেখেছি, বন্ধু, খেলনাটা দেখেছি; কি করবে ওটা দিয়ে?'

'মাসাই কুত্তা, টুকরো টুকরো করব তোকে।'

বিরাট বর্শাটা ঝাঁকিয়ে অট্টহাসি দিয়ে উঠল মাসাইটা। বলল, 'মানুষে মানুষে মুখোমুখি হলেই দেখা যাবে, কে কাকে টুকরো করে।' আবার পিলে চমকানো হাসি হাসতে লাগল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মানুষের মুখোমুখি অনেকবারই হয়েছিস। কিন্তু এবার মুখোমুখি হবি আমস্লোপোগাসের। হেসে নে, খুব হেসে নে আজ! কাল তোর পাঁজর চিবোতে চিবোতে হাসবে শেয়ালের পাল।'

মাসাইটা চলে যেতে আমরা ভাবলাম, দেখি তো, ঝুড়িতে করে কি এনেছে ও। ঝুড়ি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল অসাধারণ সুন্দর একটি গয়া লিলি। ফ্লসির একটা চিঠিও পাওয়া গেল ফুলটির পাশে। খাবার মোড়া তৈলাক্ত কাগজে কাঁচা হাতে লিখেছে সে:

প্রিয় বাবা ও মা,

ফুল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাসাইরা আমাদের ধরেছে। পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। ওরা টমকে মেরে ফেলেছে, অন্যজন পালিয়েছে। নার্স ও আমাকে ওরা কিছু করেনি। বলাবলি করছিল, মি. কোয়াটারমেইনের দলের কারও সাথে বদল করবে আমাকে। কিন্তু আমি চাই না, ওরকম কিছু হোক। আমার জন্যে যেন কেউ জীবন না দেয়। বরং রাতে আক্রমণের চেষ্টা করো তোমরা। চুরি করা তিনটে বলদ মেরেছে ওরা। মহাভোজ হবে। যাই হোক, আমাকে মারতে পারবে না ওরা। আমার কাছে পিস্তল আছে। ভোরের মধ্যে কোন সাহায্য না এলে আত্মহত্যা করব। যদি এই ঘটনাই ঘটে, আমাকে যেন ভুলে যেও না তোমরা। খুব ভয় লাগছে, কিন্তু ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারাইনি। আর লিখতে সাহস পাচ্ছি না। মাসাইরা আমার দিকে তাকাতে শুরু করেছে। গুডবাই।

—ফ্লসি।

কাগজটার এক কোণে তাড়াহুড়ো করে টেনে টেনে লিখেছে—মি. কোয়াটারমেইনের প্রতি রইল ভালবাসা। ওরা ঝুড়িটা নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, ফুলটি পেয়ে যাবেন উনি।

ওইরকম বিপদের মধ্যে পড়লে বড় মানুষেরই মাথা খারাপের জোগাড় হয়, অথচ কিনা চিঠি লিখেছে দুঃসাহসী ছোট্ট মেয়েটি। চিঠিটা পড়তে পড়তে অন্তরটা কেঁদে উঠল আমার। মনে মনে আবার সিদ্ধান্ত নিলাম, জীবন থাকতে কিছুতেই মরতে দেব না ওকে।

দ্রুত আমরা বসলাম পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করার জন্যে। আবার যেতে চাইলাম আমি, এবারেও রাজি হলেন না মি. ম্যাকেঞ্জি। আর, কার্টিস ও গুড তো খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষের মতই ওরা বলল, মরতে যদি হয়-ই, ওরাও মরবে আমার সাথে।

'যা কিছুই করা হোক,' শেষমেষ বললাম আমি, 'করতে হবে ভোরের আগেই।'

'তাহলে, আমাদের যেটুকু শক্তি, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হোক। তারপর যা হবার হবে,' বললেন স্যার হেনরি।

'এই তো,' গর্জে উঠল আমস্লোপোগাস; 'এই তো পুরুষের মত কথা, ইনকুবু। কিসের ভয়? আড়াইশো মাসাই? ছোঃ! আমরা কতজন? সর্দারের (মি. ম্যাকেঞ্জি) আছে বিশজন, মাকুমাজনের পাঁচজন, তাছাড়া, আর পাঁচজন সাদা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ–সবসুদ্ধ তিরিশজন–যথেষ্ট, যথেষ্ট। এখন শোনো, মাকুমাজন, লড়াইয়ের অনেক অভিজ্ঞতা আছে তোমার। মেয়েটি কি বলেছে? খেয়ে-দেয়ে ফূর্তি করবে ব্যাটারা; তাহলে এটাই হোক ওদের অন্তিম ভোজ। ভোরে যেটাকে কুপিয়ে মারব, কি বলেছে সেই কুত্তাটা? আমাদের আক্রমণের কোন ভয়ই নেই তার। পুরনো যে ক্রালটার কাছে ওরা আড্ডা গেড়েছে, জায়গাটা চেনো? আজ সকালে আমি ওটা দেখেছি; জায়গাটা এরকম': মেঝেতে ডিম্বাকৃতি একটা ছবি আঁকল সে; 'ঢোকার বড় মুখটা এইখানে। জায়গাটা কাঁটাঝোপে বোঝাই, খাড়া একটা ঢালও উঠে গেছে ওখান থেকেই। আমি আর ইনকুবু কুড়াল হাতে ওখানে দাঁড়ালে একশো লোকের মহড়া নিতে পারি!

'এখন, দেখো; এইভাবে শুরু হবে লড়াই। আলো যখন ওদের চুরি করা ষাঁড়গুলোর ওপর গিয়ে পড়বে, ঠিক তখনই শুরু হবে আক্রমণ। এর আগে নয়, তাহলে চারদিকে অন্ধকার থাকবে; পরেও নয়, তাহলে জেগে যাবে ব্যাটারা। দশজন লোক নিয়ে বুগোয়ান গিয়ে দাঁড়াবে ক্রালের শেষ মাথার ছোট মুখটার কাছে। নিঃশব্দে ওখানকার প্রহরীগুলোকে খতম করে দিয়ে তৈরি থাকবে তারা। ইনকুবু আর আমার সাথে যাবে চওড়া বুকওয়ালা আসকারিটা–মনে হয়, লোকটা সাহসী। কাঁটাঝোপওয়ালা বড় মুখটার কাছে গিয়ে ওখানকার প্রহরীদের শেষ করে দেব আমরা। তারপর কুড়াল হাতে ইনকুবু ও আমি দাঁড়াব মুখটার দুপাশে, আমাদের পেছনে থাকবে আসকারিটা–তাহলে একটা সুতোও আর বেরোতে পারবে না ওদিক দিয়ে। চাপটা বেশি পড়বে আমাদের দিকেই। তো, আমাদের লোক আর থাকল তাহলে ষোলোজন। এরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে একদল যাবে মাকুমাজনের সাথে, আরেক দল প্রার্থনাকারী মানুষের সাথে। ক্রালের ডান ও বাঁ পাশ দিয়ে যাবে দল দুটো, প্রত্যেকের কাছেই থাকবে রাইফেল। তারপর মাকুমাজন ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করতেই একযোগে সবাই গুলিবর্ষণ শুরু করবে ঘুমন্ত মাসাইদের ওপর। কিন্তু সাবধান, গুলি যেন ছোট মেয়েটির গায়ে না লাগে। গুলির শব্দ কানে যেতেই লড়াইয়ের হুঙ্কার দিয়ে উঠবে বুগোয়ানের দল। লাফিয়ে দেয়াল পার হয়ে ঢুকে পড়বে তারা ক্রালের ভেতরে। সামনে যে মাসাই পাবে, তাকেই বসাবে তরোয়ালের কোপ। পেট পুরে খেয়ে তো চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু করছে ব্যাটাদের। হঠাৎ করে গুলির তীব্র শব্দ, নিজেদের লোকের পতন আর বুগোয়ানের দলের তরোয়াল ও বর্শার ঝলকানি হতবাক করে দেবে ওদের। কোন বুদ্ধি না পেয়ে উঠে ওরা সোজা ছুটবে কাঁটাঝোপওয়ালা মুখটার দিকে। ছোটার সময়েই দুপাশের গুলি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে ওদের। তারপরও যদি ছিটকে-ছুটকে বেরিয়ে আসে কেউ, ইনকুবু, আমি আর আসকারিটা তো রইলামই। এই হলো আমার বুদ্ধি, মাকুমাজন; তোমার যদি এরচেয়ে ভাল কিছু থাকে, তাহলে বলো।'

ওর কথা শেষ হবার পর টুকিটাকি দু'একটা ব্যাপার বিশ্লেষণ করলাম আমি। সাদরে সবাই গ্রহণ করল প্রায় নিখুঁত প্ল্যানটা। বুনোদের মধ্যে ওর চেয়ে ভাল সেনাপতি আমি আর দেখিনি। এরকম পরিস্থিতিতে এটার চেয়ে ভাল প্ল্যান আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে পারে না। এই প্ল্যানমত এগোলেই সাফল্যের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। তবে, এতকিছুর পরেও স্বীকার করতে হচ্ছে, মাসাইদের সংখ্যার কথা ভাবতেই মনটা কেমন দমে যেতে চাইল।

'বুড়ো সিংহ!' আমস্লোপোগাসকে উদ্দেশ করে বললাম আমি, 'এখনও তুমি ঠিকই জানো, কেমন করে ওত পাততে হবে আর কেমন করে বসাতে হবে কামড়, কখন পিছু নিতে হবে আর কখন মারতে হবে থাবা।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ, মাকুমাজন,' জবাব দিল সে। 'চল্লিশ বছর ধরে আমি যোদ্ধা, অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার। আর, এই লড়াইটা বেশ ভালই হবে। রক্তের গন্ধ পাচ্ছি–বলিনি তোমাকে, রক্তের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

ছয়

বলা বাহুল্য, মাসাই দেখার সাথে সাথে মিশনের সবাই আশ্রয় নিয়েছিল পাথরের দেয়ালটার ভেতরে। এখন একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল তারা। বাচ্চারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কিচিরমিচির করছে। আলোচনার বিষয়বস্তু–মাসাইদের চেহারা আর চালচলন। তাছাড়া, ওরা ভেতরে ঢুকতে পারলে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে পারত, তা নিয়েও একটা কল্পনার চেষ্টা চলছে।

আমস্লোপোগাসের প্ল্যান গৃহীত হবার সাথে সাথে মি. ম্যাকেঞ্জি ডেকে পাঠালেন বারো থেকে পনেরো বছরের চারজন চটপটে ছেলেকে। মাসাইদের আড্ডার ওপর সবসময় নজর রাখতে বললেন তাদের। কখন কি ঘটছে, সে সংবাদও তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবে তারা। এছাড়া, মাসাইরা যাতে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে না পারে, সেজন্যে ছোকরা, এমনকি মেয়েদেরও বসিয়ে দেয়া হলো দেয়ালের কাছে।

এরপর, বক্তব্য রাখার জন্যে তাঁর পুরো সমরশক্তি, অর্থাৎ বিশজনকেই একত্র করলেন মি. ম্যাকেঞ্জি। প্রকাণ্ড কৌনিফারটার গুঁড়ির কাছে দাঁড়ালেন তিনি। পাশেই একটা চেয়ারে বসা তাঁর স্ত্রী, মুখটা দুহাতে ঢাকা। মহিলার উল্টোদিকে অস্বস্তিভরা মুখ নিয়ে আলফোন্স দাঁড়িয়ে, তার পেছনে আমরা তিনজন আর চিরাচরিত ভঙ্গিতে কুড়ালের হাতলে ভর দেয়া আমস্লোপোগাস। উপস্থিত দলটার অনেকের হাতে রাইফেল–বর্শা আর ঢালও নিয়ে আছে কেউ কেউ। গাছটার বিশাল ডালগুলোর প্রহরা এড়িয়ে চুপিসারে নেমে এসেছে চাঁদের আলো, সমগ্র দৃশ্যটাকে দান করেছে একটা আলাদা সৌন্দর্য। কিন্তু সে সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠেছে পরিস্থিতির বিষণ্নতা।

'শোনো,' আমাদের প্ল্যানটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর শুরু করলেন মি. ম্যাকেঞ্জি, 'বছরের পর বছর ধরে আমাকে একজন ভাল বন্ধু বলে জানো তোমরা। আমি তোমাদের রক্ষা করেছি, শিক্ষা দিয়েছি, কোন ক্ষতি হতে দিইনি কখনও। আমার মেয়েকে–যাকে তোমরা "শ্বেতপদ্ম" বলো–চোখের সামনে বেড়ে উঠতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছ তোমরা। সে তোমাদের খেলার সাথী। অসুস্থতার সময় তোমাদের সেবা করেছে সে, তোমরাও তাকে ভালবেসেছ।'

'হ্যাঁ, ওকে আমরা ভীষণ ভালবাসি,' গভীর গলায় বলল কে যেন, 'ওকে রক্ষার জন্যে দরকার হলে মৃত্যুবরণ করব আমরা।'

'অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের। এখন অত্যন্ত বিপদের মধ্যে আছি আমি। কত কমবয়েসে ফ্লসি আজ ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখীন। আশা করি, ওকে রক্ষা করে আমাকে আর ওর মাকেও ভয়াবহ শোকের হাত থেকে রক্ষা করবে তোমরা। তাছাড়া, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কথাটাও মনে রেখো। ফ্লসি মারা গেলে, তারপরই আক্রমণ চালাবে মাসাইরা। আমরা সে আক্রমণ থেকে কোনমতে নিজেদের বাঁচাতে পারলেও, তোমাদের বাড়িঘর, বাগান, মালপত্র, গবাদিপশু–কিছু আস্ত রাখবে না ওরা। এতদিন ধরে কখনোই হাতে মানুষের রক্ত লাগতে দিইনি আমি; অথচ আজ সেই আমিই বলছি, ঝাঁপিয়ে পড়ো ঈশ্বরের নাম নিয়ে। প্রাণ ও বাসস্থান রক্ষার অধিকার ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। শপথ করো, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে লড়াই থেকে পিছু হঠবে না তোমরা। আমার এবং সাহসী এই তিন সাদা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি মেয়েকে বাঁচাবে নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে।'

'আর বোলো না, বাবা,' আবার বলল সেই গভীর কণ্ঠ; 'শপথ করছি আমরা। শপথ ভাঙলে যেন কুকুরের মত মরি, শেয়াল আর চিল যেন টেনে ছিঁড়ে খায় আমাদের মৃতদেহ! অত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া খুবই কঠিন, বাবা। তবু, প্রাণ থাকতে পিছু হঠব না। শপথ করছি!'

'আমরাও, আমরাও শপথ করছি,' ধ্বনিত হলো মিলিত কণ্ঠে।

'আমরাও,' বললাম আমি।

'বেশ,' বললেন মি. ম্যাকেঞ্জি। 'তোমরা সবাই খাঁটি মানুষ, নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় তোমাদের ওপর। এখন এসো, সবাই মিলে প্রার্থনা করি সেই সর্বশক্তিমানের কাছে, যিনি আমাদের জীবন ও মৃত্যু দিয়েছেন। প্রার্থনা করি, যেন কাল ভোরের লড়াইয়ে তিনি আমাদের হাতকে শক্তিশালী করেন।'

হাঁটু মুড়ে বসলেন মি. ম্যাকেঞ্জি, তাঁর দেখাদেখি আমরাও। পেছনে আমস্লোপোগাস শুধু দাঁড়িয়ে রইল কুড়ালে ভর দিয়ে। ওর কোন ঈশ্বর নেই, কারও পূজাও করে না সে। তবে, পূজার কাছাকাছি যদি কিছু করে, সে তার কুড়ালটাকেই।

এরপর যথোচিত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে লম্বা একটা প্রার্থনা করলেন পাদরি। প্রার্থনা শেষ হতেই উঠে পড়লাম সবাই। ওদিকে আমস্লোপোগাস বিড়বিড় শুরু করেছে, এসব 'কথা' বলার চেয়ে কাজ করা ভাল। আরেকবার লড়াইয়ের কৌশল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর ঠিক হলো, গুডের দলটার কাছে আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে থাকবে তরবারি। শুধু গুড নিল একটা রিভলভার আর সেই আততায়ী মাসাইয়ের খাটো তরবারিটা। ত্রিমুখী ক্রস ফায়ারে আমাদের লোকই গুলিবিদ্ধ হতে পারে ভেবে, আগ্নেয়াস্ত্র দেয়া হলো না ওদের। আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে নেয়া হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারটে উইনচেসটার রিপীটার ও ছ-টা মার্টিনি। আমি নিলাম একটা রিপীটার, এটা আমার নিজের। মি. ম্যাকেঞ্জি নিলেন আরেকটা, বাদবাকি দুটো দেয়া হলো তাঁর দলের দুই রাইফেলবাজকে। মার্টিনিগুলো ও মি. ম্যাকেঞ্জির কিছু রাইফেল ভাগ করে দেয়া হলো ছোট্ট সেই দুই দলের মধ্যে, যারা দুপাশ থেকে গুলি চালাবে ঘুমন্ত মাসাইদের ওপর। সৌভাগ্যক্রমে, দলের সবাই রাইফেল চালনায় অভ্যস্ত।

আমস্লোপোগাস, স্যার হেনরি ও আসকারিটা নিল কুড়াল। এরপর ঘরে গিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আনা ছোট বাক্সটা খুললাম আমি। এর ভেতরে আছে চারটে ইস্পাতের বর্ম। প্রত্যেকটা বর্মের সাথে আছে ইস্পাত বসানো একটা করে টুপি।

এখন অবশ্য এসব বর্মের চল প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু ঠিকমত খরচা করলে বার্মিংহামের কারিগরেরা এখনও ভাল জিনিসই সরবরাহ করে।

আমি যে বর্মটা নিলাম, সেটার ওজন সাত পাউন্ড। স্যার হেনরির বর্মটার ওজন একটু বেশি–বারো পাউন্ড। কারণ, হাঁটুর ওপরিভাগ রক্ষার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত বর্মটার ঝুল আমারটার চেয়ে বেশি।

বুলেটের এই যুগে এরকম বর্মের আলোচনা হয়তো হাস্যকর। বুলেট আটকানোর ক্ষমতাও নেই এগুলোর। কিন্তু লড়াইটা যখন আফ্রিকায়, তখন কুড়াল বা অ্যাস্যাগাইয়ের বিরুদ্ধে এই বর্ম যথেষ্ট কার্যকরী। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, আফ্রিকায়, বিশেষ করে জুলুল্যান্ডে পাঠানো সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ সরকার যদি এ ধরনের বর্ম বিতরণ করত, তাহলে তাদের অনেককেই বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না।

স্যার হেনরিকে বললাম, এর একটা বর্ম আমস্লোপোগাসকে দিলে কেমন হয়। সাথে সাথে রাজি হলেন তিনি। আমস্লোপোগাসকে ডেকে কথাটা বলাতে সে বলল, চল্লিশ বছর ধরে নিজের চামড়া পরেই লড়াই করে আসছে সে, এই শেষ বয়সে অযথা আর একটা লোহার চামড়া পড়তে চায় না। আমি তখন বর্মটাকে মেঝের ওপর রেখে সর্বশক্তি দিয়ে একটা বর্শা চালালাম। ইস্পাতে লেগে ঠিকরে পড়ল বর্শাটা। বর্মের ওপর দাগ পর্যন্ত পড়েনি দেখে যেন একটু প্রভাবিত হলো সে। আমি তখন বুঝিয়ে বললাম, সবসময় প্রাচীন সংস্কার আঁকড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। নতুন একটা জিনিস ব্যবহার করে যদি মূল্যবান প্রাণটা বাঁচে, তাহলে ক্ষতি কি? তাছাড়া, বর্ম পরলে ঢাল ব্যবহার করতে হবে না। খুলে হাতই কাজে লাগানো যাবে। গাঁইগুঁই করে শেষমেষ 'লোহার চামড়া' পরতে রাজি হলো আমস্লোপোগাস।

এখন প্রায় একটা বাজে। আমাদের গুপ্তচরেরা এসে জানাল, ষাঁড়ের রক্ত ও প্রচুর পরিমাণে মাংস খেয়ে আগুনের চারপাশে শুতে যাচ্ছে মাসাইরা। কিন্তু ক্রালের প্রত্যেকটা মুখে প্রহরী তারা ঠিকই রেখেছে। ক্রালের পশ্চিমদিকে যে দেয়াল, তার কাছেই বসে আছে ফ্লসি। তার পাশেই বর্শা ও একটা খোঁটায় বাঁধা সাদা গাধাটা। ফ্লসির দু'পা রশি দিয়ে বাঁধা, ওকে ঘিরে শুয়ে আছে মাসাইরা।

আপাতত আর কিছু করার নেই বলে সামান্য কিছু খেয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে শুয়ে পড়লাম আমরা। খাঁড়ার মত মাথার ওপর বিপদ ঝুলে থাকা সত্ত্বেও সটান

www.BanglaBook.org

মেঝেতে শুয়ে যেভাবে ঘুমিয়ে পড়ল আমস্লোপোগাস, তাতে ওর স্নায়ুশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। অন্যান্যদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু ঘুম এল না আমার। এরকম পরিস্থিতিতে আমি সাধারণত একটু আতঙ্কিত থাকি; আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। ঠাণ্ডা মাথায় গোড়া থেকে ভাবতে লাগলাম সবকিছু। তারপর মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সবসুদ্ধ আমরা তিরিশজন, যাদের অধিকাংশেরই লড়াই করার অভিজ্ঞতা নেই। অথচ এই লোক নিয়েই আমরা লড়াই করতে চাইছি আফ্রিকার সবচেয়ে সাহসী, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর একটা উপজাতির আড়াইশো যোদ্ধার বিরুদ্ধে–যাদের আবার চারপাশ থেকে ঘিরে আছে পাথরের দেয়াল। আমাদের প্ল্যানটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। আর, মাসাই প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের অবস্থান নেয়ার চিন্তাটা ঘোরতর পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। একটা সামান্য দুর্ঘটনা, যেমন, হঠাৎ কোন রাইফেল আওয়াজ হয়ে যাওয়া–ডেকে আনবে ভয়ঙ্কর বিপদ। সাথে সাথে জেগে যাবে সমস্ত মাসাই, স্রেফ ছাতু হয়ে যাব আমরা। আমাদের একমাত্র আশা এখন নির্ভর করছে আচমকা ওদের ভড়কে দেয়ার ওপর।

খোলা একটা জানালা, যেটা দিয়ে বারান্দাটা চোখে পড়ে, সেটার পাশের একটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসব অস্বস্তিকর ভাবনা ভাবছি, হঠাৎ কানে এল অদ্ভুত একধরনের গোঙানি ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। ব্যাপার কি? উঠে জানালা দিয়ে তাকালাম। বারান্দার শেষ প্রান্তে হাঁটু মুড়ে বসে বুক চাপড়াচ্ছে অস্পষ্ট একটা মূর্তি। আলফোন্স। ওর ফরাসী ভাষার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে ডাকলাম ওকে। জানতে চাইলাম, কি করছে সে।

'প্রার্থনা করছি, মঁশিয়ে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, 'আজ ভোরে যাদের কচুকাটা করব, তাদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি, 'ভাল, ভাল, প্রার্থনা করা খুব ভাল। কিন্তু, কাজটা একটু আস্তে করলে হয় না?'

চলে গেল আলফোন্স। গোঙানির শব্দ আর শুনতে পেলাম না। ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে সময়। অবশেষে জানালাপথে মি. ম্যাকেঞ্জির সাড়া পাওয়া গেল। রাতের এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই কাজ সারতে হবে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। 'তিনটে,' ফিসফিস করে বললেন তিনি: 'সাড়ে তিনটেয় রওনা দেয়া উচিত।'

তাঁকে ভেতরে আসতে বললাম। পরিস্থিতি এরকম না হলে হয়তো অট্টহাসি দিয়ে উঠতাম তাঁর লড়াইয়ের সাজ দেখে। পাদরিদের লম্বা বুলের কালো কোট ও চওড়া কানাওয়ালা কালো ফেল্ট হ্যাট পরেছেন তিনি। এগুলো পরার একমাত্র কারণ, এই কালো রঙ মিশে যাবে রাতের কালোর সাথে। হাতে আমাদের দেয়া উইনচেস্টার রিপীটার, কোমরের বেল্টে গোঁজা বাকথর্নের হাতলের বিরাট একটা মাংস কাটার ছুরি আর লম্বা নলের একটা কোল্ট রিভলভার।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'ছুরিটা দেখছেন? মনে হয়, সামনাসামনি লড়াইয়ের সময় ওটা খুব কাজ দেবে। ওটা দিয়ে অনেক শুয়োর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেরেছি আমি।'

ধীরে ধীরে সবাই উঠে পোশাক পরতে লাগল। গুলি রাখার বাড়তি পকেট ও রিভলভার বাঁধার সুবিধার্থে বর্মটার ওপর একটা নরফোক জ্যাকেট পরলাম আমি। গুডও তাই করল। কিন্তু বর্ম, ইস্পাত-বসানো টুপি এবং নরম চামড়ার একজোড়া জুতো ছাড়া আর কিছুই পরলেন না স্যার হেনরি। হাঁটুর নিচ থেকে পা-টা সম্পূর্ণ খোলা থাকল। বর্মের বাইরে, কোমরে রিভলভারটা বেঁধে নিলেন তিনি।

ওদিকে প্রকাণ্ড গাছটার নিচে অন্যান্য লোকগুলোর খবরদারি করছে আমস্লোপোগাস। শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে, অস্ত্রসজ্জা ঠিকঠাক হয়েছে কি না। একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা পরিবর্তন করা হলো। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, রাইফেলধারী দলের দুজন রাইফেল সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। তবে, ভাল বর্শা চালাতে পারে। রাইফেল দুটো নিয়ে ঢাল ও মাসাইদের মত লম্বা বর্শা দেয়া হলো তাদের। কার্টিস, আমস্লোপোগাস ও আসকারিটার সাথে যাবে এই দুজন। সাহস আর শক্তি যত বেশিই থাক না কেন, এরকম বড় একটা কাজের পক্ষে তিনজন খুবই অল্প।

সাত

যাত্রার মুহূর্ত সমাগত প্রায়। ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। থমথম করছে সবার মুখ। বিন্দু বিন্দু এই সময় এগোনো কুরে কুরে খেয়ে নেয় স্নায়ু। স্যার হেনরির বার বার কুড়াল পরীক্ষা করা বা গুডের চশমার কাচ ঘষা—স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ারই লক্ষণ। শুধু, মাঝে মাঝে নস্যি নেয়া ছাড়া ইনকোসি-কাসের ওপর ভর দিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে আমস্লোপোগাস। মুখের একটা রেখাও পরিবর্তন হয়নি ওর। মানুষের স্নায়ু এত শক্ত হয়!

নামতে নামতে দিগন্তের কাছে গিয়ে ডুবে গেল চাঁদ। অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মৃদু ধূসর আলো ঊষার আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

মি. ম্যাকেঞ্জির বাহু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী। খুবই চেষ্টা করছেন ফোঁপানি থামানোর।

'তিনটে চল্লিশ,' বললেন তিনি; 'আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট ভালো ফুটবে চারটে বিশ বাজতে বাজতে। ক্যাপ্টেন গুডের রওনা দেয়া দরকার।'

কাচটা শেষবারের মত ঘষে নিয়ে নিজের দলের সামনে যাবার জন্যে রওনা দিল গুড।

ঠিক এইসময় ছুটে এল আমাদের একটা ছেলে। বলল, ক্রালের দুই মুখের সামনে দুই প্রহরী পায়চারি করা ছাড়া আর সব মানুষই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবার আমরাও নড়তে শুরু করলাম। সর্বাগ্রে গুড, তারপর স্যার হেনরি, আমস্লোপোগাস, ওয়াকওয়াফি আসকারি ও বর্শা বর্শা এবং ঢাল হাতে মিশনের দুই কাফ্রি। এরপর পাঁচ কাফ্রি ও আলফোন্সকে নিয়ে আমি; আমাদের সবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতেই রাইফেল। সবার শেষে ছয় কাফ্রিসহ মি. ম্যাকেঞ্জি।

মাসাইরা যে ক্রালে আড্ডা গেড়েছে, মিশন থেকে তার দূরত্ব আটশো গজ মত হবে। প্রথম পাঁচশো গজ দ্রুতই এগোলাম আমরা। তারপর এগোতে লাগলাম শিকারের পিছু নেয়া চিতাবাঘের মত। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপ, এক পাথর থেকে আরেক পাথর–ভূতের মত ভেসে চললাম আমরা। একবার পেছন ফিরতেই দেখি, ফ্যাকাসে মুখে কাঁপতে কাঁপতে আসছে আলফোন্স। তার রাইফেলটা সম্পূর্ণ উদ্যত অবস্থায় আমার পিঠের দিকে চেয়ে আছে। সাথে সাথে থেমে সেফটি অন্ করে দিলাম। তারপর এগিয়ে চললাম আবার। ক্রালের একশো গজের মধ্যে পৌঁছতেই আলফোন্সের দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে ঠকাঠক শব্দ শুরু হয়ে গেল।

'শব্দ থামাও, নইলে তোমাকে খুন করব,' হিংস্র ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বললাম আমি। এ-কথা ভাবাও কঠিন যে, শুধুমাত্র কারও দাঁত খটখটানির জন্যে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। এ আপদকে তো রেখে আসাই ভাল ছিল।

'পারছি না, মঁশিয়ে,' বলল সে, 'ভীষণ শীত!'

এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল। হঠাৎ মনে পড়ল, রাইফেল সাফ করা একটা ন্যাকড়া আছে পকেটে। 'এটা মুখে গোঁজো,' ন্যাকড়াটা ওকে দিয়ে আবার ফিসফিস করে বললাম আমি; 'আর একটা শব্দ করেছ কি, সাথে সাথে শেষ করে দেব।' মুহূর্তে ন্যাকড়াটা মুখে পুরল আলফোন্স। থেমে গেল খটখটানি।

এবার নির্বিঘ্নে এগিয়ে চললাম আমরা।

অবশেষে ক্রালের পঞ্চাশ গজের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের মাঝে এখন শুধু একটা ঘাসের ঢাল। একটা লজ্জাবতী আর গোটা দুই কাঁটাঝোপ ছাড়া জায়গাটা প্রায় ফাঁকা। আমরা এখনও মোটামুটি ঘন ঝোপের আড়ালেই আছি। আলো ফুটতে শুরু করেছে। আবছাভাবে ক্রালটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। মাসাইদের আগুনের ক্ষীণ আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। প্রহরীটার অপেক্ষায় রইলাম আমরা। একটু পরই দেখা গেল তাকে। মুখের কাঁটাঝোপের কাছে পায়চারি করছে। আশা করেছিলাম, তন্দ্রার ঘোরেই ধরা যাবে তাকে। কিন্তু বেশ ভালভাবেই জেগে আছে ব্যাটা। ওকে খতম করার কাজটা নিঃশব্দে সারতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ প্রহরীটার গতিবিধি লক্ষ করলাম আমরা। হঠাৎ একটা সঙ্কেত দিয়েই বুকে হেঁটে সাপের মত নিঃশব্দে এগোতে লাগল আমস্লোপোগাস। প্রহরীটা আমাদের মুখোমুখি হতেই থেমে পড়ছে, আবার মুখ ঘোরাতেই এগিয়ে চলে।

গুনগুন করে সুর ভাঁজছে অসতর্ক প্রহরী। লজ্জাবতী ঝোপটার কাছে গিয়ে থামল আমস্লোপোগাস। তখনও পায়চারি করছে প্রহরী। আমস্লোপোগাস কাঁটাঝোপটার আড়ালে যেতেই ঘুরল সে। কাঁটাঝোপটার দিকে তাকাতে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। একধাপ এগিয়ে গেল সে, থেমে হাই তুলল, তারপর নিচু হয়ে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে ছুঁড়ল ঝোপটার দিকে। আমস্লোপোগাসের মাথায় গিয়ে আঘাত হানল নুড়িটা। ভাগ্যিস বর্মে লেগে

www.BanglaBook.org

টং করে ওঠেনি! কোন অঘটন হয়নি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অনুসন্ধান কার্য থেকে বিরত হলো প্রহরী। বর্শায় ভর দিয়ে চেয়ে রইল ঘাসের দিকে।

মিনিট তিনেক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠলাম আমরা। যে কোন মুহূর্তে আমাদের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে বা ঘটে যেতে পারে দুর্ভাগ্যপূর্ণ কোন দুর্ঘটনা। আবার মৃদু শব্দ উঠতে শুরু করেছে আলফোন্সের দাতের। ভয়ঙ্কর চেহারা করে চাইলাম ওর দিকে। তবে, আমার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। টের পাচ্ছি, সর সর করে নামতে শুরু করেছে ঘামের ধারা।

শেষপর্যন্ত অবসান হলো এই কঠিন শাস্তির। প্রহরীটা তাকাল পুবদিকে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে দেখে আনন্দিত হলো সে। তারপর শরীর গরম রাখার জন্যে হাতদুটো ঘষে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল।

প্রহরীটা মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে আবার নড়ে উঠল আমস্লোপোগাস। দ্বিতীয় কাঁটাঝোপটার আড়ালে চলে গেল সে।

ফিরে এসে কাঁটাঝোপটা পেরিয়ে গেল অসতর্ক প্রহরী। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি, কি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তার ওপর।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, দু'হাত বাড়িয়ে পিছু নিল প্রহরীর।

মুখটা কেবল ফেরাতে যাবে, এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহী জুলু। কয়েক মুহূর্ত মোচড়াতে দেখা গেল কালো দুটো শরীরকে। তারপর বিদ্যুদ্‌বেগে পেছনদিকে হেলে গেল প্রহরীর মাথা। বীভৎস একটা শব্দ হলো মট্ করে। মাটিতে পড়ে গেল প্রহরীটা। মরণ যন্ত্রণায় খিঁচোতে লাগল হাত-পা।

হাঁটু মুড়ে একমুহূর্ত শত্রুর শরীরটা পরীক্ষা করে আমাদের ইশারা করল আমস্লোপোগাস। চার হাত পায়ে ভর করে একটা বানরবাহিনীর মত এগিয়ে চললাম আমরা। ক্রালের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল, আক্রমণের আশঙ্কায় চার পাঁচটা লজ্জাবতী ঝোপ দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে মাসাইরা। আমাদের জন্যে ব্যাপারটা বরং ভালই; যত প্রতিবন্ধক থাকবে, ততই দেরি হবে ওদের বেরোতে। এখানে এসেই বিভক্ত হয়ে পড়লাম আমরা। দল নিয়ে দেয়ালের আড়ালে আড়ালে বাঁ দিকে এগিয়ে চললেন ম্যাকেঞ্জি। কাঁটার বেড়ার দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি আর আমস্লোপোগাস। সামনে রইল দুই বর্শাধারী আর আর্সেনারিটা। আমার লোকজন নিয়ে আমি চললাম ক্রালের ডানদিকে।

গন্তব্যের দুই তৃতীয়াংশ গিয়ে, থেমে উঁকি মারলাম দেয়ালের ওপর দিয়ে। আলো বেশ ছড়িয়ে পড়েছে এখন। প্রথমেই চোখ পড়ল সাদা একটা গাধা, তার কাছেই শুকনো মুখে বসে আছে ফ্লসি। ওকে ঘিরে প্রায় নিবে আসা আগুনের পাশে পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে জনা-পঁচিশেক মাসাই। মাঝে মাঝে দু'একজন হাই তুলে পুবদিকে তাকাল বটে, কিন্তু উঠল না কেউই। ভালভাবে গুলি চালানোর জন্যে এবং গুড ও তার দলকে তৈরি হবার সুবিধে দেয়ার জন্যে আরও পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করব বলে মনস্থ করলাম।

শান্ত ঊষর ভাস্বর আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমতলভূমি, বন ও নদীর ওপর। মৌন তুষারের চিরন্তন পোশাকে আবৃত হয়ে নিচের পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশাল মাউন্ট কেনিয়া। অদৃশ্য সূর্যের প্রথম আলো রক্তস্নান করাতে লাগল তার চূড়াকে। মাথার ওপরে মায়ের হাসির মত নীল হয়ে আছে আকাশ; প্রভাতী সুর ধরেছে একটা পাখি। জাগ্রত পৃথিবীকে সতেজ করতে ঝোপের ভেতর দিয়ে ভেসে যাবার সময় মৃদু বাতাস ঝরিয়ে দিল লক্ষ লক্ষ শিশির। শুধু মানুষের হৃদয়ে ছাড়া চারপাশে কি প্রশান্তি!

আক্রমণের সঙ্কেত দেয়ার জন্যে নিজেকে কেবল প্রস্তুত করেছি, হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে খটখট করে উঠল আলফোন্সের দাঁত। মানসিক উত্তেজনায় কখন যেন ছিটকে পড়েছে ন্যাকড়াটা। নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দটা শোনা গেল ছুটন্ত জিরাফের খুরের মত। চমকে জেগে গেল ফ্লসির হাত দুয়েক দূরে শুয়ে থাকা মাসাইটা। শব্দ কোনদিক থেকে এল, বোঝার চেষ্টা করছে। রাইফেলের কুঁদো ঠেসে ধরলাম ফরাসীটার পেটে। থেমে গেল দাঁত খটখটানি; কিন্তু লাফ দিয়ে উঠতেই ফায়ার হয়ে গেল ওর রাইফেলটা, আমার মাথার এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল বুলেট।

নিরর্থক হয়ে পড়ল সঙ্কেত। ক্রালের দু'পাশ থেকে শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। ফ্লসির কাছের মাসাইটা ঝাঁপিয়ে উঠতেই এক গুলিতে শুইয়ে দিলাম। এইসময় ক্রালের ওপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল গুডের দলের তীক্ষ্ণ-ভয়ঙ্কর চিৎকার। সাথে সাথে দেখতে পেলাম এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। আতঙ্ক ও ক্রোধমিশ্রিত গর্জন ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল ক্রালের সমস্ত মাসাই। গজখানেক না এগোতেই তাদের অনেকে লুটিয়ে পড়ল গুলির আঘাতে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, তারপর হুড়মুড় করে ছুটল সবাই কাঁটাঝোপে বন্ধ মুখের দিকে। যত শিগগির সম্ভব গুলি চালাতে লাগলাম আমরা। ফাঁকা হয়ে গেল আমার দশ গুলির রিপীটার। গুলি ভরার জন্যে রাইফেলটা খুলতেই মনে পড়ল ফ্লসির কথা।

ওদিকে তাকাতেই দেখি, হয় আমাদের বুলেট, নয়তো মাসাইদের বর্শার আঘাতে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে সাদা গাধাটা। আশেপাশে জীবিত কোন মাসাই নেই। কালো নার্সটা উপুড় হয়ে একটা বর্শা দিয়ে কেটে দিচ্ছে ফ্লসির পায়ের দড়ি। কাজ শেষ হতেই দৌড়ে গিয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে লাগল সে, পিছে পিছে ফ্লসি। হঠাৎ দেখতে পেয়েই বর্শা উঁচিয়ে ওদের দিকে ছুটে এল দুই মাসাই। তাড়াহুড়ো করে ওঠার চেষ্টায় ক্রালের ভেতরে পড়ে গেল ফ্লসি। প্রথম মাসাইটা প্রায় ওর ওপরে এসে পড়েছে, এমনসময় পাঁজরে আমার এক গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল খরগোশের মত। ছুটে আসছে দ্বিতীয় মাসাই, কিন্তু খালি হয়ে গেছে আমার ম্যাগাজিন! ফ্লসির এই মৃত্যু দেখতে পারব না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। আবার তাকাতেই অবাক হয়ে দেখি, দু'হাত মাথায় দিয়ে টলছে মাসাইটা, বর্শা পড়ে আছে মাটিতে। হঠাৎ ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ল, আর, তখনই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাসাইটা। ফ্লসির ডেরিঞ্জারটার কথা মনে পড়ল আমার। দুটো নল একসাথে ফায়ার করেছে বলেই মাসাইটাকে থামাতে পেরেছে ও, সেইসাথে বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

বলতে যত সময় লাগল, ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছে তারচেয়ে অনেক

www.BanglaBook.org

কম। সবসুদ্ধ সেকেন্ড পনেরো হবে। ম্যাগাজিন ভরে আবার গুলি চালাতে লাগলাম আমি। তবে, এবার মাসাইদের ঝাঁকের ওপর নয়। দেয়াল টপকে যারা পালাবার চেষ্টা করছে, গুলি করলাম তাদেরকে। এভাবে গুলি চালাতে চালাতে ক্রালের ডিম্বাকৃতি বাঁকটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমি।

গুডের দলের তাড়া খেয়ে দুশো মাসাই গিয়ে জড়ো হলো কাঁটায় বন্ধ মুখটার কাছে। গুডদের তীব্র চিৎকারে, দশজনের বদলে ওদেরকে নিশ্চয় বিরাট একটা দল বলে ভুল করেছে মাসাইরা। কাঁটার ওপর দিয়ে লাফ দিল এক মাসাই। কিন্তু মাটিতে নামার আগেই স্যার হেনরির বিরাট কুড়ালটা সাঁই করে নেমে এল তার শিরস্ত্রাণের ওপর। হুড়মুড় করে কাঁটার মাঝখানেই পড়ে গেল সে। এবার ভীষণ চিৎকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। দুলে উঠল স্যার হেনরির কুড়াল, ঝলসে উঠল ইনকোসি-কাস, মরতে লাগল মাসাই। মৃতদেহগুলো আরও বন্ধ করে ফেলল জায়গাটা। যারা স্যার হেনরি ও আমস্লোপোগাসের কুড়াল এড়াতে পারল, তারা গিয়ে পড়ল আসকারি আর মিশনের দুই কাফ্রির হাতে। আর, যারা এদেরকেও এড়াতে পারল, তাদের অভ্যর্থনা জানাল মি. ম্যাকেঞ্জি ও আমার গুলি।

ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল লড়াই। সাথীর মৃতদেহের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বর্শা চালাল অনেক মাসাই। কিন্তু বর্ম থাকায় কিছুই হলো না স্যার হেনরি ও আমস্লোপোগাসের। ক্রমেই স্তূপ হয়ে গেল মৃতদেহের। স্যার হেনরির সামনে কোন মাসাই পড়ার সাথে সাথে ভীমবেগে নেমে আসছে বিরাট কুড়াল। আর, আমস্লোপোগাস শত্রুকে ঠোকর মারছে ইনকোসি-কাসের গজাল দিয়ে–ঠিক পচা কাঠে যেমন ঠোকর মারে কাঠঠোকরা–নিখুঁত একটা গোল ফুটো হয়ে যাচ্ছে কপাল বা খুলিতে। নেহাত ঠেকায় বা ঢালের ওপর আঘাত করার দরকার না পড়লে, কুড়ালের চওড়া ফলা ব্যবহার করে না সে। এ প্রসঙ্গে পরে আমাকে বলেছে, ব্যাপারটা নাকি তার কাছে স্পোর্টস্‌ম্যানশিপের অবমাননা বলে মনে হয়।

এদিকে দল নিয়ে গুড এত কাছে এসে পড়েছে যে, আমাদের দলের গুলি বন্ধ করা উচিত। ক্রস ফায়ারে ইতিমধ্যেই মারা গেছে একজন। মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁটার বেড়া ও স্তূপীকৃত মৃতদেহ পেরিয়ে মাসাইরা এবার বেরিয়ে এল বাইরে।

শুরু হলো আমাদের মানুষক্ষয়ের পালা। পিঠে বর্শা খেয়ে প্রথমে মারা পড়ল আসকারিটা, তারপর দুই বর্শাধারী কাফ্রি। মাঝেমধ্যেই দু একটা করে মৃতদেহ পড়তে লাগল। একবার মনে হলো, বুঝি হেরে গেলাম আমরা। লড়াই এখন জয়-পরাজয়ের দোলায় দোদুল্যমান। আমার লোকদের বললাম রাইফেল ফেলে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তৎক্ষণাৎ পালিত হলো আমার নির্দেশ। এতক্ষণে ওদের রক্ত সত্যিই টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। মি. ম্যাকেঞ্জির দলও অনুসরণ করল একই পথ।

এতে করে কিছু ভাল ফল পাওয়া গেল। কিন্তু জয়-পরাজয় তখনও অনিশ্চিত।

বীরের মত লড়ল আমাদের লোকেরা। মারল এবং মরল। গুডের রক্ত হিম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা চিৎকার সাহস জোগাল তাদের। ওদিকে মেশিনের মত ওঠানামা করছে দুই কুড়াল। প্রত্যেকটা কোপ বয়ে আনছে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব। তবে, লড়াইয়ের চাপ পড়তে শুরু করেছে স্যার হেনরির ওপর। রক্ত ঝরতে শুরু করেছে বিভিন্ন ক্ষত থেকে। পাকানো নীল দড়ির মত ফুলে উঠেছে কপালের শিরাগুলো। এমনকি, ইস্পাতের মত শক্ত আমস্লোপোগাসও যেন কিছুটা বিচলিত। গজাল দিয়ে খুলি ফুটো করার শৈল্পিক নিষ্ঠুরতা বাদ দিয়ে এখন পাগলের মত ইনকোসি-কাসের ফলা ব্যবহার করছে সে। আমি ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়িনি। সুযোগমত কোন মাসাইকে ফাঁকায় পাবার সাথে সাথে গুলি করছিলাম।

এখন পনেরো কি ষোলোজন লড়াই করার উপযুক্ত লোক আছে আমাদের! কিন্তু মাসাইরা আছে অন্তত পঞ্চাশজন। এখন ঠাণ্ডা মাথায় আক্রমণ চালাতে পারলেই চিরতরে লড়াইয়ের সাধ মিটে যাবে আমাদের। সৌভাগ্যক্রমে, অতর্কিতে আক্রান্ত হবার ঘোরটা এখনও কাটেনি তাদের। অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই পালিয়ে গেল অনেকে।

দু'একজন করে মাসাই প্রবল পরাক্রমে লড়াই চালিয়ে গেলেও পরাজয়ের আশঙ্কা আর নেই আমাদের। একজন মাসাই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মি. ম্যাকেঞ্জির ওপর। বেল্ট থেকে মাংস কাটার ছুরিটা খুলে নিলেন তিনি, রিভলভারটা আগেই ছিটকে পড়ে গেছে কোথাও। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছি আমি, হঠাৎ ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। জানি না, কেন, নিজের জায়গা থেকে এগিয়ে এসে এক মাসাইয়ের মুখোমুখি হলো আমস্লোপোগাস। দুজনেই লড়াইয়ে মত্ত, এমনসময় আরেক মাসাই সর্বশক্তি দিয়ে বর্শা চালাল আমস্লোপোগাসের বুক লক্ষ্য করে। বর্মের ওপর পড়ে ছিটকে এল বর্শাটা। আতঙ্ক ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল মাসাইটা। তারপরই চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে–

'এরা শয়তান–জাদুকর, জাদুকর!' তাৎক্ষণিক আতঙ্কে বর্শাটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে পালাতে শুরু করতেই আমার বুলেট শুইয়ে দিল ওকে। আমস্লোপোগাসও ঘিলু বের করে দিল ওর শত্রুটার। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল অন্যান্য মাসাইদের মধ্যে।

'জাদুকর, জাদুকর!' চিৎকার করে উঠল ওরা, মনোবল ও তেজ সম্পূর্ণ হারিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল চারদিকে। এমনকি, ঢাল ও বর্শা ছুঁড়ে ফেলল অনেকে।

লড়াইয়ের শেষ অংশের বর্ণনা দেব না আমি। শুধু বলব, হত্যাকাণ্ডটা ছিল ভীষণ এবং ভয়ঙ্কর। তবে, একটা ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে পারা যায় না। মনে যখন কেবল আশা জাগছে, লড়াই বুঝি শেষ, বেঁচেই গেলাম এ যাত্রা–এমন সময় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠল সম্পূর্ণ অক্ষত এক মাসাই। স্তূপীকৃত মৃতদেহ আর মুমূর্ষুদের ডিঙিয়ে সোজা আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল সে। চিনতে পারলাম মাসাইটাকে, গতরাতে দূত হয়ে এসেছিল। হঠাৎ দেখি, ওর পেছন পেছন বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে আসছে আমস্লোপোগাস। মাসাইটা যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝল, দৌড়ে কুলিয়ে ওঠা যাবে না, ঘুরে মুখোমুখি হলো সে আমস্লোপোগাসের।

'ওই, ওই,' উপহাসের চিৎকার দিয়ে উঠল আমস্লোপোগাস, 'ওই তো, গতরাতের সেই ব্যাটা! দূত! মুখোমুখি হতে চায় যে জুলু সর্দার আমস্লোপোগাসের! তোর ইচ্ছে পূরণ করব আজ! শপথ করেছিলাম, টুকরো টুকরো করব তোকে। দেখ, এখনই পালন করব সে শপথ!'

রাগে দাঁত কিড়মিড় করল মাসাইটা, তারপরই ছুটে গেল বর্শা বাগিয়ে। চট করে পাশ কাটাল আমস্লোপোগাস, দু'হাতে চেপে ধরা ইনকোসি-কাস উঠে গেল ওপরে। পরমুহূর্তেই তীব্রগতিতে নেমে এল কুড়ালটা। মাথা ও একটা বাহু প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাসাইটার।

'ওফ্!' শত্রুর মৃতদেহের দিকে চেয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আমস্লোপোগাস, 'জব্বর মেরেছি কোপটা!'

আট

লড়াই শেষ হলো। মানসিক উত্তেজনা কিছুটা কমতেই হঠাৎ মনে পড়ল আলফোন্সের কথা। সে গেল কোথায়? মারা পড়েনি তো বেচারি! ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মাঝে খুঁজতে লাগলাম আমি। কিন্তু কোথাও চোখে না পড়াতে ভাবলাম, নিশ্চয় বেঁচে আছে। ক্রালের যেখানটায় আমরা প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম, সেখানে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। পাথুরে দেয়ালটার কাছ থেকে পঞ্চাশ ধাপ মত দূরে প্রাচীন একটা অশ্বত্থ গাছ।

'আলফোন্স,' দেয়ালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ডাকলাম আমি, 'আলফোন্স।'

'মঁশিয়ে,' ধ্বনিত হলো একটা কণ্ঠ। 'এই যে আমি।'

চারপাশে তাকালাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না কাউকে। 'কোথায়?' বললাম আমি।

'এই যে, মঁশিয়ে, গাছের ওপরে।'

গুঁড়ি থেকে ফুট পাঁচেক ওপরে একটা গর্তের ভেতর থেকে উঁকি মারছে ফ্যাকাসে একটা মুখ, যার বিরাট গোঁফের একটা প্রান্ত কাটা।

'বেরিয়ে এসো,' বললাম আমি।

'লড়াই শেষ, মঁশিয়ে?' উৎকণ্ঠিত স্বরে জানতে চাইল সে, 'একদম শেষ?'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে এসো, শয়তান কোথাকার।'

'মঁশিয়ে, আমার প্রার্থনা তাহলে কাজে লেগেছে? এই বেরোলাম।'

অন্যান্যদের সাথে মিলিত হবার জন্যে এগোচ্ছি আমরা, হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা মাসাই তেড়ে এল আমাদের দিকে। সাথে সাথে ঝেড়ে দৌড় লাগাল আলফোন্স, পিছে পিছে মাসাইটা। কেবল বর্শা চালাবে, এমনসময় আমার বুলেট গিয়ে আঘাত হানল মাসাইটার পিঠে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল দুজনেই। প্রথমে আলফোন্স, তার ওপরে মাসাই। এমন তীক্ষ্ণ কয়েকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিৎকার ছাড়ল আলফোন্স যে, মনে হলো, মরার আগে মারণাঘাত হেনেছে মাসাই। ছুটে গিয়ে টেনে সরিয়ে দিলাম মৃতদেহটা। সারা শরীর রক্তাক্ত, নিচে পড়ে থেকে আলফোন্স কেঁপে কেঁপে উঠছে বৈদ্যুতিক শক লাগা ব্যাঙের মত। আহা, বেচারি! ভাবলাম আমি, শেষপর্যন্ত এই ছিল ওর ভাগ্যে! হাঁটু মুড়ে বসলাম ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার জন্যে।

'ওহ্, পিঠের ফুটো!' চিৎকার ছাড়ল সে। 'মেরে ফেলেছে। মারাই গেছি আমি।'

কোন ক্ষতস্থান আমার চোখে পড়ল না। চকিতে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আসলে কিছু হয়নি ওঁর, আতঙ্কে এমন করছে।

'ওঠো!' ধমক দিলাম আমি, 'ওঠো! কিছুই তো হয়নি তোমার। এভাবে চেঁচাতে লজ্জা করছে না?'

ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে। 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, মঁশিয়ে, মারাই গেছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল সে; 'বুঝতেই পারিনি, আমিই জিতেছি।' মাসাইটার মৃতদেহে লাথি চালিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল, 'আর লড়বি, কালো কুত্তা? জারিজুরি আজ শেষ তোর!'

ভীষণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম ক্রালের বড় মুখটার দিকে। পিছে পিছে ছায়ার মত আসতে লাগল আলফোন্স।

প্রথমেই চোখে পড়ল মি. ম্যাকেঞ্জিকে। উরুতে রুমাল জড়িয়ে বসে আছেন একটা পাথরের ওপর। রুমালটা ভিজে উঠেছে রক্তে। হাতে এখনও ধরে আছে মাংস কাটা ছুরিটা। ভীষণভাবে বেঁকে গেছে সেটা।

'কোয়াটারমেইন!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন তিনি, শেষপর্যন্ত জিতেছি আমরা। মাসাইটাকে মারতে গিয়ে, দেখুন, আমার সবচেয়ে ভাল ছুরিটা কেমন বেঁকে গেছে।' মৃগীরোগীর মত হেসে উঠলেন তিনি। লড়াইটা ভীষণভাবে ক্রিয়া করেছে তাঁর ওপর। সারাজীবন যার শান্তি নিয়ে কারবার, তার কি আর এসব সাজে! কিন্তু ভাগ্য থেকে থেকে আমাদের এরকমই পরিহাস করে।

ক্রালের মুখটার কাছে ছড়িয়ে আছে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ। তিরিশজন নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলাম আমরা। এখন পাঁচজন আহতসহ অবশিষ্ট রয়েছে পনেরোজন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমি ছাড়া সবার গোটা শরীর রক্তে রঞ্জিত। কখনোই কাছে যাইনি বলে আহত হওয়া এড়িয়ে যেতে পেরেছি আমি। আমস্লোপোগাস ছাড়া অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে সবাই। যথারীতি কুড়ালে ভর দিয়ে মৃতের একটা স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। ভীষণভাবে লাফাচ্ছে কপালের গর্তের ওপরকার চামড়াটা।

'মাকুমাজন!' আমাকে চোখে পড়ার সাথে সাথে বলে উঠল সে, 'বলেছিলাম না, বেশ ভাল লড়াই হবে? এরকম লড়াই কখনও লড়িনি আমি। আর, তোমার এই লোহার চামড়াটার মধ্যে নিশ্চয় জাদু আছে। কিছুই এটাকে ফুটো করতে পারে না। আজ এই চামড়াটা গায়ে না থাকলে আমি থাকতাম এখানে,' পায়ের নিচের স্তূপটা দেখিয়ে দিল সে।

www.BanglaBook.org

'ওটা তোমাকে দিলাম,' বললেন স্যার হেনরি।

'সর্দার!' দারুণ খুশি গলায় বলল আমস্লোপোগাস, 'কুড়াল চালানোটা ভাল করে শিখিয়ে দেব তোমাকে। যেভাবে কুড়াল চালাও তুমি, ওতে অযথা শক্তি ক্ষয় হয়।'

এই সময় মি. ম্যাকেঞ্জি জানতে চাইলেন, ফ্লসি কোথায়। এক লোক বলল, নার্সের সাথে তাকে বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে। ফলে, ধীরে ধীরে আমরাও রওনা দিলাম মিশনের দিকে।

মিসেস ম্যাকেঞ্জি অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। স্বামীকে স্ট্রেচারে করে আনতে দেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। অবশ্য মি. ম্যাকেঞ্জির এমন কিছু হয়নি–এ কথা জানতে পারার সাথে সাথে তিনি থেমে গেলেন। সংক্ষেপে লড়াইয়ের ঘটনা খুলে বললাম তাঁকে। সব শুনে আমার কপালে চুমু খেলেন তিনি।

বললেন, 'ঈশ্বর আপনাদের সবার মঙ্গল করুন, মি. কোয়াটারমেইন; আপনাদের জন্যেই মেয়েটি রক্ষা পেল আমার।'

এরপর ক্ষতস্থানগুলোতে স্টিকিংপ্লাস্ট্যার লাগিয়ে, গোসল সেরে, নাস্তা করতে বসলাম আমরা। নাস্তা যখন প্রায় শেষ, দরজা খুলে ভেতরে এল ফ্লসি। মুখটা খুবই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তবে, আঘাত লাগেনি কোথাও। আমাদের সবাইকে চুমু খেলো সে। বেচারি! পুরো একটা রাত মাসাইদের মাঝে বন্দী হয়ে থাকার ঘটনাটা সহজে মুছে যাবে না ওর স্মৃতি থেকে।

নাস্তার পর লম্বা একটা ঘুম দিলাম আমরা। ঘুম থেকে উঠে, ডিনার সেরে আমাদের লোকদের লাশ নেয়ার জন্যে আবার গেলাম ক্রালটার কাছে। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার শকুন ও বাদামী বুশ ঈগল চড়াও হয়েছে জায়গাটায়।

যথোচিত গাম্ভীর্যের সাথে মৃতদেহগুলো সমাহিত করা হলো। মি. ম্যাকেঞ্জি আহত থাকায় পাদরির ভূমিকা পালন করল গুড-। ওকে বললাম, চারপাশেই কেমন বিষণ্নতা ছড়ানো। 'বিষণ্নতা আরও বাড়ত, যদি নিজেদেরই কবর দিতে হত আমাদের,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ও। বললাম, কাজটা তো খুবই কঠিন। তবে, ও যা বলতে চায়, আমি বুঝতে পারছি।

মাসাইদের লাশগুলো ফেলে দেয়া হলো তানা নদীতে। দ্রুত স্রোতের টানে ভেসে গেল সেগুলো। নৈশভোজটা বোধ হয় ভালই হবে কুমীরদের।

সন্ধেয় কথা হলো মি. ম্যাকেঞ্জির সাথে। বর্শার আঘাতে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। তবে, যেহেতু কোন ধমনী ছেঁড়েনি, দ্রুতই সেরে উঠবেন। তিনি জানালেন, ভালয় ভালয় সেরে উঠলে কমবয়েসী কারও হাতে মিশনের ভার দিয়ে ফিরে যেতে চান ইংল্যান্ডে।

'মি. কোয়াটারমেইন,' বললেন তিনি, 'আজ ভোরেই লড়াই করতে যাবার পথে মনস্থির করেছি, ফিরে যাব ইংল্যান্ডে। ঈশ্বর কৃপা না করলে বা আপনারা চারজন না থাকলে, এতক্ষণে নিশ্চয় কেউই বেঁচে থাকতাম না আমরা। এরকম কাণ্ড আর একবার ঘটলে আমার স্ত্রীকে আর বাঁচাতে পারব না। সম্পূর্ণ সৎপথে উপার্জন করা আমার তিরিশ হাজার পাউন্ড জমা আছে জাঞ্জিবারের ব্যাঙ্কে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুতরাং, ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পক্ষে খুব খারাপ অবস্থায় নেই আমি। জানি, এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগবে। উষর প্রান্তরে গোলাপ ফোটানোর মত করে জায়গাটা গড়ে তুলেছি আমি। তাছাড়া, নিজ হাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়া মানুষজনকে ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তবু, যেতে আমাকে হবেই।'

'আপনার সিদ্ধান্তের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' বললাম আমি, 'দুটো কারণে। প্রথমত, স্ত্রী ও মেয়ের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে, বিশেষ করে, মেয়ের প্রতি। সুষ্ঠু শিক্ষা দরকার ওর। তাছাড়া, আপন জাতির মেয়ের সাথে মিশতে না পারলে ধীরে ধীরে বুনো হয়ে উঠবে ও। দ্বিতীয়ত, আজ হোক কাল হোক, প্রতিশোধ নেবেই মাসাইরা। নিঃসন্দেহে কিছু মাসাই পালিয়ে গেছে, যারা পৌঁছে দেবে সংবাদ। আপনাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্যে আরও অনেক বড় দল পাঠিয়ে দেবে ওরা। ঘটনাটা ঘটতে হয়তো একবছর দেরি হবে, কিন্তু ঘটবেই।'

'ঠিকই বলেছেন,' জবাব দিলেন পাদরি। 'মাসখানেকের মধ্যেই বিদায় নেব এখান থেকে। কিন্তু এ বিদায় হবে বেদনাদায়ক, বড় বেদনাদায়ক!'

নয়

সপ্তাহখানেক পরে নৈশভোজ সারছি আমরা। মন খুব খারাপ। পরদিন ভোরেই রওনা দেব। মাসাইদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এদিক সেদিক কিছু গুলির খোল ও মরচে ধরা বর্শা পড়ে না থাকলে বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ত যে, মাত্র কয়েকদিন আগেই ভয়াবহ একটা লড়াই সংঘটিত হয়েছে এখানে। দ্রুত সেরে উঠছেন মি. ম্যাকেঞ্জি। ইতিমধ্যেই ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে পারেন। আহতদের মধ্যে একজন মারা গেছে গ্যাংগ্রিনে, তাছাড়া, অন্যান্যরা ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। ব্যারাভ্যানের লোকেরাও ফিরে এসেছে। ফলে গমগম করছে মিশন।

আরও কয়েকটা দিন থাকার জন্যে খুবই অনুরোধ করলেন মি. ম্যাকেঞ্জি। কিন্তু যেতে যখন হবেই, অযথা দেরি করে আর কি লাভ। এবার গোটা বারো গাধা কিনেছি আমরা। ওগুলো মোট, এমনকি প্রয়োজনে আমাদেরও বহন করবে। আসকারিদের মধ্যে দুজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিছু স্থানীয় বাসিন্দাকে সাথে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম আমরা। অবশ্য এজন্যে মোটেই দোষ দেয়া যায় না ওদের। সম্পূর্ণ অজানা একটা অঞ্চলে কে-ই বা সহজে যেতে চায়।

সন্ধেয় বারান্দায় বসে বসে পাইপ টানছি, এমনসময় এসে হাজির হলো আলফোন্স। আমাদের সাথে যেতে চায় সে। খুবই অবাক হলাম। সে যেরকম ভীতু, তাতে ওর কাছ থেকে এই প্রস্তাব আশা করা যায় না। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। মি. ম্যাকেঞ্জি তো ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছেন। এখন ফরাসী সরকার যদি ধরে নিয়ে যায়–এই আতঙ্ক তাড়া করে ফিরছে আলফোন্সকে। আর, এই আতঙ্কই তার অভিযানে যাবার উৎসাহের কারণ।

www.BanglaBook.org

অথচ এতদিনে হয়তো মত পালটেছে ফরাসী সরকার, নির্বিঘ্নেই মাতৃভূমিতে যেতে পারবে সে। যাই হোক, নানা দিক থেকে বিবেচনা করে ওকে সাথে নেয়াই মনস্থ করলাম আমরা। ও সাথে থাকলে মাঝেসাঝে বেশ মজা হবে। তাছাড়া, ওর রান্নার হাতটা বড় ভাল। সর্বোপরি, কাপুরুষ হলেও কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না লোকটা।

পথের বিভিন্ন সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে ওকে সাবধান করে দেয়ার পর বললাম, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আমাদের নির্দেশ। ওকে মাসে দশ পাউন্ড হিসেবে মজুরি দেব আমরা, অবশ্য মজুরি নেয়ার জন্যে সে এখন সভ্য পৃথিবীতে ফিরতে পারলেই হয়।

চটপট আমাদের প্রত্যেকটা শর্তে রাজি হয়ে গেল সে।

রাত পেরিয়ে একসময় এল ভোর। গাধার পিঠে মালপত্র বাঁধা-ছাঁধা শেষ হলো সাতটায়। বিদায়ের ক্ষণ সমুপস্থিত। বিদায় নেয়া খুবই বিষণ্ন একটা কাজ। বিশেষ করে, সে বিদায় যদি নিতে হয় ফ্লসির মত কোন মেয়ের কাছ থেকে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা দুজন বেশ ভাল বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। ফ্লসি এল। বীভৎস সেই রাতের স্মৃতি এখনও ওকে তাড়া করে ফিরছে।

'মি. কোয়াটারমেইন,' আমার গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল ও, 'আপনাকে বিদায় জানাতে পারব না। শুধু ভাবছি, আবার কবে দেখা হবে আমাদের।'

'জানি না,' বললাম আমি। 'জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। সামনে আর বেশি পথ নেই আমার, যা কিছু তার প্রায় সবই অতীতে। কিন্তু তোমার সামনে আছে সুখী, দীর্ঘ পথ, প্রায় সবকিছুই অপেক্ষা করে রয়েছে ভবিষ্যতে। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে তুমি, এখানকার জীবন তখন মনে হবে সুদূরের কোন স্বপ্ন। কিন্তু আশা করি, আমাদের দেখা যদি আর না-ও হয়, তোমার এই বুড়ো বন্ধুটার কথা মনে রাখবে তুমি। সবসময় ভাল থাকার চেষ্টা করবে, ফ্লসি, চেষ্টা করবে সঠিক পথে চলতে। কারণ, যে যা-ই বলুক, পৃথিবীতে ভাল জিনিসটাই সবসময় সুখের। স্বার্থপর হবে না, আর যখনই সম্ভব হবে, মানুষের দিকে বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত। যদি এসব করতে পারো, অধিকাংশ মহিলার মত অর্থহীন জীবন কাটাতে হবে না তোমাকে। যাক্। আদ্যিকালের বুড়োর মত অনেক তেতো প্যাচাল পাড়লাম, এবার কিছু মিষ্টি কথা বলি। এই যে একটুকরো কাগজ দেখছ—এটা একটা চেক। আমরা যাবার পর তোমার বাবাকে দিয়ো এটা। একদিন তোমার বিয়ে হবে। সেদিন এটা দিয়ে একটা উপহার কিনে নিয়ো তুমি। উপহারটা তুমি পরবে, হয়তো তোমার মেয়েও পরবে একদিন, আর এর মাধ্যমেই মনে রাখবে শিকারী কোয়াটারমেইনকে।'

আবার কেঁদে উঠল ফ্লসি। আমাকে একগুচ্ছ চুল উপহার দিল সে, যেগুলো এখনও আমার কাছে আছে। চেকটা একহাজার পাউন্ডের। চেকটার সাথে একটা ছোট্ট চিরকুটে ওর বাবাকে লিখেছি, টাকাটা যেন তিনি সরকারী কোন ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেন। তারপর ফ্লসির যখন বিয়ে হবে বা যথেষ্ট বড় হয়ে যাবে সে, তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেন তাকে কিনে দেন সর্বোৎকৃষ্ট হীরের একটা মালা।

শেষমেষ অনেক হ্যান্ডশেক, অভিবাদনের পর বিদায় নিলাম আমরা। মি. ও মিসেস ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় খুবই কাঁদল আলফোন্স। সবচেয়ে দেখার অবস্থা হলো আমস্লোপোগাসের। ফ্লসির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কালো মুখটা একেবারে থমথমে হয়ে গেল ওর। এই ক'টা দিনেই ফ্লসিকে খুব ভালবেসে ফেলেছিল সে। আমাকে প্রায়ই বলত, মেয়েটি খুব মিষ্টি, আঁধার রাতের বুকে যেন একমাত্র তারা।

পরে অনেক ভেবেছি মি. ম্যাকেঞ্জিদের কথা। কিভাবে ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন তাঁরা? যদি ভালয় ভালয় পৌঁছেন, কখনও কি চোখ পড়বে আমার এই লেখার ওপর? সাদাদের রাজ্যে কেমন দিন কাটছে ছোট্ট ফ্লসির? ওখানে তো ভোরে উঠে জানালা খুললে মাউন্ট কেনিয়া চোখে পড়বে না!

মিশন ছেড়ে নির্বিঘ্নেই এগিয়ে চললাম আমরা মাউন্ট কেনিয়ার পাদদেশ দিয়ে। মাউন্টকেনিয়া পার হয়ে পৌঁছলাম ব্যারিঙ্গো হ্রদে। নিঃসঙ্গ এই হ্রদটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাদের দুই আসকারীর একজন পা ফেলল পাফ অ্যাডারের গায়ে। ওকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। ওখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল এগিয়ে যাবার পর আরেকটা চমৎকার তুষারমোড়া পাহাড়ের দেখা পেলাম আমরা। মাউন্ট লেকাকিসেরা। আমার জানামতে, এর আগে কোন ইউরোপীয় এই পাহাড়ের কাছে আসেনি।

ওখানেই আমরা থাকলাম পনেরোদিন। তারপর রওনা দিলাম এলগামি জেলার অন্তর্গত দুর্গম, পথচিহ্নহীন, বসতিহীন এক বিরাট বনের মধ্যে দিয়ে। এই বনটার চেয়ে বেশি হাতি বুঝি আর কোথাও নেই। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্তন্যপায়ী বিশাল প্রাণীগুলো। মানুষ ওদের কখনও বিরক্ত করেনি। প্রাকৃতিক ছাড়া আর কোন মৃত্যুবরণ করতে হয়নি ওদের। বলা বাহুল্য, বেশি হাতি শিকার করলাম না আমরা। কারণ, গুলি আর খুব একটা নেই। যে গাধাটার পিঠে গুলিবোঝাই ব্যাগ বাঁধা ছিল, খরস্রোতা একটা নদী পার হবার সময় ভেসে গেছে সেটা। তাছাড়া, হাতি মারলেও দাঁতগুলো নিয়ে যেতে পারব না। আর, নিছক হত্যাকাণ্ডে তো কোন আনন্দ নেই। সুতরাং আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি করা ছাড়া নিজেদের খেয়ালখুশিমত চরে বেড়াতে দিলাম ওদের।

শিকারীর ব্যাপারে একেবারেই অনভ্যস্ত বলে একদম ফাঁকা জায়গাতেও ওদের বিশ গজের মধ্যে যেতে পারলাম আমরা। আমাদের দেখে দু'কানই শরীরের সাথে সেঁটে গেল ওদের, হতভম্ব বিশালাকার কুকুরছানার মত দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হয়তো ভাবছে, এটা আবার কোন জানোয়ার। মাঝেসাঝে আমাদের অত কাছে গিয়ে দাঁড়ানোটা পছন্দ হত না ওদের। তখন ভীষণ চিৎকার করে সোজা তেড়ে আসত এবং রাইফেল ব্যবহার করতে হত আমাদের। তবে, সুখের বিষয়, এরকম ঘটনা ঘটল খুব কমই।

এলগামি বনে হাতি ছাড়াও নানাধরনের পশু, এমনকি সিংহও আছে। কামড়ে একটা পা খোঁড়া করে দেয়ার পর থেকে সিংহকে আমি খুবই ঘৃণা করি। ভয়ঙ্কর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরেকটা প্রাণী আছে এই বনে–ৎসেৎস মাছি। গবাদি পশু মারা যায় এদের দংশনে। মানুষ ও গাধা এদের দংশনে মরে না। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, এই দুই প্রাণীর মধ্যে কেউ যদি কখনও মারা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় সেই প্রাণীটি ছিল অতিরিক্ত দুর্বল, নয়তো সেই বিশেষ এলাকার মাছিই ছিল অতিরিক্ত বিষাক্ত। যেমন, আমাদের গাধাগুলো দু'মাস পরে হঠাৎ মারা গেল দুদিনের বৃষ্টিতে। ছাল ছাড়ানোর পর হলুদ, লম্বা লম্বা ডোরাকাটা কিছু দাগ দেখা গেল। এখানেই হুল ফুটিয়েছিল ভয়ঙ্কর মাছিগুলো।

এলগামি বন থেকে বেরিয়ে আরও উত্তরে যেতে যেতে একটা হ্রদের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। আদিবাসীরা হ্রদটার নাম দিয়েছে–ল্যাগা। এটা নাকি মাইল পঞ্চাশেক লম্বা আর বিশ মাইল চওড়া, বলেছিল মি. ম্যাকেঞ্জির কাছে যাওয়া লোকটা। এরপর ঢেউখেলানো উচ্চভূমি অঞ্চল দিয়ে আমরা এগোলাম প্রায় মাসখানেক ধরে। জায়গাটা অনেকটা ট্র্যান্সভালের মত, তবে, এখানে ঝোপঝাড় আছে।

প্রতি দশ মাইলে একশো ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছিলাম আমরা। আসলে এটা একটা পাহাড়ের ঢাল, যার ওপর আছে লোকটার বর্ণিত সেই 'অতল হ্রদ'। অবশেষে পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছলাম আমরা। তারপর খাড়াই বেয়ে আরও তিন হাজার ফুট কি তার কিছু বেশি উঠতে পানির একটা বিশাল বিস্তার চোখে পড়ল আমাদের। সবসুদ্ধ বোধহয় বিশ বর্গমাইল মত হবে। পরিষ্কার বোঝা গেল, মৃত একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখেই সৃষ্ট হয়েছে হ্রদটা। প্রান্ত ঘেঁষে বেশ কিছু গ্রাম দেখতে পেয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। গ্রামবাসীরা বেশ সরল প্রকৃতির, সাদরে গ্রহণ করল আমাদের। আগে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখেনি, এমনকি তাদের কথাও শোনেনি এরা। আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও দুধ সরবরাহ করল তারা। অত্যন্ত সুন্দর এই হ্রদটার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১৪৫০ ফুটের কম হবে না। ইংল্যান্ডের মতই বেশ ঠাণ্ডা এখানকার আবহাওয়া। অবশ্য প্রথম তিনদিন ভীষণ কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পাইনি। কুয়াশার পর শুরু হলো বৃষ্টি। আর, এই বৃষ্টিতে ৎসেৎসি মাছির দংশন কার্যকর হয়ে মারা গেল আমাদের সবগুলো গাধা।

মালপত্র বহন করার মত আর কিছুই না থাকায় খুব কঠিন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম আমরা। সাথে গুলিও আর বেশি নেই। শ'দেড়েক রাইফেলের বুলেট আর পঞ্চাশটার মত বন্দুকের গুলি। কি করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা। এদিকে, মনে হচ্ছে, যাত্রার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এখন যদি না এগিয়ে ফিরে যেতে চাই, সেটাও আমাদের বর্তমান অবস্থায় একরকম অসম্ভব। কারণ, উপকূল এখান থেকে প্রায় সাতশো মাইল দূরে। শেষমেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, এখানেই থেকে লোকের অঞ্চলগুলোর সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করব আমরা।

গ্রামের মোড়লের কাছ থেকে প্রকাণ্ড একটা ক্যানু কেনা হলো। আমাদেরসহ সমস্ত মালপত্র এঁটে যাবে তাতে। বিনিময়মূল্য হিসেবে মোড়লকে দেয়া হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলির তিনটে পেতলের খোল। ওগুলো পেয়ে মোড়ল মহাখুশি। তাঁবু ফেলার উপযুক্ত একটা জায়গার খোঁজে লেকের ওপর দিয়ে একটা চক্কর মারব বলে ঠিক করলাম আমরা। গ্রামে আবার ফিরে না-ও আসতে পারি বলে সমস্ত মালপত্র তোলা হলো ক্যানুতে। সামনের গ্রামবাসীদের আমাদের সংবাদ জানানোর জন্যে ছোট ছোট ক্যানুতে করে আগেই রওনা দিল এখানকার বাসিন্দারা।

অত্যন্ত গভীর নীল পানির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্যানু। গুড বলল, গ্রামবাসীরা তাকে বলেছে, হ্রদটা খুবই গভীর। তলায় একটা গর্ত আছে, যেদিক দিয়ে পানি বেরিয়ে যায় আর ছিটকে আসে আগুনের কুণ্ডলী।

আমি বললাম, এটা বোধ হয় কিংবদন্তী, বংশ পরম্পরায় শুনে আসছে গ্রামবাসীরা। হ্রদটা যে আগ্নেয়গিরির ওপর, সেটা তো সম্পূর্ণ মৃত।

আরও এগোতে দেখলাম, হ্রদের দু'ধার দিয়ে উঠে গেছে খাড়া পাথুরে দেয়াল। ফলে, তীর থেকে একশো কদম মত দূর দিয়ে চলতে হলো আমাদের।

কিছুদূর যাবার পর নলখাগড়া, গাছের ডাল ও অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ ভেসে যেতে লাগল ক্যানুর পাশ দিয়ে। এগুলো কোত্থেকে আসতে পারে, বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেল গুড। এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করছি, এমনসময় স্যার হেনরি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একঝাঁক বড় বড় সাদা রাজহাঁসের (swan) দিকে। আগেই লক্ষ্য করেছি, এই হ্রদে রাজহাঁস পড়ে। আফ্রিকায় এগুলোকে আর কোথাও দেখিনি বলে শিকারের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম রাজহাঁসগুলোর সম্বন্ধে। ওরা বলেছে, বছরের এই সময়ে সকালবেলা উড়ে আসে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। রাজহাঁসগুলোকে নাকি খুব সহজেই ধরা যায়। কারণ, এখানে আসতে আসতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারা।

রাজহাঁসগুলো কোন্ দেশ থেকে আসে, এই প্রশ্নের জবাবে গ্রামবাসীরা বলেছে, কালো, বিশাল পাহাড়টার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আসে ওরা। পাহাড়টার ওপারে পাথুরে, দুর্গম অঞ্চল। তুষারে মোড়া পাহাড় আর অসংখ্য বুনো জন্তু আছে সেখানে। আর, সেই পাহাড়ের ওপারে আছে শত শত মাইল লম্বা ঘন কাঁটাবন। বনটা এতই ঘন যে, হাতিরাও তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। এরপর জানতে চেয়েছি, পাহাড় ও কাঁটাবনটার ওপারে সাদা মানুষ থাকে—এমন কথা ওরা কখনও শুনেছে কি না। জবাবে ওরা হেসেছে। পরে এক থুত্থুড়ে বুড়ি ছোটবেলায় তার দাদার মুখে শোনা এক গল্প শুনিয়েছে আমাকে। তার দাদার দাদা নাকি যুবক বয়সে মরুভূমি, পাহাড় ও কাঁটাবন পার হয়ে গিয়ে সাদা একটা জাতির দেখা পায়—যাদের বাড়িঘর পাথরের তৈরি।

গল্পটা প্রায় আড়াইশো বছর আগের হলেও আমাদের বর্তমানে শোনা গল্পের সাথে এর মিল আছে। আর, এতে করে, গুজবটার মধ্যে যে অন্তত কিছুটা সত্যতা আছে, এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি আমি। সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি, এই রহস্যের শেষ আমি দেখবই।

রাজহাঁসগুলোর পিছু নিলাম আমরা। ক্রমেই ওরা ভেসে চলল পাথুরে দেয়ালের দিকে। অবশেষে ওদের চল্লিশ গজের মধ্যে গেল ক্যানু। বন্দুকে ১নং

www.BanglaBook.org

গুলি ভরে অপেক্ষায় রইলেন স্যার হেনরি। দুটো রাজহাঁস একলাইনে আসতেই গুলি করলেন। ঘাড় ভেঙে তৎক্ষণাৎ মারা গেল দুটোই। পানি ছিটিয়ে দলটা উড়ে উঠতেই দ্বিতীয় নলটা ফায়ার করলেন তিনি। পাখা ভেঙে ঝপাৎ করে পড়ে গেল একটা। আরেকটার একটা পা ঝুলে পড়লেও ভালভাবেই উড়ে গেল। ধীরে ধীরে কালো পাহাড়টার মাথার ওপরে চলে গেল রাজহাঁসগুলো। তারপর একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি করে রওনা দিল উত্তর-পুবের অজানা অঞ্চলের উদ্দেশে।

ইতিমধ্যে মরা রাজহাঁসদুটো তুলে নিয়ে পাখা ভাঙাটার পিছু ধাওয়া শুরু করেছি আমরা। চমৎকার পাখি, একেকটার ওজন হবে তিরিশ পাউন্ড। নলখাগড়ার একটা বড় স্তূপ পেরিয়ে পরিষ্কার পানিতে নেমে পড়ল রাজহাঁসটা। স্তূপটার ওপর দিয়ে ক্যানু চালানো অসুবিধে দেখে আমাদের একমাত্র আসকারিটাকে নেমে পড়তে বললাম। ভাল সাঁতারু সে, স্তূপটার নিচ দিয়ে ডুব মেরে গিয়ে সহজেই ধরতে পারবে রাজহাঁসটাকে। তাছাড়া, কুমীরের ভয় নেই এদিকে। আসকারিটাও বেশ মজা পেল এ খেলায়। ক্রমেই রাজহাঁসটার পিছে পিছে পাথুরে দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলল সে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল আসকারিটা। বলল, স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও লক্ষ্য করলাম, ক্যানুর দিকে আসার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে সে। জোরে দাঁড় বাইতে লাগলাম আমরা। কিন্তু তার চেয়েও জোরে ভেসে চলল সে পাথুরে দেয়ালটার দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল, খিলানের উপরিভাগের মত একটা জিনিস ভেসে উঠেছে জলপৃষ্ঠের হাতখানেক ওপরে। নিঃসন্দেহে ওটা একটা গুহার মাথা। তবে, জলরেখা নির্দেশ করছে, গুহাটা অধিকাংশ সময়েই তলিয়ে থাকে।

গুহাটার দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে আসকারিটা। দুরত্ব আর দশ ফ্যাদ্যামের বেশি হবে না, আমাদের কাছ থেকে বিশ ফ্যাদ্যাম। স্রোতের সাথে বীরের মত লড়ে চলেছে দেখে মনে আশা জাগল, হয়তো বাঁচানো যাবে ওকে। কিন্তু আচমকা এক তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। চোখের পলকে ঘূর্ণিজলে গিয়ে পড়ল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে। ঠিক সেই-সময়েই প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতে কে যেন চেপে ধরল ক্যানুটা, নিয়ে চলল পাথুরে দেয়ালের দিকে।

প্রাণপণে দাঁড় বাইতে শুরু করলাম আমরা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। তীরের মত ক্যানু ছুটে চলল গুহামুখের দিকে। সৌভাগ্যক্রমে, ওই ভয়ঙ্কর বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা ছিল আমার। 'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো সবাই!' চিৎকার ছেড়েই ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। মুখ গুঁজে দিলাম ক্যানুর তলে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই অনুসরণ করল আমাকে।

ঘর্ঘর করে কিছু ভাঙার মত শব্দ ভেসে এল। কানার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল পানি। ভাবলাম, এবার আর রক্ষা নেই। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। মাথা তোলার সাহস হলো না, কাত করতে অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ল, ওপর থেকে ঝুলে আছে শুধু পাথরের ঘন খিলান। এই আলোটাও কমে ছায়ার মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে এল, আর তারপর আমাদের গ্রাস করল নিকষ কালো অন্ধকার।

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ পড়ে রইলাম আমরা। মাথা তুললাম না, পাছে পাথরে ঘা লেগে মগজ বেরিয়ে যায়। কথা বলার চেষ্টা করে কোন লাভ হলো না, চাপা পড়ে গেল স্রোতের শব্দের নিচে। অবশ্য কথা বলার ইচ্ছেও ছিল না বললেই চলে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ও তাৎক্ষণিক মৃত্যুর আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। যে কোন মুহূর্তে ক্যানু ধাক্কা খেতে পারে গুহার দেয়ালে বা বড় কোন প্রস্তরখণ্ডের সাথে। তাছাড়া, ঘূর্ণিজলে ডুবে গিয়ে, এমনকি, বাতাসের অভাবেও হাঁসফাঁস করে মারা যেতে পারি আমরা।

ক্যানূর তলায় মুখ গুঁজে এসব মৃত্যুভাবনা ভাবছি, ওদিকে পানি ছুটে চলেছে কোন্ অজানার উদ্দেশে। কানে আসছে শুধু আলফোন্সের আতঙ্কিত চিৎকার, তা-ও খুব অস্পষ্ট। পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে লোপ পাইয়ে দিল বুদ্ধি। ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয় ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি।

দশ

স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে একসময় মনে হলো, শব্দটা অনেক কমে এসেছে। হয়তো গুহার এদিকটায় প্রতিধ্বনি বেরিয়ে যাবার রাস্তা বেশি রয়েছে। আলফোন্সের চিৎকার যেন অনেকটা স্তিমিত। ওকে একদম চুপ করানোর জন্যে একটা দাঁড় ঠেসে ধরলাম পাঁজরে। সাথে সাথে দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে।

ধীরে ধীরে, সাবধানে হাঁটুতে ভর করে উঠলাম আমি। হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম ওপরদিকে, কিন্তু হাতে কোন ছাদ ঠেকল না। এবার দাঁড়টা মাথার ওপর তুললাম, একই ফল হলো। ডানে-বাঁয়ে ঘোরালাম দাঁড়টা, কিন্তু পানি ছাড়া আর কিছুর স্পর্শ পেল না ওটা। হঠাৎ মনে পড়ল, ক্যানূতে একটা বুলস্ আই লণ্ঠন ও এক টিন তেল আছে। হাতড়ে হাতড়ে ওগুলো আর একটা দেয়াশলাই বের করলাম।

লণ্ঠনের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল আলফোন্সের আতঙ্কিত মুখ। আলো চোখে পড়তেই ভীষণ একটা চিৎকার ছাড়ল সে। অন্য তিনজনের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে ওপরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছে গুড। এত কাণ্ডের পরেও খুলে পড়েনি চোখের কাচটা। ক্যানূর ধারে মাথা রেখে, হাত বাড়িয়ে পানির গতি পরীক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন স্যার হেনরি।

আমস্লোপোগাসের ওপর আলো পড়তেই হাসি চাপা দায় হলো। ক্যানূর খাবার সামগ্রীর ভেতরে ছিল একটা ওয়াটার-বাকের বেশকিছু রোস্ট করা মাংস। বিপদের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই নিজেকে বেশ ক্ষুধার্ত মনে হয়েছে ওর। সুতরাং ইনকোসি-কাস দিয়ে বড় একটুকরো মাংস কেটে নিয়েছে সে। মজা করে সেই মাংসই খাচ্ছে এখন। সব বাদ দিয়ে খাবার কথাটাই মনে হয়েছিল কেন, পরে বলেছে সে। খাবারের চিন্তাটাই প্রথম এসেছিল মাথায়, কারণ– 'যেতে হবে

www.BanglaBook.org

অনেক দূর।'

সবাই মিলে ধমকালাম আলফোন্সকে। আর চেঁচালে পানিতে ফেলে দেয়া হবে শুনে ক্যানূর একপ্রান্তে গিয়ে গুটিসুটি মেরে চুপচাপ বসে রইল সে।

এরপর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। গুডের পরামর্শমত প্রথমেই দুটো দাঁড় পালের মত করে বাঁধা হলো ক্যানূর সামনে। এতে করে গুহার ছাদ হঠাৎ নিচু হয়ে গেলে সহজেই টের পাওয়া যাবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ একটা নদীতে এসে পড়েছি আমরা। অবশ্য আলফোন্সের কথামত এটা হ্রদের প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার 'প্রধান নালা'-ও হতে পারে। লণ্ঠনের আলোয় পরিষ্কার দেখা না গেলেও, স্রোতের ধাক্কায় ক্যানূ একবার এ প্রান্তে একবার ও প্রান্তে যাওয়ায় বোঝা গেল, নদীটা বেশ চওড়া। গুহার দুদিকের পাথুরে দেয়াল খিলানের মত হয়ে উঠে গেছে আমাদের মাথার পঁচিশ ফুট ওপরে। গুড বলল, স্রোতের গতি অন্তত আট নট। সৌভাগ্যক্রমে, স্রোতের তোড়টা মাঝখানেই বেশি। এখন প্রধান কর্তব্য হলো, লণ্ঠন ও একটা দণ্ড হাতে ক্যানূর সামনে কাউকে বসিয়ে দেয়া, যাতে গুহার দেয়ালে বা জেগে থাকা কোন পাথরে ধাক্কা খেতে গেলে ক্যানূটাকে অন্তত একবার বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়। ইতিমধ্যেই খেয়েছে বলে, কাজটার প্রথম পালা পড়ল আমস্ট্রোপোগাসের ওপর।

নিরাপত্তার দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে, দাঁড় হাতে আরেকজন বসবে ক্যানূর পেছনে। মাঝেমধ্যে দাঁড়ও বাইবে সে, আর, ক্যানূকে গুহার দেয়াল থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করবে।

এসব দিকে নজর দেয়ার পর খেতে বসলাম আমরা। খাবার পর কিছুটা শক্তি ফিরে পাওয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে একেবারে হতাশ হবার কিছু নেই। নিশ্চয় পাহাড়ের আরেকপাশে মুখ আছে এটার। সুতরাং অন্তত সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত বাঁচার চেষ্টা করা যাক। ওদিকে গুড শোনাল নানারকম হতাশার কথা। নদীটা নেমে যেতে পারে মাটির একেবারে গভীরে, কিংবা যেতে যেতে যদি দেখা যায়–শুকিয়ে গেছে, সে হবে আরেক বিপদ।

'বেশ, সবচেয়ে ভালটা আশা করে, সবচেয়ে খারাপের জন্যে তৈরি হওয়া যাক,' বললেন স্যার হেনরি, বিপদের সময়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে উৎফুল্ল থাকতে পারেন তিনি। 'একসাথে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি আমরা, আশাকরি, এবারেও পারব।'

উপদেশটা চমৎকার, আলফোন্স ছাড়া আমাদের সবার মনোবল বাড়াল। সে আতঙ্কে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমস্ট্রোপোগাস সামনে বসে আছে, গুড পেছনে, সুতরাং শুয়ে শুয়ে চিন্তা করা ছাড়া কোন কাজ নেই আমার ও স্যার হেনরির।

'অ্যালান,' নিজেকেই নিঃশব্দে শোনালাম আমি, 'তুমি তো রোমাঞ্চের সন্ধানে বেরিয়েছ। আর, পেয়েও গেছ তার দেখা। এখন ভয় পাওয়া কি তোমার সাজে? এখান থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করো। যদি ব্যর্থ হও, চোখের সামনেই দেখতে পাবে সে ব্যর্থতার কারণ। তবে, যদি সব কিছু শেষ হয়ে যায়; ভূগর্ভস্থ একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নদীর চেয়ে চমৎকার সমাধি আর কি হতে পারে!'

পরিস্থিতিটা প্রথমে খুব প্রভাব ফেলেছিল মনের ওপর। কারণ, আর মাত্র পাঁচ মিনিট আয়ু আছে—এ কথা জেনে গেলে পৃথিবীর কঠোরতম স্নায়ুর মানুষও বিচলিত হবে। তবে, মানুষের সহ্য হয় না, এমন জিনিস পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া, আমাদের এই উদ্বেগ স্বাভাবিক হলেও, সত্যি কথা বলতে কি—অযৌক্তিক। কারণ, সুরক্ষিত কোন বাড়ির জানালার নিচে দু'জন পুলিশ পাহারা রেখেও তো আমরা বলতে পারি না, পরমুহূর্তে কি ঘটবে। কবে মারা যাব, এ-ও জানি না আমরা। তাই, অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে কি লাভ?

দুপুর দুটোয় অন্ধকারের গহ্বরে রওনা দিয়েছিলাম আমরা। পাঁচঘণ্টা পর, সাতটায় পালা শেষ হলো গুড ও আমস্ট্রোপোগাসের। এবার সামনে বসলেন স্যার হেনরি, পেছনে আমি। ওরা দুজন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভালোয় ভালোয় কেটে গেল প্রথম তিনটে ঘণ্টা। ভেবে অবাক হলাম, এখানকার বাতাস এত সতেজ আছে কিভাবে। হ্রদের পানি নিশ্চয় যথেষ্ট বাতাস বয়ে আনে এই সুরঙ্গের ভেতর।

হাল ধরে তিনঘণ্টা বসে থাকার পর আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে সুরঙ্গের বাতাস। প্রথমে আমল দিইনি, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই গরম অনেকটা বেড়ে গেল। স্যার হেনরির কাছে জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কি তিনিও টের পেয়েছেন, নাকি এটা শুধুই আমার কল্পনা।

'টের পেয়েছি,' জবাব দিলেন তিনি, 'আমার তো মনে হচ্ছে, টার্কিশ বাথ নিচ্ছি।' এইসময়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে জেগে গেল অন্যান্যরা, গা থেকে টেনে নামাতে লাগল কাপড়। আমস্ট্রোপোগাসকে অবশ্য এসব ঝামেলায় যেতে হলো না। একটা মুচা ছাড়া ওর পরনে আর কিছু নেই।

গরম বাড়তে বাড়তে একসময় দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো, ঘেমে নেয়ে উঠলাম আমরা। কেটে গেল আরও আধঘণ্টা। এখন আমরা পুরোপুরি ন্যাংটো, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হচ্ছে না। সুরঙ্গটা যেন নরকের পাশের কোন ঘর। পানিতে একবার হাত দিয়েই প্রায় চিৎকার করে সরিয়ে নিলাম হাতটা; পানি ফুটছে। থার্মোমিটারে দেখলাম—১২৩° । পানির ওপর থেকে ঘন বাষ্পের একটা মেঘ উঠছে। আর্তনাদ করে আলফোন্স বলল, নরকের ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। স্যার হেনরি বললেন, ভূগর্ভস্থ কিছু লাভার পাশ দিয়ে যাচ্ছি আমরা। তাঁর কথাটা অনেকটা যুক্তিযুক্ত।

ঘাম বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল আমাদের, শরীরের ঘাম বুঝি শেষ হয়ে গেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা, কিন্তু ক্যানুটাও হয়ে উঠেছে গরম কয়লার মত।

এরকম কিছুক্ষণ চলার পর বাঁক নিল নদীটা। হঠাৎ বিস্মিত চিৎকার দিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি। তাকাতেই সুন্দর-ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রায় আধমাইল সামনে, নদীটার মাঝখান থেকে কিছুটা বাঁ দিকে, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল নব্বই ফুট মত চওড়া বিশাল একটা আগুনের থাম। পঞ্চাশ ফুট লাফিয়ে উঠে ছাদে আঘাত হানল থামটা। তারপর চল্লিশ ফুট ব্যাস নিয়ে নেমে এল

www.BanglaBook.org

অগ্নিরাশিগুলো পূর্ণ-প্রস্ফুটিত একটা গোলাপের পাপড়ির মত।

এখনও পাঁচশো গজ দূরে থাকা সত্ত্বেও দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠেছে গুহাটা। মাথার প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরের ছাদটা পরিষ্কার দেখা গেল, পানিতে ধুয়ে ঝকঝকে হয়ে আছে। কালো পাথরের মাঝে মাঝে লম্বা শিরার মত ফুলে আছে আকরিক। তবে, ওগুলো কি ধাতু, বুঝতে পারলাম না।

দ্রুত আমরা ছুটে চললাম আগুনের এই থামের দিকে।

'ক্যানূটাকে ডানে রাখুন, কোয়াটারমেইন–ডানে রাখুন,' চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি এবং মিনিটখানেক পরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। আলফোন্স ইতিমধ্যেই জ্ঞান হারিয়েছে। এবার হারাল গুড। মড়ার মত পড়ে রইল ওরা। বাকি শুধু আমি আর আমস্লোপোগাস। দেখতে দেখতে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে গেল ক্যানূ। হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ল বিশালদেহী জুলুটার মাথা। ফলে, এখন আমি একা। সম্পূর্ণ একা।

ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছি না। কড়াইয়ের মত তেতে উঠেছে পাথুরে ছাদ। ক্যানূর কাঠ প্রায় জ্বলছে। বাঁকতে শুরু করেছে মরা রাজহাঁসের পালক, ওই কুঁকড়ে গেল। তবু, হাল ছাড়লাম না আমি। এখন হাত-পা ছেড়ে দিলে আগুনের থামের তিন/চার গজের মধ্যে চলে যাবে ক্যানূটা, করুণ মৃত্যু বরণ করতে হবে আমাদের। ক্যানূটা যেন ওই জায়গাটাকে যতখানি দূর দিয়ে সম্ভব পাশ কাটাতে পারে, সেজন্যে দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে রইলাম দাঁড়টা।

কোটর থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে যাবে চোখদুটো, এখন পাতা বন্ধ করলেও দেখা যাচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মাথার ওপর নরক ভেঙে পড়ার মত গর্জন ছাড়ছে ওটা, চারপাশ ঘিরে টগবগ করে ফুটছে পানি। কেটে গেল আরও পাঁচটা সেকেন্ড।

জায়গাটা পেরিয়ে এলাম আমরা; গর্জনটা এখন পেছনে।

এবার আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফেরার পর মনে হলো, ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঝাপটা মারছে মুখে। অতি কষ্টে চোখ খুললাম। চারপাশ এখনও অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু দূরে, অনেকটা ওপরে যেন আলোর একটা আভাস পেলাম। ক্যানূটা আপন ইচ্ছেয় চলেছে ভাটির দিকে। ক্যানূর ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে ন্যাংটো দেহগুলো। 'ওরা কি মারা গেছে?' ভাবলাম আমি। 'ভয়ঙ্কর এই জায়গায় কি আমি একেবারেই একা?' আমি জানি না।

বুকটা ফেটে যেতে চাইছে তৃষ্ণায়। পানিতে হাত দিয়েই আবার চিৎকার ছেড়ে টেনে নিলাম হাত। উল্টোপিঠের প্রায় সব চামড়া উঠে গেছে। তাই, পানি এখানে বেশ ঠাণ্ডা হলেও জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে হাতে। কয়েক পাইন্ট পানি খেলাম ঢক ঢক করে, ছিটিয়ে দিলাম সারা গায়ে। শুষ্ক আবহাওয়ার পর ইটের দেয়াল যেমন বৃষ্টি শুষে নেয়, আমার শরীর তেমনি শুষে নিল পানি। কিন্তু পোড়া জায়গাগুলো খুবই যন্ত্রণা করছে। এবার পানি ছিটিয়ে দিতে লাগলাম সাথীদের গায়ে। ওদের নড়াচড়া দেখে আনন্দে নেচে উঠল মনটা। প্রথমে নড়ে উঠল আমস্লোপোগাস, তারপর অন্যান্যরা। আকণ্ঠ পানি খেলো ওরা। তারপর কাপড় গায়ে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম সবাই। ওই নরক থেকে বেরিয়ে এখানকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাতাসই যথেষ্ট ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।

কাপড় পরতে পরতেই ক্যানূর বাঁ দিকটায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল গুড। ফোসকার মত পড়েছে কাঠের ওপরে, পুড়েও গেছে কোথাও কোথাও। গুড বলল, শহুরে নৌকা হলে প্রত্যেকটা তক্তা আলাদা হয়ে যেত। পানি ঢুকে পড়ত ভেতরে। কিন্তু একটা মাত্র বড় গাছ কেটে তৈরি করা হয়েছে এই ক্যানূ। এর ধারগুলো প্রায় তিন ইঞ্চি এবং তলা চার ইঞ্চি পুরু। ওই অগ্নিশিখাটার কোন কারণ আর খুঁজে পাইনি আমরা। তবে, মনে হয়, নদীটার নিচে দূর আগ্নেয়গিরির সাথে সংযোগরক্ষাকারী কোন সুরঙ্গ পথ আছে। সেই পথেই বেরিয়ে এসেছে আগুনটা। সম্ভবত মেফিটিক গ্যাসের বিস্ফোরণজনিত কোন ব্যাপার।

কাপড় পরা হতেই প্রথমে পরীক্ষা করতে বসলাম, আসলে এখন আমরা আছি কোথায়। ওপরদিকে যে আলোটা চোখে পড়েছে, ওটা আসলে আকাশের। সুতরাং এখন আমরা আর ভূগর্ভে নেই। কিন্তু দু'পাশে অন্তত দু'হাজার ফুট খাঁড়া পাথুরে দেয়াল। ফলে, মাথার ওপর আকাশ থাকা সত্ত্বেও, দিনের বেলায় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করা ঘরের মত একটা অস্পষ্টতা। ধীরে ধীরে এত ওপরে উঠে গেছে দেয়াল যে, আকাশ যেন এখানে অন্ধকারের রাজ্যে ঝুলে থাকা একটা নীল সুতো। গাছ বা কোন লতার চিহ্ন নেই কোথাও। এখানে ওখানে ঝুলে আছে শুধু কিছু ধূসর লাইকেন, মৃতের থুতনি থেকে ঝুলে থাকা সাদা দাড়ির মত।

নদীটার ধারে সৈকতের মত একটা জায়গা। স্রোতের ক্রমাগত ধাক্কায় গোল হয়ে যাওয়া কিছু পাথরে তৈরি হয়েছে সৈকতটা। জোয়ারের সময় নিশ্চয় তলিয়ে যায় এই সৈকত বা জেগে থাকলেও, খুব কমই জেগে থাকে। সাত কি আট গজ হবে জায়গাটা। খানিক বিশ্রাম আর হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্যে এখানেই নামব বলে ঠিক করলাম আমরা। জায়গাটা খুবই খারাপ, তবু, অন্তত একঘণ্টা তো নদীর ওই ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে থাকা যাবে। তাছাড়া, জিনিসপত্র নতুন করে বাঁধাছাঁদা করা বা ক্যানূটার যত্নও নেয়া যাবে। সুতরাং, ওখানেই নেমে পড়লাম আমরা।

প্রথমে নামল গুড। বলল, 'উহ্, কি বিশ্রী জায়গা! কাউকে হতাশ করার জন্যে যথেষ্ট।' হেসে উঠল সে।

সাথে সাথে গুরুগম্ভীর একটা কণ্ঠে ধ্বনিত হলো–'যথেষ্ট–হাঃ হাঃ হাঃ'–'যথেষ্ট, হাঃ হাঃ হাঃ'। পাথরে পাথরে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিধ্বনি–'যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট'। টুকরো টুকরো শব্দ আর প্রচণ্ড হাসি আমাদের যেন পাগল করে তুলল। তারপর, যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে গেল একসময়।

'হুঁ,' শান্ত গলায় বলল আমস্লোপোগাস, 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শয়তানেরা থাকে এখানে। জায়গাটা ওদেরই উপযুক্ত।'

ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, এটা নিছক প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এরপর আমরা কথা বললাম ফিসফিস করে।

কিন্তু সে ফিসফিসও প্রতিধ্বনিত হলো। চারদিক থেকে ফিসফিসানি উঠে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে তা রূপান্তরিত হলো দীর্ঘশ্বাসে, তারপর থেমে গেল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ক্ষতস্থানগুলোর যত্ন নিলাম আমরা। ওদিকে তেল ফুরিয়ে আসছে লণ্ঠনের। জরুরী প্রয়োজনের জন্যে এটুকু রেখে দেয়া দরকার। তাই, একটা রাজহাঁসের ছাল ছাড়িয়ে সেটার বুকের চর্বি ব্যবহার করা হলো। বিকল্প হিসেবে চমৎকার কাজ দিল চর্বি। এবার মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে খেতে বসলাম সবাই।

প্রচণ্ড গরমে মাংস কিছুটা গলে গেলেও গোগ্রাসে খেয়ে চললাম। তারপর কি যেন একটা শব্দ পেয়ে তাকালাম পেছনদিকে। পাথরের ওপর বসে আছে বিরাট একটা কালো কাঁকড়া। চেহারাটা মিঠে পানির কাঁকড়ার মতই, কিন্তু আমার দেখা যে কোন কাঁকড়ার চেয়ে পাঁচ গুণ বড়। সাঁড়াশির মত নখগুলো কি বিরাট, বাইরে বেরিয়ে থাকা চোখগুলো যেন জ্বলছে। পাথর ও মাটির নিচের গর্ত থেকে, সম্ভবত খাবারের গন্ধেই, দলে দলে বেরিয়ে এসেছে কাঁকড়াগুলো। গুড এসব কিছুই খেয়াল করেনি। আচমকা একটা কাঁকড়া ওর পেছনদিকে এমন চিমটি কাটল যে, ত্রাহি চিৎকার ছেড়ে ওপরদিকে লাফিয়ে উঠল ও।

ঠিক এইসময় আরেকটা কাঁকড়া আলফোন্সের পায়ে চিমটি কেটে ঝুলে রইল। আলফোন্সের অবস্থা কি হলো, সহজেই অনুমেয়। আমস্লোপোগাস কুড়াল দিয়ে ভেঙে দিল একটা কাঁকড়ার খোলা। সাথে সাথে ভীষণ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ল কাঁকড়াটা, মুখ দিয়ে গড়াতে লাগল ফেনা। আর, সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে চারদিকের গর্ত থেকে উঁকি দিল শত শত কাঁকড়া। বাইরে যারা ছিল, তারা যেই দেখল, কাঁকড়াটা আহত হয়েছে–সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দেউলে লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পাওনাদারদের মত। টুকরো টুকরো করে ফেলল ওরা কাঁকড়াটাকে, তারপর লম্বা নখে চেপে ধরে খেতে লাগল টুকরোগুলো।

হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আমরা লড়তে লাগলাম দানবগুলোর বিরুদ্ধে। আহত হয়ে মুখ দিয়ে ফেনা ছাড়া, আর অন্য কাঁকড়াগুলোর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলা–এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে গা-মাথা গুলিয়ে উঠল। মাঝে মাঝে চিমটি খেয়ে আমাদেরও মাংস তুলে নেয়ার উপক্রম করল ওরা।

ঘৃণা উদ্রেককারী এই দৃশ্য একবার দেখলে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভোলা সম্ভব নয়।

'এখনই রওনা না দিলে কিন্তু আমাদের মাথা পর্যন্ত এখানে রেখে যেতে হবে,' বলল গুড। আমরাও আর দেরি করলাম না। ক্যানুটাকে ঠেলে কোনরকমে পানিতে নামিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। পেছনে তখনও চিৎকার করছে কাঁকড়াগুলো, ভীষণ দুর্গন্ধ ভেসে আসছে ওদের ফেনার। লড়াইয়ে আমরা যে পরাজিত হয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'এরাই হলো এখানকার শয়তান,' সমস্যা সমাধান করার ভঙ্গিতে বলল আমস্লোপোগাস। অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমি মনে মনে প্রায় সায় দিয়ে ফেললাম ওর কথায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন কি করতে হবে?' ভাবলেশশূন্য কণ্ঠে জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

'সম্ভবত ভেসে যেতে হবে,' জবাব দিলাম আমি। এবং সত্যিই ভেসে চলল ক্যানু। কখন দিন পেরিয়ে নামল রাত, বোঝা গেল না। অবশেষে একটা মাত্র তারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল গুড। হাতে কিছু কাজ নেই বলে তারাটাকেই লক্ষ করতে লাগলাম আমরা অসীম কৌতূহলে। একসময় সেই তারাও দৃষ্টির আড়াল হয়ে নেমে এল নিকষ অন্ধকার, সেই সাথে কানে এল পরিচিত একটা ঝিরঝির শব্দ।

'আবার সুরঙ্গে,' লণ্ঠনটা তুলে ধরে গুঙিয়ে উঠলাম আমি। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, লণ্ঠনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছাদ। আবার শুরু হলো বিপদ ও আতঙ্কের সুদীর্ঘ আরেকটা রাত।

ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। তখন রাত প্রায় তিনটে। ক্যানূর সামনে দণ্ড হাতে আমস্লোপোগাস, পেছনে আমি। পরিশ্রান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন স্যার হেনরি, গুড ও আলফোন্স। হঠাৎ বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল আমস্লোপোগাসের গলা দিয়ে, পরমুহূর্তেই যেন আলাদা হয়ে গেল দুটো ডাল। বুঝতে পারলাম, ঝুলে থাকা ঝোপ আর লতার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের ক্যানূ। একটু পরই ঠাণ্ডা, তাজা একটা বাতাস ঝাপটা মারল মুখে। অনুভব করলাম, সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার পানির ওপর ভাসছি। বুক ভরে টেনে নিলাম মিষ্টি নৈশবায়ু। তারপর যথাসম্ভব ধৈর্যের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম ভোরের।

এগারো

একঘণ্টা কি তারও বেশি ঠায় বসে রইলাম। আমস্লোপোগাসও ঘুমোতে গেল। অবশেষে ধূসর হয়ে এল পুবাকাশ। পানির ওপর থেকে বাষ্প উঠছে সূর্যকে অভিবাদন জানাতে। ধূসর ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হলো ফিকে হলুদে, সে হলুদ আবার পথ ছেড়ে দিল লালকে। দেখতে দেখতে খুলে গেল স্বর্ণদ্বার, দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রবেশ করল সূর্য। লক্ষ লক্ষ আলোক বর্শা তাড়িয়ে দিল রাতের শেষবিন্দুটুকু। জন্ম নিল নতুন দিন।

নদীর ওপরের ভারী কুয়াশা বিলীন হয়ে গেল সূর্যালোকে। দেখলাম, স্বচ্ছ নীল পানির ওপর ভাসছে আমাদের ক্যানূ। তীরের চিহ্ন চোখে পড়ল না। আট কি দশ মাইল দূরে হ্রদের প্রান্ত ঘিরে মাথা উঁচিয়ে আছে খাড়া পাহাড়। সন্দেহ নেই, এই পাহাড়ের ভেতরের কোন পথেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ভূগর্ভস্থ নদীটা। এবার ঘুম ভাঙল আমস্লোপোগাসের। পানির ওপরে কি যেন একটা দেখিয়ে দিল সে।

জিনিসটা সাদা। ক্যানূটা কাছে নিয়ে যেতে দেখা গেল, উপুড় হয়ে ভাসছে একটা মানুষের দেহ। এত সুন্দর সকালের পক্ষে খুবই খারাপ একটা দৃশ্য। কিন্তু আমস্লোপোগাস বৈঠা দিয়ে দেহটা উল্টে দিতে দৃশ্যটা হয়ে গেল আরও

www.BanglaBook.org

খারাপ। লাশটা আমাদের সেই আসকারিটার। দু'দিন আগে ওকে পিছে ফেলে এসেছি আমরা, অথচ ঠিকই চলে এসেছে স্রোতের টানে। নিশ্চয় আগুনের থামটার স্পর্শ লেগেছিল দেহে। একটা হাত কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, পুড়ে গেছে সমস্ত চুল। মরার পূর্বমুহূর্তে যে ভীতির ছাপ পড়েছিল চেহারায়, এখনও তা ফুটে আছে স্পষ্ট।

আমার আতঙ্ক মুছে দেয়ার জন্যেই যেন ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করল লাশটা। পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে যেন অবসর নিতে যাচ্ছে। আসলে, উল্টে দিতেই হয়তো বেরিয়ে গেছে শরীরের গ্যাস। স্বচ্ছ পানিতে ফ্যাদ্যামের পর ফ্যাদ্যামে লাশটার নেমে যাওয়া পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমরা। শেষমেষ একেবারে তলায় গিয়ে থেমে গেল লাশটা। লম্বা সারি ধরে উঠে এল উজ্জ্বল বুদ্বুদ। খুব গম্ভীর মুখে লাশটার নেমে যাওয়া দেখল আমস্লোপোগাস।

'ও আমাদের পিছু নিয়েছিল কেন?' জানতে চাইল সে। 'লক্ষণটা শুভ নয়, মাকুমাজন।' হেসে উঠল সে।

রাগতচোখে তাকালাম ওর দিকে, এইধরনের অস্বস্তিকর কথা শুনতে ভাল লাগে না। এসব কথা যারা ভাবে, তাদের উচিত কথাগুলোকে অন্তরেই রেখে দেয়া।

এইসময় ধীরে ধীরে জাগতে লাগল অন্যান্যরা। নিজেদের খোলা আকাশের নিচে আবিষ্কার করে খুব খুশি হলো তারা। তারপর আবার দেখা দিল সেই চিরাচরিত প্রশ্ন–কি করা হবে এখন। প্রথমে মিটাতে হবে খিদে। খাবার বলতে তো আছে আর কয়েকটুকরো শুকনো মাংস। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, যেতে হবে তীরে। কিন্তু যাব কি করে? খাড়া পাহাড়গুলো ছাড়া তো আর কিছু চোখে পড়ছে না। যাই হোক, আমাদের বাঁ দিকে জলচর পাখিদের ক্রমাগত ওড়াওড়ি দেখে আন্দাজ করা হলো, নিশ্চয় ওরা তীরের কোথাও খাবার খেয়ে দিনটা কাটাতে যাচ্ছে হ্রদে। সুতরাং ওরা যেদিক থেকে উড়ে আসছে, সেদিকেই ঘুরিয়ে দেয়া হলো ক্যানূর মাথা। ইতিমধ্যে বাতাস ওঠায় কম্বলের পাল খাটালাম আমরা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম অবশিষ্ট মাংসগুলোর ওপর। পরে হ্রদের টলটলে পানিতে গোসল সেরে, পাইপ ধরিয়ে বসে ভাবলাম, দেখা যাক, এবার কি ঘটে।

ঘণ্টাখানেক ধরে এগিয়ে চলেছে ক্যানূ। দূরবীন দিয়ে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করছে গুড। হঠাৎ উল্লসিত চিৎকার দিয়ে বলল, মাটির দেখা পেয়েছে সে। পানির রঙ বদলে যেরকম হচ্ছে, তাতে মনে হয়, কোন নদীর উৎসমুখের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। এইসময় আমাদের চোখে পড়ল, বিরাট একটা সোনালি গম্বুজ। আবার কথা বলে উঠল গুড, অদ্ভুত একটা দৃশ্য ধরা পড়েছে দূরবীনে। ছোট্ট একটা পালতোলা নৌকা এগিয়ে আসছে এদিকেই।

খানিক পরে খালি চোখেই দেখা গেল নৌকাটা। বেশ একটু অবাক হলাম আমরা। এখানকার অধিবাসীরা পাল তোলার কৌশল জানে। অর্থাৎ, সভ্যতার পরশ কিছুটা হলেও পেয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার বোঝা গেল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নৌকাটায় যে বা যারা আছে, দেখতে পেয়েছে আমাদের। একটু ইতস্তত করল নৌকাটা, তারপরই দ্রুত এগিয়ে এল। একশো গজের মধ্যে আসতে দেখলাম, ওটা ক্যানূর মত নয়, অনেকটা ইউরোপীয় ধাঁচের। আকৃতির পক্ষে পালটা যেন বেশি বড়। কিন্তু নৌকার চেয়ে তার আরোহীদের দেখে বেশ অবাক হলাম আমরা। একজন পুরুষ ও একজন নারী—দুজনেরই গায়ের রঙ প্রায় আমাদের মত সাদা!

অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা, যেন কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। কিন্তু সন্দেহেরও তো কোন অবকাশ নেই। ওদের সাদা রঙটা অবশ্য খুব একটা সুন্দর নয়, অনেকটা স্প্যানিয়ার্ড বা ইতালীয়দের মত। তাহলে এতদিন ধরে যা শুনেছি, তা সত্য। গুজব নয়। শুধু তাই নয়, শ্বেতাঙ্গ সেই জাতিকে আমরা আবিষ্কারও করেছি এইমাত্র। আনন্দের আতিশয্যে পরস্পর হ্যান্ডশেক করতে লাগলাম আমরা। গুজবের সেই শ্বেতাঙ্গ মানুষ এখন একেবারে চোখের সামনে!

পুরুষটির স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, কালো, সোজা চুল, মুখমণ্ডল বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে বাদামী কাপড়ের হাতাছাড়া ফ্ল্যানেলের শার্টের মত একটা পোশাক ও একটা কিল্‌ট্। ডানহাতে ও বাঁ পায়ে হলুদ ধাতব বালা। আমার মনে হলো—সোনা। মেয়েটির মুখ বেশ মিষ্টি, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো বাদামী চুল। পরনে হাঁটু ঝুলের একটা অন্তর্বাস, তার ওপরে চারফুট চওড়া, পনেরোফুট লম্বা একটা ফালি কাপড়। শরীরের চারপাশে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে শেষ হয়েছে কাপড়টা। সামনের অংশটুকু রঙিন। পরে জেনেছিলাম এই নীল, লাল বা অন্যান্য রঙ পরিধানকারিণীর সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে। ডান বাহু ও স্তন খোলা বললেই চলে। পোশাকটা বেশ শোভন, বিশেষ করে, এই এখনকার মত পোশাকের অধিকারিণী যদি হয় যুবতী ও সুন্দরী। এসব দেখার একটা বিশেষ চোখ আছে গুডের, হাঁ করে চেয়ে রইল সে। আমিও। পোশাকটা খুবই সাধারণ, কিন্তু খুবই কার্যকর।

তো, আমরা ওদের দেখে যতটা অবাক হলাম, ওরা অবাক হলো তারচেয়ে বেশি। পুরুষটি অবশ্য বেশ ভয়ও পেয়েছে। তাই, প্রথমে কাছে না এসে আমাদের ক্যানূটার চারপাশে চক্কর মারল কিছুক্ষণ। অবশেষে নৌকাটাকে কাছে এনে কথা বলল। ভাষাটা বেশ নরম হলেও তার একবর্ণও আমরা বুঝলাম না। ফলে, একে একে ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, জার্মান, জুলু, ডাচ, কুকুয়ানা, এমনকি আদিবাসীদের কিছু আঞ্চলিক ভাষা বলে গেলাম আমরা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। বোঝার পরিবর্তে বরং আরও হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। মেয়েটি কিন্তু একদৃষ্টে দেখছিল আমাদের, আর, আই-গ্লাসের ভেতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে গুডও যথাসম্ভব জবাব দিচ্ছিল এই সৌজন্যের। মেয়েটির ভাবসাবে মনে হচ্ছিল, সব বাদ দিয়ে ওর চোখের কাচটাই যেন তার পছন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

আমাদের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে নৌকা ঘুরিয়ে তীরের দিকে রওনা দিল ছেলেটি। নৌকাটা যখন আমাদের ক্যানূ অতিক্রম করছে, তখন হঠাৎ এক কাণ্ড

www.BanglaBook.org

করে বসল গুড। চট করে মেয়েটির সামনে বাড়িয়ে দিল একটা হাত। আমরা ভাবলাম, রেগে যাবে মেয়েটি। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। গুডের হাতে চুমু খেলো সে। এবং এই সৌজন্য ফেরত দিতে একমুহূর্তও দেরি করল না গুড।

'যাক্!' বললাম আমি। 'এখানকার মানুষ বোঝে, এরকম অন্তত একটা ভাষা খুঁজে পাওয়া গেল।'

'হুঁ,' বললেন স্যার হেনরি, 'যে ভাষায় কথা বললে গুডের চেয়ে ভাল দোভাষী আর পাওয়া যাবে না।'

গুডের এসব ছেলেমানুষি আমার ভাল লাগে না। তাই, আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দিলাম। বললাম, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দলবল নিয়ে ফিরে আসবে ছেলেটা। সুতরাং, ওদের কিভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে, সে ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।'

'অর্থাৎ, ওরা কিভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে, এই তো?' বললেন স্যার হেনরি।

কোন কথা বলল না গুড, মালপত্রের নিচে থেকে টেনে বের করল চৌকোনা একটা টিনের বাক্স। অভিযানের শুরু থেকেই বাক্সটা ওর সাথে আছে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞেস করেও জানতে পারিনি, ওটার ভেতরে আসলে আছে কি। রহস্যময় ভঙ্গিতে শুধু জবাব দিয়েছে, বাক্সটা একদিন খুব কাজ দেবে।

'কি করতে চাও তুমি, গুড?' জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

'পোশাক পরতে। আপনি কি চান, নতুন একটা দেশে আমি এইভাবে হাজির হই?' নিজের ধুলো মেখে জীর্ণ হওয়া জামাকাপড়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

কোন জবাব না দিয়ে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করতে লাগলাম আমরা। আলফোন্সকে দিয়ে চুল ও দাড়ি ছাঁটিয়ে নিল সে। হাতের কাছে গরম পানি ও সাবান পেলে বোধ হয় শেভই করে ফেলত দাড়িটা। এরপর সে বলল, আমাদের সবার গোসল করা উচিত।

হ্রদে সাঁতার কেটে ফিরে এলাম আমরা, রোদে বসে গা শুকোতে লাগলাম। অবাক চোখে আমাদের এসব 'কাণ্ড' দেখতে লাগল আলফোন্স ও আমস্লোপোগাস। এবার বাক্স খুলে ঝকঝকে একটা সাদা শার্ট বের করে আনল সে। তারপর একেকটা কাগজের ভাঁজ খুলে বের করে আনতে লাগল একেকটা পোশাক। শেষমেষ দেখা গেল, ওটা রয়্যাল নেভির কম্যান্ডারদের পোশাক–এমনকি তরবারি, কানা ওলটানো হ্যাট, আয়নার মত ঝকমকে চামড়ার বুট, কিছুই বাদ যায়নি। ঢোক গিললাম আমরা।

'এই পোশাক পরবে নাকি তুমি?' সমস্বরে বলে উঠলাম আমরা।

'নিশ্চয়,' শান্তভাবে জবাব দিল সে; 'প্রথম দর্শনের ওপর অনেককিছু নির্ভর করে, বুঝলে? বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে অন্তত একজনের ভাল পোশাক পরা দরকার।'

মুখে কথা জোগাল না আমাদের। কোনমতে শুধু বলতে পারলাম, পোশাকের নিচে বর্মটা পরে নেয়া উচিত। কোটের ভাঁজ ভেঙে যাবে, প্রথমে এই যুক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখালেও, পরে নিরাপত্তার খাতিরে বর্ম পরতে রাজি হলো সে। অবশেষে পূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে, বুকে মেডেল ঝুলিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল গুড।

বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারল না আমস্লোপোগাস। 'ওহ্, বুগোয়ান!' বলল সে, 'এতদিন তোমাকে ভেবেছি বেঁটে, গাভিন গাইয়ের মত মোটা একটা বিশ্রী লোক। কিন্তু এখন তোমাকে নীল পাখির মত দেখাচ্ছে।'

স্থূলতার এরকম উদাহরণ পছন্দ না হলেও প্রশংসাটুকু পছন্দ হলো গুডের। ওদিকে আলফোন্স মহাখুশি।

'আহ্! মঁশিয়েকে যোদ্ধার মত দেখাচ্ছে। তীরে নামার পর মেয়েরাও তাই বলবে।'

গুডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাদেরও ইচ্ছে হলো ওর মত হবার। কিন্তু শিকারের সুট ছাড়া আর তো কিছু নেই আমাদের। ওগুলোই চাপালাম বর্মের ওপর। আমাকে অবশ্য পৃথিবীর সেরা পোশাকেও মানাবে না; কিন্তু টুইডের সুট, গেইট্যার আর বুট পরে স্যার হেনরিকে চমৎকার দেখাচ্ছে। লম্বা গোঁফে তা দিয়ে প্রান্তগুলো আরও বাঁকা করে তুলল আলফোন্স। ওদিকে লণ্ঠনের তেলে একটুকরো দড়ি চুবিয়ে, সেই দড়ি দিয়ে ঘষে ঘষে মাথার বালাটা গুডের বুটের মত চকচকে করে তুলল আমস্লোপোগাস। তারপর বর্মের ওপর মুচা পরে, কিছুটা পরিষ্কার করে নিল ইনকোসি-কাস-ব্যস।

ইতিমধ্যে বেশ এগিয়েছে আমাদের ক্যানু। হঠাৎ দেখি, এদিকেই এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকটা বড় নৌকা। অধিকাংশই পাল তোলা, কিন্তু একটাতে দেখা গেল চব্বিশটা দাঁড়। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে যদ্দূর মনে হলো, নৌকাটা সরকারী। নাবিকদের সবাই একরকম পোশাক পরে আছে। সামনের আধা-ডেক মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শ্রদ্ধেয় চেহারার একজন বুড়োমানুষ, সাদা দাড়িগুলো উড়ছে, কোমরে বাঁধা একটা তরবারি। কোন সন্দেহ নেই, সে-ই নৌকাটার কম্যান্ডার। অন্য নৌকাগুলোতে উঠেছে স্রেফ কৌতূহলীরা, এগিয়ে আসছে যথাসম্ভব দ্রুত দাঁড় বেয়ে।

'এখন,' বললাম আমি, 'কি মনে হচ্ছে? ওরা কি ভাল ব্যবহার করবে, নাকি শেষ করে দেবে আমাদের?'

কেউ জবাব দিল না।

হঠাৎ শ'দুয়েক গজ দূরে একপাল জলহস্তীর ওপর নজর পড়ল গুডের। ও পরামর্শ দিল, কয়েকটা জলহস্তী মেরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা ধারণা দিলে মন্দ হয় না। আমরা সায় দিলাম ওর কথায়। বের করা হলো আট বোর রাইফেলগুলো। সহজেই জলহস্তীগুলোর কাছে চলে গেলাম আমরা। বিশাল প্রাণীগুলো ভুস করে ডুবে যাচ্ছিল, আবার ভেসে উঠছিল কয়েকগজ দূরে গিয়েই। একটা বড় মদ্দা, একটা মাদি আর দুটো বড় বাচ্চা। নৌকাগুলো যখন আর পাঁচশো গজ মত দূরে, প্রথম গুলিটা করলেন স্যার হেনরি। দু'চোখের মাঝখানে ভারী বুলেটের ধাক্কা খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেল বড় দু'বাচ্চার একটা। পেছনে রক্তের লম্বা একটা ধারা রেখে ডুবে গেল সেটা। এবার একসাথে গুলি

www.BanglaBook.org

করলাম আমি ও গুড। আমি মাদি, গুড মদ্দাটাকে। আমার গুলিটা লাগল, কিন্তু তেমন মারাত্মক হলো না। ভীষণভাবে পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল জলহস্তী, আবার ভেসে উঠল কয়েক গজ দূরে। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে, সেইসময় ঝেড়ে দিলাম বাঁ নলটা। এবার শেষ। শিকারী হিসেবে গুড জঘন্য। ওর গুলি জলহস্তীটার মুখের একটা পাশ ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় গুলিটা করেই তাকালাম নৌকাগুলোর দিকে। পরিষ্কার বোঝা গেল, ওরা আগ্নেয়াস্ত্রে অভ্যস্ত নয়। ভয়ে চিৎকার ছেড়ে নৌকা ঘুরিয়ে নিল অনেকে। এমনকি, বুড়ো লোকটাও হতভম্ব হয়ে নৌকা থামাল। তবে, ওদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার উপায় নেই আমাদের। আবার ভেসে উঠেছে মদ্দা জলহস্তীটা, রেগে কাঁই হয়ে আছে গুলি খেয়ে। চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে গনগনে চোখে। একসাথে সবাই গুলি করলাম আমরা, বিশ্রীভাবে আহত হয়ে ডুবে গেল জলহস্তীটা।

ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে আবার কৌতূহলী হয়ে উঠল ওরা। নৌকা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। প্রথম দেখা সেই ছেলে আর মেয়েটিকেও দেখা গেল একটা নৌকায়। হঠাৎ ওদের দশগজের মধ্যে ভেসে উঠল আহত জলহস্তীটা, ভীষণ রেগে হাঁ মেলে ছুটে গেল নৌকাটার দিকে। চিৎকার দিয়ে উঠল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি নৌকা সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল ছেলেটি, কিন্তু পারল না। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওটার লাল চোয়াল আর ঝকঝকে দাঁত। এক কামড়ে নৌকার বিরাট একটা অংশ ভেঙে ফেলল সে, ডুবতে শুরু করল নৌকাটা।

পানিতে পড়ে স্রোতের সাথে লড়তে লাগল ওরা। কিন্তু আমরা কিছু করার আগেই প্রকাণ্ড হাঁ মেলে জানোয়ারটা তেড়ে গেল মেয়েটির দিকে। ভয়ঙ্কর চোয়ালদুটো জোড়া লাগতে যাচ্ছে, এমনসময় আমি গুলি করলাম ওটার মুখগহ্বরের মধ্যে। গড়াতে শুরু করল জলহস্তীটা, নাক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। সামলে ওঠার আগেই আমার অন্য নলের গুলিটা কণ্ঠনালীর পাশে লেগে চিরতরে ঠাণ্ডা করে দিল ওকে। তৎক্ষণাৎ ডুবে গেল বিশাল দেহটা। এবার আমরা ছুটলাম মেয়েটিকে উদ্ধার করতে, লোকটি ইতিমধ্যেই সাঁতরে গিয়ে উঠেছে আরেকটা নৌকায়। চারপাশ ঘিরে থাকা মানুষগুলোর চেঁচামেচির মধ্যে মেয়েটিকে আমরা টেনে তুললাম ক্যানুতে। আতঙ্কে একেবারে সিটিয়ে গেছে মেয়েটি, কিন্তু আহত হয়নি।

নৌকাগুলোর আরোহীদের উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলাবলি করতে দেখে বোঝা গেল, পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। ওদের সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষেও যেতে পারে ভেবে, আর একমুহূর্তও দেরি না করে আমরাই এগিয়ে চললাম ওদের দিকে। ক্যানুর সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানাতে লাগল গুড, মুখে লেগে আছে শান্ত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত একটা হাসি। বেশির ভাগ নৌকাই পিছিয়ে গেল, দু একটা রয়ে গেল সাহস করে। ওদিকে, এগিয়ে এল বড় নৌকাটা। দেখলাম, আমাদের-বিশেষ করে, গুড ও

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাসের দিকে চেয়ে কম্যান্ডারের মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়মেশানো সম্ভ্রম। প্রথম যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তার মতই পোশাক এর, শুধু রঙটা বাদামীর বদলে ঝকঝকে সাদা, তাতে লাল পাড়। কিল্‌ট্‌ ও হাত পায়ের সোনার বালা দুটো একইরকম। দাঁড়-টানা লোকগুলোর পরনে শুধু কিল্‌ট্‌, কোমরের ওপর থেকে শরীরটা নগ্ন।

হ্যাট খুলে, মাথা ঝুঁকিয়ে নিখুঁত ইংরেজীতে কুশল জিজ্ঞাসা করল গুড। জবাবে ডানহাতের প্রথম দুটো আঙুল তুলে ঠোঁটের ওপর আড়াআড়ি কিছুক্ষণ ধরে রইল বৃদ্ধ। এটাই বুঝি এখানকার অভিবাদনের রীতি। এরপর নরম গলায় মন্তব্য করার ভঙ্গিতে কি যেন বলল সে। কাঁধ-মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তার কথা আমরা বুঝতে পারছি না। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব খিদে পেয়েছিল আমার। মুখ হাঁ করে ভেতরটা দেখিয়ে, পেট ঘষতে শুরু করলাম। এই ইঙ্গিত সহজেই বুঝতে পারল বৃদ্ধ। দ্রুত ওপর নিচে মাথা নাড়তে নাড়তে বন্দরের দিকটা দেখিয়ে দিল সে। দাঁড়ীদের একজন পাকানো একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। ইঙ্গিতে ক্যানূটাকে বাঁধতে বলল ওদের নৌকার সাথে। কাজটা করার পর বড় নৌকাটার পিছে পিছে দ্রুত ছুটে চলল ক্যানূ। অন্য নৌকাগুলোও রওনা দিল বন্দর অভিমুখে।

মিনিট বিশেকের মধ্যে বন্দরের প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। অনেক লোক এখানে জড়ো হয়েছে আমাদের দেখতে। সবার গায়ের রঙ প্রায় একরকম, তবে, কারও কারও চেহারা অন্যের চেয়ে ভাল। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই ফরসা। নদীটা একটু বেঁকে গেছে এখানে। নৌকা বাঁক নিতেই অস্ফুট আনন্দধ্বনি বেরিয়ে এল আমাদের মুখ থেকে।

তীর থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে খাড়া দু'শো ফুট উঠে গেছে একটা গ্র্যানিটের দেয়াল। দেয়ালটার পাশেই বর্গক্ষেত্রের তিনটে বাহুর মত বিশাল একটা গ্র্যানিটের দালান, ব্যাট্‌ল্‌ম্যান্‌টের মত ছোট একটা দরজা ছাড়া চতুর্থ বাহুটা প্রায় ফাঁকা। প্রাসাদটার পেছন থেকেই ক্রমাগত ওপরদিকে উঠে গেছে শহরটা। ঝলমলে সাদা মার্বেলের একটা দালান দেখা যাচ্ছে সেখানে। আর, সবকিছুর ওপরে মাথা উঁচিয়ে আছে সেই সোনালি গম্বুজটা।

ওই দালানটা ছাড়া শহরের বাকি সব বাড়ি লাল গ্র্যানিটের। সবই বাড়িই একতলা, চারপাশে ঘিরে আছে বাগান। প্রাসাদটার পেছন থেকে অত্যন্ত চওড়া একটা রাস্তা মাইল দেড়েক উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে ঝলমলে দালানটা ঘিরে থাকা ফাঁকা জায়গায়।

এবার আমাদের সামনেই দেখতে পেলাম মিলোসিস শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ–সিঁড়ি। সে কি সিঁড়ি! দু'পাশে স্তম্ভশ্রেণী, একপাশ থেকে আরেক পাশের দূরত্ব পঁয়ষট্টি ফুট। দু'সারি সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরদিকে। একেকটা সারিতে আট ইঞ্চি উঁচু, একগজ চওড়া একশো পঁচিশটা করে ধাপ। ষাট ফুট লম্বা একটা চত্বর সংযোগ রক্ষা করছে সারি দুটোর মধ্যে। বিশাল একটা গ্র্যানিটের খিলানের ওপর ভর দিয়ে আছে সিঁড়িটা। খিলানের নিচেই চত্বরটা থাকায় দেখাচ্ছে ঠিক মুকুটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মত। এই খিলানের পাশ থেকেই উঠে গেছে আরেকটা ঝুলন্ত-খিলান। এমনটা আর কোথাও দেখিনি। একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তের দূরত্ব হবে তিনশো ফুট, খিলানের বক্রতা পাঁচশো ফুট।

এরকম একটা সিঁড়ি তৈরি করতে পারলে পৃথিবীর যে কোন মানুষ গর্ববোধ করবে। পরে আমরা জানতে পারি, তৈরি করতে গিয়ে চারবার ব্যর্থ হয় সিঁড়ির কারিগরেরা। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় তিনশো বছর থাকার পর অবশেষে এসে হাজির হয় যুবক একজন এঞ্জিনিয়ার–র‍্যাডেমাস। সিঁড়িটা শেষ করার ব্যাপারে জীবন বাজি ধরে সে। কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলে সে পাবে রাজকন্যা। আর, যদি না পারে, সিঁড়িটা যে পর্যন্ত উঠেছে, সেখান থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে নিচে। কাজ শেষ করার জন্যে তাকে সময় দেয়া হলো পাঁচবছর, সেইসাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তিনবার খিলান গড়ল সে, তিনবারই ভেঙে পড়ল। চতুর্থবারেও যখন সে টের পেল, পতন অবশ্যম্ভাবী, ঠিক করল, পরদিন ভোরেই বিসর্জন দেবে জীবন।

কিন্তু রাতে অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ের স্বপ্ন দেখল সে। মেয়েটি এসে তার কপালে হাত রাখল। আর, সাথেসাথেই সে যেন বুঝতে পারল, কোন্ কৌশলে শেষ করতে হবে কাজটা। সুতরাং পরদিন সকাল থেকে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করল সে। এবারে সম্পূর্ণ হলো সিঁড়ি। এবং তার মেয়াদী পাঁচবছরের সর্বশেষ দিনটিতে রাজকন্যাকে নিয়ে ওই সিঁড়ি বেয়ে সে প্রাসাদে গিয়ে উঠল।

অদ্ভুত এই স্মৃতিটা ধরে রাখতে স্বপ্নের অনুকরণে মূর্তি গড়ালেন তিনি। মূর্তিতে দেখা যায়, শুয়ে আছে একজন পুরুষ, আর তার কপাল ছুঁয়ে আছে অনিন্দ্যসুন্দরী এক নারী। প্রাসাদের বড় হলঘরে রাখা হয় এই মূর্তি। আজপর্যন্ত সেখানেই আছে সেটা।

তো, রাজকন্যার উত্তরাধিকার সূত্রে সে-ই একদিন রাজা হলো। আর, তারাই স্থাপন করল জু-ভেন্‌ডি বংশ।

বারো

নৌকা গিয়ে থামল সিঁড়িটার প্রায় গোড়ায়। নিজে নেমে আমাদেরও নামতে বলল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। আমরা সবাই নামলে আরেকবার ঠোঁটে আঙুল রেখে অভিবাদন জানাল সে। তারপর আমাদের পিছু নিয়েছিল যে জন্তুটা চলে যেতে বলল তাদের। সবশেষে ক্যানু থেকে নামল সেই মেয়েটি। চুমু খেলো আমার হাতে, হয়তো প্রাণ রক্ষা করার সৌজন্যস্বরূপ। আমার পর গুডের হাতে চুমু খাবার জন্যে যাচ্ছে, এমনসময় তাকে নিয়ে গেল সেই ছেলেটি।

দাঁড়ীদের অনেকে আমাদের মালপত্রগুলো নিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এমন একটা ইঙ্গিত করল, যার অর্থ হয়–ভয় নেই, মাল হারাবে না। এবার সে পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এল ছোট একটা বাড়িতে। ওটা আসলে

www.BanglaBook.org

একটা সরাইখানা। কাঠের টেবিল ও বেঞ্চ পাতা একটা ঘরে ঢুকলাম। আমাদের বেঞ্চে বসে পড়তে ইশারা করল সে। দ্বিতীয় ইশারার অপেক্ষায় আর রইলাম না আমরা, ঝাঁপিয়ে পড়লাম টেবিলে সাজানো খাবারগুলোর ওপর। কাঠের বড় থালায় সাজানো রয়েছে কি এক জাতের সুগন্ধী পাতায় মোড়ানো ছাগলের ঠাণ্ডা মাংস, লেটুসের মত সবজি, বাদামী পাউরুটি। মশক থেকে শিংয়ের তৈরি মগে ঢেলে দেয়া হলো রেড ওয়াইন। বেশ সুন্দর ওয়াইনটা, কিছুটা ব্যারগনডির মত।

বিশ মিনিট পর যখন ওখান থেকে উঠলাম, মনে হলো, নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। আমাদের খাবার পরিবেশন করল সুন্দরী দুটো মেয়ে। এদের পোশাকও আগে দেখা মেয়েগুলোর মতই। আসলে, এটাই এখানকার জাতীয় পোশাক। তবে, পেটিকোটের পার্থক্য এদের বর্তমান অবস্থা নির্দেশ করে। যেমন, পেটিকোটটা ধবধবে সাদা হলে বুঝতে হবে, মেয়েটি কুমারী; যদি পেটিকোটের সাদা রঙের প্রান্ত ঘেঁষে সোজা লাল ডোরা থাকে, তাহলে কারও প্রথমা স্ত্রী, বাঁকা লাল ডোরা থাকলে দ্বিতীয়া বা অন্যান্য স্ত্রীদের একজন। আর, কালো ডোরা থাকলে–বিধবা।

কোমরের ওপরের টোগার রঙেরও পার্থক্য আছে। সামাজিক মর্যাদা অনুসারে সেগুলোর রঙ ধবধবে সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। পুরুষদের শার্ট বা টিউনিকেও এমনি রঙের বিভিন্নতা আছে। তবে, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে একটা জিনিস পরা বোধ হয় জাতীয় প্রতীক। ডানবাহুর কনুইয়ের ওপরে এবং বাম পায়ের হাঁটুর নিচে সোনার মোটা বালা। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরে সোনার একটা পাকানো কণ্ঠহার। এরকম একটি হার আছে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির গলায়।

খাওয়া শেষ হতে গুডের দিকে চেয়ে বো করল সে, পোশাকের বাহাদুরিতে ওকেই নিশ্চয় আমাদের দলপতি মনে করেছে। তার পিছু পিছু আবার এলাম সিঁড়ির কাছে। একমুহূর্ত দাঁড়ালাম কালো মার্বেলের প্রকাণ্ড দুটো চমৎকার সিংহ দেখার জন্যে। এই ভাস্কর্যটিও র‍্যাডেমাসের।

এবার আমরা উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। ওটার সৌন্দর্য দেখে মনে হলো, যদি কোন ভূমিকম্প একে ধ্বংস করে না ফেলে, তাহলে সহস্র বছর ধরে বংশ পরম্পরায় মানুষ শুধু এর প্রশংসাই করে যাবে। যে আমস্লোপোগাস অবাক হওয়া মর্যাদাহানিকর মনে করে, সে পর্যন্ত জানতে চাইল, সিঁড়িটা মানুষে তৈরি করেছে, নাকি শয়তান। শুধু আলফোন্স মন্তব্য করল, সিঁড়িটা ভালই। তবে, দুপাশের স্তম্ভগুলো গিলটি করলে আরও ভাল লাগত।

প্রথম সোয়াশো ধাপ উঠে মাঝের চত্বরটাতে থামলাম আমরা। চারপাশের প্রায় সব দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আবার শুরু হলো সিঁড়ি ভাঙা। অবশেষে পৌঁছলাম সিঁড়ির মাথায়। তিনটে ছোট ছোট প্রবেশদ্বার সেখানে। তৃতীয়টা দিয়ে ঢুকে কালো মার্বেলের দশটা সিঁড়ি পেরোতে পাওয়া গেল প্রাসাদের দেয়ালে বসানো একটা দরজা। কাঠের এই দরজাটা ঢেকে দেয়ার জন্যে আবার রয়েছে একটা ব্রোঞ্জের দরজা। কাছে যেতেই খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ত্রিফলা একটা ভারী বর্শা ও একটা তরবারিতে সজ্জিত একজন প্রহরী। তরবারিটা ঠিক মি.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাকেঞ্জির কাছে দেখা তরবারিটার মত। আবার ভাল করে দেখলাম। না, কোন সন্দেহ নেই। ভবঘুরে দুর্ভাগা লোকটা তো তাহলে সত্যি কথাই বলেছে।

প্রাসাদের চত্বরে এসে পড়লাম আমরা। চল্লিশ বর্গগজ মত হবে জায়গাটা, ফুলের অনেকগুলো বেড সেখানে। বাগানটার মধ্যের রাস্তা ধরে গিয়ে পাওয়া গেল আরেকটা দরজা। সেই দরজার পর ছোট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে বড় হলঘর। ঘরটা দেড়শো ফুট লম্বা, আশি ফুট চওড়া। দু'দেয়াল থেকে বিশ ফুট করে সামনে কালো মার্বেলের কিছু থাম, যেগুলোর মাথা কারুকার্য করা।

এই ঘরের ভেতরেই দেখতে পেলাম বিখ্যাত সেই ভাস্কর্যটি। মূর্তিটা এত বেশি জীবন্ত যে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, সত্যিই বুঝি একজন মানুষ শুয়ে আছে, আর তার কপালে হাত দিয়ে আছে একটি মেয়ে।

মার্বেলের থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে আরও কিছু মূর্তি। কিন্তু তাদের কোনটাই সৌন্দর্যে ওটার সমকক্ষ নয়।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটা কালো মার্বেল পাথর। এ দেশের লোকেরা পাথরটাকে পবিত্র মনে করে। অভিষেকের পর এর ওপর হাত রেখে দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে রাজারা।

হলঘরটার শেষপ্রান্তে চমৎকার কার্পেট পাতা একটা মঞ্চ। আর, সেই মঞ্চের ওপর পাশাপাশি দুটো নিরেট সোনার সিংহাসন। সুন্দর গদি আঁটা থাকলেও সিংহাসনের পেছন দিকটা ফাঁকা। সেখানে সূর্যের একটা প্রতীক। সিংহাসনের পাদানির কাছে থাবা গুটিয়ে বসে আছে দুটো সোনার সিংহ, চোখগুলো হলুদ পোখরাজের।

অনেক ওপরের ছোট ছোট কিছু জানালাপথে আলো এসে আলোকিত করে তুলেছে জায়গাটা। কাচ নেই একটা জানালাতেও। কারণ এ-দেশের মানুষ এখন পর্যন্ত কাচের নামই শোনেনি।

সিংহাসন দুটোর সামনে ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে বেশ কিছু লোক। সিংহাসনের ডান ও বাঁয়ের সারিতে কাঠের চেয়ারে বসে আছে প্রধান অমাত্যরা। তাদের পরনে কারুকাজ করা সাদা টিউনিক। আর, প্রত্যেকের কাছেই একটা করে সেই স্বর্ণখচিত তরবারি। অমাত্যদের পেছনে তাদের অনুগামী ও পরিচারকের দল।

সিংহাসনের বাঁ দিকে আলাদা হয়ে বসা ছ'জন বয়স্ক লোক। তাদের পরনে লিনেনের ধবধবে সাদা লম্বা আলখাল্লা। বুকের ওপর সোনার সুতোয় কারুকাজ করা সূর্যের প্রতীক। লম্বা দাড়ি তাদের চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ এনে দিয়েছে।

এই ছ'জনের একজন সাথে সাথে চোখ কাড়ল আমাদের। খুবই বৃদ্ধ সে, অন্তত আশি বছর বয়স হবে। খুব লম্বা শরীর, নাভী পর্যন্ত ঝুলছে তুষারশুভ্র দাড়ি, ধূসর দুটো চোখে ঠাণ্ডা চাহনি। অন্যদের মাথা খালি হলেও এর মাথায় সোনার কারুকাজ করা একটা গোল টুপি। এই বৃদ্ধের নাম—অ্যাগন, এ-দেশের প্রধান পুরোহিত।

আমরা এগোতে শুরু করলে সভাসদ ও অন্যান্য পুরোহিতেরা উঠে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বো করল, সেইসাথে দুটো আঙুল রাখল ঠোঁটের ওপর। পরিচারকেরা আসন এনে সারি দিয়ে রাখল সিংহাসনের সামনে। আমরা তিনজন সেখানে বসলাম, আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল আলফোন্স ও আমস্লোপোগাস।

বসতে না বসতেই ডান ও বাঁ পাশ থেকে তীব্র শব্দে ভেরী বেজে উঠল। হাতির দাঁতের লম্বা একটা দণ্ড হাতে একজন লোক এসে দাঁড়াল ডানহাতি সিংহাসনটার সামনে, গলা ফাটিয়ে কি কি সব বলার পর কথা শেষ করল তিনবার 'নাইলেপথা' বলে। আরেকজন লোক চেঁচিয়ে কথা বলল বাঁ হাতি সিংহাসনটার সামনে দাঁড়িয়ে এবং কথা শেষ করল তিনবার 'সোরাইস' বলে। এবার দু'পাশ থেকে এগিয়ে এল সৈনিকের দল। এছাড়া, বাছাই করা কিছু রক্ষী ঘিরে দাঁড়াল দুই সিংহাসন। একসাথে হাতের ভারী বর্শাগুলো তারা ঝন্‌ঝন্ করে ফেলে দিল কালো মার্বেলের মেঝের ওপর। আবার তারস্বরে বেজে উঠল ভেরী। দু'পাশ থেকে ছ'জন করে কুমারী সমভিব্যাহারে প্রবেশ করল জু-ভেন্‌ডিসের দুই রানী। সাথে সাথে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।

দুই রানীই অসামান্য সুন্দরী। লম্বা, পঁচিশ বছরের মত করে বয়স হবে। নাইলেপথার সৌন্দর্য চোখ ধাঁধানো। ডানহাত ও স্তন যথারীতি নগ্ন, সোনার কারুকাজ করা ধবধবে সাদা টোগার ওপরেও তুষারের মত ফুটে আছে সেগুলো। মুখশ্রী এত মিষ্টি যে, একবার দেখলে জীবনে ভুলে যাওয়া কঠিন। হাতির দাঁতের মত ভ্রূ কিছুটা ঢেকে দিয়েছে কোঁকড়ানো, থোকা থোকা সোনালী চুলের গুচ্ছ, তার নিচে একজোড়া ধূসর, গভীর চোখ। ঠোঁটজোড়া সামান্য বেঁকে আছে কিউপিডের ধনুকের মত। সমগ্র চেহারার ওপর ছড়িয়ে আছে অবর্ণনীয় একটা স্নেহশীল ভাব। আর, কমনীয় রসবোধের একটা চিহ্ন মুখে জড়িয়ে আছে গোলাপ রাঙা মেঘের ওপরের রূপোলি রেখার মত।

কোন অলঙ্কার পরেনি সে। তবে, গলা, বাহু ও কনুইয়ে সোনার সেই পাকানো হার। অবশ্য এই হারগুলো তৈরি করা হয়েছে সাপের অনুকরণে। তার সমস্ত পোশাক শুভ্র লিনেনের, তার ওপরে সোনার সুতোয় তোলা সূর্যের প্রতীক।

নাইলেপথার যমজ বোন-সোরাইসের সৌন্দর্য আলাদা ধরনের। তার চুল নাইলেপথার মতই ঢেউখেলানো, কিন্তু কয়লার মত কালো, স্তূপাকারে নেমে এসেছে কাঁধের ওপর। তার গায়ের রঙ জলপাইয়ের মত, কালো, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ, কিছুটা নিষ্ঠুর পূর্ণগঠিত ঠোঁট। শান্ত মুখমণ্ডল, অনেকটা গভীর সাগরের মত, আবেগকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। একবার ভাবলাম, কি অনর্থই না ঘটবে এই শান্তি ভঙ্গ হলে। দেহের বাঁকগুলো প্রায় বোনের মতই, বরং কিছুটা গোলগাল। পোশাক একেবারে একরকম।

ওরা সিংহাসনের দিকে হেঁটে যাবার সময় মনে হলো, 'রাজকীয়' কথাটা সম্বন্ধে এতদিন যে ধারণা আমার মনে ছিল—তা হলো এই। মর্যাদা প্রকাশের জন্যে এদের রক্ষী, শক্তির দম্ভ বা সোনার অলঙ্কারের দরকার নেই, উজ্জ্বল চোখের একটা দৃষ্টি বা মিষ্টি ঠোঁটের একটা মৃদু হাসিই যথেষ্ট।

কিন্তু, তবু বলতে হয়, প্রথমে ওরা মেয়ে, তারপরে রানী—কৌতূহল ওদের

www.BanglaBook.org

স্বভাবগত। লক্ষ করলাম, সিংহাসনের দিকে যাবার পথে আমাদের ওপর চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দু'জনেই। আমার ওপর থেকে দ্রুত সরে গেল সে দৃষ্টি, নীরস চেহারার একজন বুড়োর ওপর কারই বা কৌতূহল থাকতে পারে। আমস্লোপোগাসকে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হলো ওরা, কুড়াল তুলে অভিবাদন জানাল বুড়ো জুলু। গুডের চমৎকার সজ্জার ওপর একমুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি সেঁটে রইল তাদের, ফুলের ওপর পড়ে থাকা মথের মত। এরপর দৃষ্টি পড়ল স্যার হেনরির ওপর। একটা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর হলুদ চুল ও তীক্ষ্ণ দাড়ির ওপর, ফুটে উঠেছে শক্তিশালী একটা শরীরের স্পষ্ট আভাস। মুখ তুলতেই নাইলেপথার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তাঁর। কেন জানি না, ভোরের আকাশের গোলাপী রঙের মত নাইলেপথার চামড়ার নিচ দিয়ে ছুটে গেল রক্ত। লাল হয়ে উঠল সুন্দর বুক, বাহু ও মরালের মত গ্রীবা। গোলাপের পাপড়ির মত লাল হয়ে উঠল গালদুটো। তারপর যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই আবার ফিরে গেল রক্তধারা। চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার, মৃদু মৃদু কাঁপছে।

স্যার হেনরির দিকে তাকালাম। রঙ পরিবর্তন হয়েছে তাঁরও।

সিংহাসন গ্রহণ করল দুই রানী। আবার বেজে উঠল ভেরী। বসে পড়ল সভাসদেরা। ইশারায় আমাদেরও বসতে বলল রানী সোরাইস।

এবার ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াল আমাদের গাইড–সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আমাদের দেখা সেই প্রথম মেয়েটির হাত ধরে আছে সে। সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক দুই রানীর সামনে গিয়ে আমাদের সম্বন্ধে সবকিছু খুলে বলতে লাগল সে। শুনতে শুনতে তাদের মুখে ফুটে উঠল নিখাদ বিস্ময়।

বর্ণনার এক পর্যায়ে ঘন ঘন মেয়েটি ও আমাদের রাইফেলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা দেখে বুঝলাম, এখন জলহস্তীদের গুলি করার কথা বলা হচ্ছে। মনে হলো, এই জলহস্তীগুলোর ব্যাপারে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। কারণ, সভাসদ ও পুরোহিতদের মুখ থেকে ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে বিস্ময়ধ্বনি।

আসলে জু-ভেন্‌ডিসের অধিবাসীরা সূর্য-পূজারি। হয়তো এই পূজাসংক্রান্ত কোন কারণেই জলহস্তী তাদের কাছে পবিত্র। এখানে বড় বড় হ্রদে জলহস্তী সংরক্ষণ করা হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা যে জলহস্তীগুলোকে মেরেছি, সেগুলো একেবারে পোষা। পুরোহিতেরা প্রতিদিন গিয়ে তাদের খাবার খাইয়ে আসে। অর্থাৎ, আমাদের ক্যানু দেখে ওরা এগিয়ে এসেছিল বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে। বাহাদুরি জাহির করতে গিয়ে একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি আমরা।

আমাদের গাইডের কথা শেষ হবার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল প্রধান পুরোহিত–অ্যাগন। আবেগপূর্ণ এক লম্বা বক্তৃতা শুরু করল সে। ওর ধূসর চোখের ঠাণ্ডা চাহনি মোটেই ভাল লাগল না আমার। আরও ভাল লাগত না, যদি বুঝতে পারতাম, আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারার দাবি জানাচ্ছে সে।

এবারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলল দুই রানী। জানতেও পারলাম না, তারা

www.BanglaBook.org

আমাদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। শেষমেষ রেগেমেগে অ্যাগনের উদ্দেশে কি যেন বলল নাইলেপথা। প্রত্যেকটা কথায় সম্মতি প্রকাশের মত করে মাথা নোয়াল অ্যাগন। এরপর কি একটা ইশারা করল সে, তীব্রশব্দে বেজে উঠল ভেরী। সাথে সাথে সবাই উঠে সভাগৃহ ত্যাগ করতে লাগল। আমাদের ও রক্ষীদের থেকে যাবার সঙ্কেত করল রানী।

সবাই চলে যেতে মিষ্টি করে হাসল সে। তারপর হাবভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, আমরা কোথেকে এসেছি–এটা জানা খুবই প্রয়োজন। বুঝতে পারলাম না, কিভাবে জানানো সম্ভব। হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা। আমার বড় পকেটবুক আর একটা পেন্সিল বের করলাম। এবারে প্রথমে স্কেচ করলাম এই হ্রদটার, তারপর যতটা ভালভাবে সম্ভব, ভূগর্ভস্থ নদী এবং ওপারের হ্রদটার। কাজ শেষ করে এগিয়ে গিয়ে কাগজটা দিলাম নাইলেপথার হাতে। তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সে। তারপর কাগজটা ধরিয়ে দিল বোনের হাতে। সোরাইসও বুঝতে পারল সবকিছু।

এবার পেন্সিলটা আমার হাত থেকে নিয়ে কৌতূহলের সাথে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল সে। তারপর ছোট ছোট সুন্দর কয়েকটা স্কেচ করল। প্রথম স্কেচে দেখা যাচ্ছে, স্বাগতম জানানোর ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে আছে সে, আর সেটা গ্রহণ করছে অনেকটা স্যার হেনরির মত দেখতে একজন লোক। এরপরে সে আঁকল–পানিতে গড়াগড়ি করছে একটা মুমূর্ষু জলহস্তী আর তীরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে দু'হাত ওপরে তুলে আছে অ্যাগন। তৃতীয় ছবিটা ভয়াবহ। বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, আর, কাঁটাওয়ালা একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের ওটার ভেতর ফেলে দিচ্ছে অ্যাগন।

ছবিটা দেখে, বিশেষ করে আমি খুব আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে চতুর্থ ছবি আঁকতে লাগল সে–দাঁড়িয়ে আছে স্যার হেনরির মত একজন লোক, আর, তাকে রক্ষা করার জন্যে সামনে তরবারি বাগিয়ে ধরে আছে সে এবং সোরাইস। ছবি আঁকার গোটা সময় জুড়ে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল সোরাইস আমাদের–বিশেষ করে কার্টিসের দিকে চেয়ে।

সবশেষে একটা সুর্যোদয়ের ছবি আঁকল নাইলেপথা। অর্থাৎ এবার বিদায় নিতে হচ্ছে, আবার দেখা হবে কাল সকালে। ছবিটা দেখে হতাশায় ছেয়ে গেল স্যার হেনরির মুখ। আর, তাই দেখে, আশ্বস্ত করার জন্যেই যেন হাত বাড়িয়ে দিল নাইলেপথা। আন্তরিকতার সাথে সে হাতে চুমু খেলেন স্যার হেনরি। এদিকে সোরাইসের ওপর থেকে একমুহূর্তের জন্যেও তার কাচ-চোখ সরায়নি গুড। তাই, সোরাইস হাত বাড়িয়ে দেয়ার সাথে সাথে সে আর দেরি করল না। তবে, গুড চুমু খাবার সময় তার চোখ স্থির হয়ে রইল স্যার হেনরির ওপর।

এবারে রক্ষীদের প্রধানের দিকে ঘুরে কঠিন কিছু নির্দেশ দিল নাইলেপথা। তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে, পিছে পিছে সোরাইস ও অধিকাংশ রক্ষী।

রানীরা চলে যেতেই আমাদের দিকে এগিয়ে এসে অভিবাদন করল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ষীপ্রধান। তারপর অনেক প্যাসেজ পেরিয়ে আমাদের নিয়ে এল ব্যয়বহুল কিছু অ্যাপার্টমেন্টে। বিরাট সেন্ট্রাল রুম ঝলমল করছে পিতলের ঝাড়বাতিতে। মেঝেয় দামী কার্পেট পাতা, এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে কৌচ। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে প্রচুর খাবার ও ফুল সাজানো। এছাড়া, পুরনো মাটির বোতলে সুস্বাদু ওয়াইন এবং সোনার ও হাতির দাঁতের পানপাত্র। নির্দেশের অপেক্ষায় চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারক ও পরিচারিকারা।

খাবার সময় বাইরে থেকে ভেসে এল বীণার মধুর সুর। সব মিলিয়ে মনে হলো, প্রবেশ করেছি ভূ-স্বর্গে—শুধু অ্যাগনের চেহারাটাই যা অস্বস্তির কারণ হলো। কিন্তু এসব খেয়াল করার মত শরীরের অবস্থা আমাদের আর ছিল না। খাওয়া শেষ হবার সাথে সাথে চোখ খুলে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ল। আমাদের আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে চাইল ওরা, কিন্তু আমরা জানালাম, দু'জন করে একত্রে থাকতে চাই। আকস্মিক বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসেবে কুড়ালসহ আমস্লোপোগাসকে রাখা হলো মাঝের ঘরে। তার পাশের একঘরে আমি ও গুড, অন্যটায় স্যার হেনরি ও আলফোন্স। ঘরে ঢুকেই বর্ম ছাড়া আর সব কাপড় খুলে সটান শুয়ে পড়লাম আমরা।

দু'মিনিট পর ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে এসেছে, ডেকে তুলল গুড।

'কোয়াটারমেইন, মানে বলছিলাম কি,' বলল সে, 'জীবনে কখনও অত সুন্দর চোখ দেখেছ?'

'চোখ!' বললাম আমি; 'কার চোখ?'

'কার আবার, রানীর! সোরাইস, মানে—ওটাই তো মনে হয় নাম।'

'কি জানি,' হাই তুললাম আমি, 'ভাল করে দেখিনি। সুন্দরই তো মনে হয়,' আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ডেকে তুলল গুড।

'কোয়াটারমেইন, মানে বলছিলাম কি...'

'আবার কি হলো?' কড়া গলায় বললাম আমি।

'পায়ের গোড়ালি দেখেছ ওর? গড়নটা...'

আর সহ্য হলো না। আমার সোয়েড লেদারের (veldschoon) জুতোগুলো ছিল বিছানার কাছেই। চোখের পলকে সেগুলো ছুঁড়ে দিলাম গুডের মাথায়।

তারপর তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। আর কোন ব্যাঘাত হলো না। জানি না, এরপর গুড ঘুমিয়েছিল, নাকি মানসচক্ষে দেখার চেষ্টা করছিল সোরাইসের সৌন্দর্য। জাহান্নামে যাক ও।

তেরো

এই দেশটির নাম জু-ভেন্‌ডিস্ 'জু' অর্থ হলুদ, আর, 'ভেন্‌ডিস' অর্থ জায়গা বা দেশ। তো, এটাকে 'হলুদ দেশ' বলা হয় কেন, কখনোই ঠিক বুঝতে পারিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানকার অধিবাসীরাও বলতে পারে না। তবে, এ বিষয়ে তিনটে কারণ দেখানো হয়েছে আমাকে। প্রথমত, প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া যায় এখানে। সেদিক থেকে এটাকে খাঁটি 'এলডোরাডো' বলা চলে। মিলোসিস থেকে একদিনের পথ দূরে, পলিমাটি খুঁড়লেই অজস্র সোনা পাওয়া যায়। একেকটা খণ্ডের ওজন এক আউন্স থেকে শুরু করে ছয় কি সাত পাউন্ড পর্যন্ত। জু-ভেন্‌ডিসে রূপোর তুলনায় সোনাকে অনেক সাধারণ ধাতু বলে গণ্য করা হয়। ফলে, এখানকার মুদ্রা রূপোর তৈরি।

দ্বিতীয়ত, বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে এ দেশের ঘাস পাকা শস্যের মত হলুদ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ আসলে হলুদ, সাদা হয়েছে অনেকদিন ধরে উচ্চভূমি অঞ্চলে বসবাস করার জন্যে। জু-ভেন্‌ডিস দেখতে কিছুটা ফ্রান্সের মত। ডিম্বাকৃতি। চারপাশে দুর্ভেদ্য কাঁটাবন, তার ওপারে নাকি শত শত মাইল জুড়ে শুধু জলাভূমি, মরুভুমি আর বড় বড় পাহাড়। আসলে জু-ভেন্‌ডিস একটা সমমালভূমি। মিলোসিস সাগরপৃষ্ঠ থেকে নয় হাজার ফুট ওপরে। জু-ভেন্‌ডিসের সবচেয়ে উঁচু জায়গা সাগরপৃষ্ঠ থেকে এগারো হাজার ফুট ওপরে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা, অনেকটা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের মত। তবে, ওখানকার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল, যখন তখন বৃষ্টি হয় না।

এখানকার মাটি খুবই উর্বরা। সবরকমের খাদ্যশস্য, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল ও শাল-সেগুন-ওক গাছ জন্মে এখানে। এমনকি, নিচু জমিতে একজাতের শক্ত ইক্ষু হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় এখানে, তোলা হয় মাটি খুঁড়ে। এছাড়া, পাওয়া যায় সাদা ও কালো খাঁটি মার্বেল। সত্যি বলতে কি, খনিজের মধ্যে শুধু রূপোই এখানে দুর্লভ।

জনবসতি এখানে ঘনই বলতে হবে--এককোটি থেকে এককোটি বিশ লাখের মত। জনসাধারণ প্রধানত কৃষিনির্ভর। শ্রেণীবিভাগও আছে সমাজে। একদম সাদা মানুষেরাই এখানে সর্বোচ্চ শ্রেণী বলে গণ্য। অধিকাংশের গায়ের রঙ চাপা, কিন্তু নিগ্রো বা অন্যান্য আফ্রিকান জাতির মত নয় মোটেই।

জু-ভেন্‌ডিসের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কুয়াশার মত তা মিলিয়ে গেছে কালের গর্ভে।

জু-ভেন্‌ডিরা সূর্য-পূজারি। মায়ের কোল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরা সূর্যকে অনুসরণ করে চলে। কেউ মারা গেলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রেখে দেয়া হয় মৃতদেহ, তারপর ফেলে দেয়া হয় টগবগে অগ্নিকুণ্ডে।

সূর্যের পুরোহিতেরা এখানে খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে, ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ থাকলেও, সে ভুল তারা করে না, পাছে নিপীড়িত হতে হতে জনতার রোষ তাদের ওপরেই এসে পড়ে।

সর্বোচ্চ শ্রেণীর দু'একজন ছাড়া জু-ভেন্‌ডিসে পুরোহিতেরাই একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। ফলে, সবাই তাদের খুব সমীহ করে।

এখানকার আইনব্যবস্থা যথাযথ, তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সভ্য দেশের সাথে পার্থক্য আছে। যেমন, ইংল্যান্ডে অর্থলোভী মানুষের কারণে ব্যক্তিগত আইনের

www.BanglaBook.org

চেয়ে সম্পদ আইনই বেশি কড়া। স্ত্রীকে লাথিয়ে মেরে ফেলা বা সন্তানের ওপর অকথ্য অত্যাচার করার চেয়ে পুরনো বুট চুরির শাস্তি ওখানে বেশি।

এখানে হত্যা, এতিম বা বিধবাকে ঠকানো, ধর্ম অপবিত্রকরণ, রাষ্ট্রদোহ ও দেশ ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মোটামুটি একটা পদ্ধতিতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সূর্য পূজার একটা বেদীর নিচে আছে বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড। অপরাধীকে জ্যান্ত অবস্থায় ফেলে দেয়া হয় সেখানে।

সমাজ ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে। বহুবিবাহকে এখানে উৎসাহিত করা হয়, কিন্তু ভরণপোষণের দায়ের জন্যে অধিকাংশ লোকেরই স্ত্রী একজন। আইনগতভাবে প্রত্যেক স্ত্রীর আলাদা গৃহস্থালির ব্যবস্থা করতে স্বামী বাধ্য। তবে, এখানে প্রথমা স্ত্রীকেই একমাত্র আইনসিদ্ধ স্ত্রী বলে গণ্য করা হয়। ফলে, তার সন্তানদের বলা হয় 'বাবার ঘরের সন্তান'। আর, অন্যান্য স্ত্রীদের সন্তানসন্ততিকে বলা হয় 'মায়ের ঘরের সন্তান'। তবে, এই নিয়ে সন্তান ও মায়ের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয় না। বিয়ের আগে প্রথমা স্ত্রী স্বামীকে চুক্তি করিয়ে নিতে পারে যে, সে পরে আর বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু এমন ঘটনা অত্যন্ত দুর্লভ। কারণ, মেয়েরাই বহুবিবাহের সবচেয়ে বড় সমর্থক। বেশি স্ত্রী থাকলে প্রথমা স্ত্রীর গুরুত্ব বাড়ে। স্বামীর যত গৃহস্থালিই থাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে-ই হয় সবগুলোর কর্ত্রী।

মোটামুটিভাবে জু-ভেন্‌ডিরা দয়ালু, পরোপকারী, খোশমেজাজি ও দুশ্চিন্তামুক্ত গোছের মানুষ। এরা অর্থলোভী নয়, ছোটখাট ব্যবসা করেই খুশি। বিনিময়মূল্য হিসেবে দিতে হয় রূপো। সোনার দাম এখানে প্রায় রূপোর সমান। অলঙ্কার নির্মাণ, কারুকাজ ও সৌন্দর্যের কারণেই সোনার এখানে যা কিছু মূল্য।

এখানকার জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে রাজা বা রানীর। তারাই জমি ভাগ করে দেয় বড় জমিদারদের মাঝে। বড় জমিদার থেকে ছোট জমিদার হয়ে জমি যায় কৃষকের হাতে। প্রত্যেক কৃষক চল্লিশ একর করে জমি পায়। সে জমি তারা চাষ করে আধা-বরগায়।

উচ্চ কর দিতে হয় জু-ভেন্‌ডিদের। সম্পূর্ণ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পায় রাষ্ট্র। বাদবাকি যেটা থাকে, তার আবার পাঁচ শতাংশ পায় পুরোহিতেরা। তবে, প্রকৃত কোন দুর্ভাগ্যের কারণে কারও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে, সেটা পুষিয়ে দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আলসে লোকদের বাধ্যতামূলকভাবে লাগানো হয় সরকারী কাজে, আর, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশোনার ভার নেয় রাষ্ট্র।

পাহারাদার, রক্ষী ইত্যাদি ছাড়াও জু-ভেন্‌ডিদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় বিশহাজার।

পাঁচ শতাংশ কর নেয়ার পরিবর্তে পুরোহিতেরা মন্দিরে গিয়ে পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করে। স্কুলও চালায় পুরোহিতেরা, যেখানে তাদের মতে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। তবে পড়াশোনা সেখানে একরকম হয় না বললেই চলে।

এতকিছু জেনেও একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি–জু-ভেন্‌ডিরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সভ্য না কি বর্বর। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে এদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। অথচ টুকিটাকি বিষয়ে এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্যার হেনরি এদের দেখিয়েছেন কিভাবে সিলিক্যা ও চুন মেশাতে হয়। এরা গ্লাস তৈরি করতে পারে না, বাসন-কোসন খুবই সেকেলে। ঘড়ি বলতে এদের কাছে ওয়াটার-ক্লক। এছাড়া, বাষ্প, বিদ্যুৎ, বারুদ বা ডাকঘরের ব্যবহার এরা জানে না।

ধর্মীয় বিষয়েও এদের কোন পরিষ্কার ধ্যানধারণা নেই, চোখ-কান বুজে সূর্যের পূজা করে। ভবিষ্যতের জীবন সম্বন্ধে কারও কারও চিরকালীন আস্থা আছে বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার।

আর মাত্র দুটো ব্যাপার উল্লেখ করতে চাই আমি—ভাষা ও হস্তাক্ষর। এদের ভাষা কোমল, সমৃদ্ধ এবং নমনীয়। স্যার হেনরির মতে, কিছুটা আধুনিক গ্রীকের মত। কিন্তু নিঃসন্দেহে আধুনিক গ্রীকের সাথে এই ভাষার কোন সম্পর্ক নেই।

স্যার হেনরি বলেন, জু-ভেন্‌ডির বর্ণমালার উৎপত্তি ফিনিশিঅ্যান থেকে। তাঁর এ ধারণা সত্যি কিনা, বলতে পারব না। এ ব্যাপারে আমিও বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। শুধু জেনেছি, বাইশটা বর্ণ নিয়ে তাদের বর্ণমালা গঠিত। তার মধ্যে অনেকটা B, E আর 0-র মত দেখতে তিনটে বর্ণ আছে। তবে, সবমিলিয়ে ওগুলো কেমন যেন জবরজঙ্গ আর গোলমেলে। কিন্তু এ নিয়ে জু-ভেনডিদের কোনরকম মাথাব্যথা নেই। কারণ, ব্যবসাপাতির দলিল ও গুরুত্বপূর্ণ নথি রাখা ছাড়া লেখা ব্যাপারটার চল নেই তাদের মধ্যে। তাদের তো আর উপন্যাস লিখতে হবে না।

চোদ্দ

ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল সাড়ে আটটায়। টানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে বেশ ভাল লাগছে এখন। আহ্ কি সুন্দর জিনিস এই ঘুম! এ যেন বিছানায় এক শরীর নিয়ে গিয়ে অন্য শরীর নিয়ে উঠে আসা।

উঠে বসলাম সিল্কের কৌচের ওপর। এ ধরনের বিছানায় কখনও শুইনি। প্রথমেই নজর পড়ল গুডের কাচ-চোখের ওপর। জেগে গেছে সে। জেগে অপেক্ষা করছে আমার সাথে কথা বলার জন্যে।

'কোয়াটারমেইন, মানে বলছিলাম কি,' শুরু করল সে, 'ওরে পায়ের চামড়াটা দেখেছ? হাতির দাঁতের চিরুনির পেছনদিকের মত মসৃণ।'

'ওই দেখো, গুড,' পর্দার খসখস শব্দের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। প্রায় তখনই পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করল একজন পরিচারক। ইশারায় জানাল, আমাদের গোসলের বন্দোবস্ত করতে এসেছে। খুশিমনে মাথা ঝাঁকালাম আমরা। মার্বেল পাথরে তৈরি একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেল সে, মাঝখানে স্ফটিক-স্বচ্ছ একটা জলাশয়। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। গোসল সারার পর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পোশাক পরে সেন্ট্রাল রুমে গেলাম নাস্তা করতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাস্তার পর ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম সেখানকার সুন্দর সুন্দর ট্যাপেস্ট্রি, কার্পেট আর ভাস্কর্য। বুঝতে পারছিলাম না, এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। তবে, সেসময় মনের যা অবস্থা, তাতে সবকিছুর জন্যেই যেন প্রস্তুত ছিলাম। আমরা ঘুরতে ঘুরতেই এসে উপস্থিত হলো গতকালের সেই রক্ষী-প্রধান। অভিবাদন করে ইশারায় জানাল, ওকে অনুসরণ করতে হবে। ভাবলাম, সময় বুঝি হয়েছে জলহস্তী মেরে বীরত্ব প্রকাশের হিসেব বুঝিয়ে দেয়ার।

অবশ্য এ ব্যাপারে অভয় দিয়েছে যমজ রানী। অন্তত আমার খুব আস্থা আছে তাদের ওপর। কারণ, মেয়েরা ভরসা দিলে উপায় খুঁজে বের করেই। সুতরাং একরকম আনন্দিত ভাব নিয়েই রওনা দিলাম আমি। একটা প্যাসেজ ধরে মিনিটখানেক এগোতেই এসে পড়ল প্রাসাদের জোড়া দরজা। এখান থেকেই চওড়া একটা রাজপথ মিলোসিসের বুক চিরে চলে গেছে মাইলখানেক দূরের ফুল-মন্দিরে।

এই প্রবেশ ও বহির্দ্বারদুটো যেমন বড়, তেমনি ভারী। দুই দরজার মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ ফুট চওড়া একটা পরিখা। পরিখাটা পার হতে হয় একটা টানাসেতুর ওপর দিয়ে। ফলে, টানাসেতুটা তুলে রাখলে ভারী কামান ছাড়া প্রাসাদ প্রায় অভেদ্য। টানাসেতুর ওপর দিয়ে পার হলাম আমরা। ওপারেই একশো ফুট চওড়া বিশাল রাজপথ, দু'পাশে লাল গ্র্যানিটের একতলা বাসভবনের সারি। এখানেই থাকে রাজদরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা। এই বাসভবনগুলো টানা মাইলখানেক যাবার পর রাজপথের একেবারে শেষপ্রান্তে ফুল-মন্দির।

অবাক চোখে মন্দিরটির দিকে তাকিয়ে আছি, এমনসময় এসে হাজির হলো চারটে রথ। প্রত্যেকটা রথে দুটো করে ঘোড়া। রথের চাকাদুটো কাঠের, একেকটা চাকায় চারটে করে লোহার স্পোক বসানো। রথের সামনে সারথির জন্যে ছোট্ট একটা আসন। একটা রেলিং দিয়ে আসনটা ঘেরা, যাতে সারথি হঠাৎ ছিটকে না পড়ে। ভেতরে নিচু আরও তিনটে আসন। দুটো দু'পাশে, আর একটা ঘোড়ার দিকে পেছন ফিরে–দরজার উল্টোপাশে। রথগুলো হালকা হলেও বেশ শক্ত।

ঘোড়াগুলো ভারী সুন্দর। খুব বড় না হলেও শক্তিশালী দেহ, ছোট মাথা, দেহের তুলনায় বিরাট বিরাট গোলাকার খুর। এক নজরেই বোঝা যায়, অত্যন্ত তেজী এই ঘোড়া। অনেকবার ভেবেছি, এগুলো কোন্ জাতের। কিন্তু এদের মালিকদের মত এদেরও উৎপত্তি হারিয়ে গেছে চিরতরে।

প্রথম ও শেষের রথটায় উঠেছে রক্ষীরা। মাঝের দুটো আমাদের জন্যে। দ্বিতীয়টায় উঠলাম আমি ও আলফোন্স, তৃতীয়টায় স্যার হেনরি, গুড ও আমস্লোপোগাস। রওনা দিলাম আমরা।

সারথি হেঁকে ওঠার সাথে সাথে তীরের মত ছুটল ঘোড়াগুলো। দেখতে দেখতে গতি এত বেড়ে গেল যে, দম বন্ধ হবার জোগাড়। কিছুক্ষণ পর আতঙ্কটা সামলে উঠতে উঁকি দিল আরেক আতঙ্ক–রথটা বুঝি উল্টে যায়! চিৎকার জুড়েছিল আলফোন্স, কিন্তু চাকার ঘর্ঘর আর চাকার পাশ দিয়ে ছুটে চলা বাতাসের শব্দের নিচে সে চিৎকার চাপা পড়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেমন হঠাৎ ছোটা শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল রথ। আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জু-ভেন্‌ডিদের গর্ব্ব-ফুল-মন্দির।

পাহাড়ের মাথায় প্রায় আট একর জায়গা জুড়ে মন্দিরটি। চারপাশ ঘিরে সূর্যমুখী ফুলের অনুকরণে তৈরি পুরোহিতদের আবাস। গম্বুজে ঢাকা সেন্ট্রাল হল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে পাপড়ি আকৃতির বারোটা অঙ্গন। একেকটা অঙ্গন বছরের একেকটা মাসের জন্যে উৎসর্গীকৃত। বিখ্যাত লোকদের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত মূর্তি রাখা হয় এখানে।

সম্পূর্ণ মন্দিরটি সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত। গম্বুজটার বাইরের অংশ ও বারোটা অঙ্গন মসৃণ সোনার পাতে মোড়া। প্রত্যেকটা অঙ্গনের ছাদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ভেরী হাতে একটা সোনালি মূর্তি ডানা মেলে উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। ছাদের সোনার পাতের ওপর যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে, তখন মনে হয় মসৃণ মার্বেলের পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলে উঠেছে সহস্র অগ্নিশিখা। প্রতিফলনটা এতই তীব্র হয় যে, একশো মাইল দূর থেকে পর্যন্ত চোখে পড়ে।

সবচেয়ে উত্তরের দুটো অঙ্গনের মাঝখানে মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার। স্বর্ণখচিত বেশ কয়েকটা নিরেট মার্বেলের দরজার ওপরে একটা ব্রোঞ্জের দরজা। এখানকার দেয়ালের ঘনত্ব প্রায় পঁচিশ ফুট।

মাঝখানে সোনার একটা বেদী। সেটাকে ঘিরে আছে সোনার বারোটা পাপড়ি। সারাদিনরাত বেদীটাকে ঢেকে থাকে পাপড়িগুলো। শুধু দুপুরে, সূর্যের আলো যখন এসে পড়ে সোনার গম্বুজটার ওপর, তখন পাপড়িগুলো খুলে যায়। দেখা যায়, ভেতরে জ্বলছে একটা মৃদু নীল, শক্তিশালী শিখা।

এছাড়া, বেদীটার উত্তর-দক্ষিণে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর অপূর্ব চেহারার দশটি সোনার দেবী। মূর্তিগুলো প্রমাণ সাইজের চেয়ে কিছুটা বড়, ভক্তিভরে মাথাটা কিছুটা নোয়ানো, মুখটি ঢেকে আছে পাখনার আড়ালে।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য জিনিস হলো, সারা মন্দিরে মার্বেল পাথরের ছড়াছড়ি হলেও মাঝের বেদীটার পুবদিকের ও আর দুটো বেদীর সামনের মেঝে নিরেট পেতলের। পুবে ও পশ্চিমে আর যে সব বেদী আছে, সেগুলো পাপড়ি দিয়ে ঢাকা নেই।

মন্দিরের দরজার কাছে নামতেই একদল রক্ষী-সৈন্য ভেতরে নিয়ে গেল আমাদের। পাপড়ি-ঢাকা একটা বেদীর কাছে আধঘণ্টাখানেক থাকতে হলো। আর, এখানেই আমরা ফিসফিস করে পরামর্শ করলাম যে, মরতে যদি হয়ই, যতটা পারি ওদের নিয়ে মরব। আমস্ট্রোপোগাস বলল, ইনকোসি-কাস দিয়ে মাথাটা সে দুফাঁক করে দেবে অ্যাগনের। ইতিমধ্যে দলে দলে লোক ঢুকতে শুরু করেছে মন্দিরে, অস্বাভাবিক কিছু দেখার যেন প্রত্যাশা ওদের।

মূল বেদীটার ওপর যখন সূর্যালোক এসে পড়ে, তখন কিছু একটা নিবেদন করা হয় সূর্যের উদ্দেশ্যে। সেটা কোন ভেড়া বা ষাঁড়ের মৃতদেহ হতে পারে, কখনও আবার ফল বা শস্যও দেয়া হয়। জু-ভেন্‌ডিস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচু হওয়ায় বেদীর ওপর সূর্যালোক এসে পড়ে ঠিক দুপুরে। আজ সূর্যালোক

www.BanglaBook.org

পড়ার কথা বারোটা আট মিনিটে।

ঠিক বারোটায় একজন পুরোহিত এসে কি যেন ইশারা করল রক্ষীদের। তারা ইঙ্গিতে আমাদের এগোতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনসমুদ্রের মুখোমুখি হলাম আমরা। সবাই একনজর দেখতে এসেছে, কোন্ আগন্তুকেরা মহাপাপ করেছে। আগন্তুক দেখার এই প্রবল আগ্রহের কারণ হলো, তাদের জানামতে আজ পর্যন্ত জু-ভেন্‌ডিসে কোন আগন্তুকের পা পড়েনি।

আমাদের দেখেই গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। ওদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম মূল বেদীটার মুখোমুখি, পুবদিকের সেই পেতলের মেঝের ওপর। ডানাওয়ালা দেবীমূর্তিগুলোর চারপাশে তিরিশ ফুট মত জায়গা দড়ি দিয়ে ঘেরা। এই দড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণ। সাদা আলখাল্লা পরা বেশ কিছু পুরোহিত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের হাতে লম্বা লম্বা সোনার ভেরী। আমাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত অ্যাগন।

পায়ের নিচে, যেন মেঝের ভেতর থেকে একটা হিস হিস শব্দ আসছে। দুই রানীর সন্ধানে চারপাশে চোখ বোলালাম। নেই। আমাদের ডানপাশে একটা ফাঁকা জায়গা, সম্ভবত এখানেই এসে দাঁড়াবে নাইলেপথা ও সোরাইস।

আমরা অপেক্ষা করছি, এমনসময় দূর থেকে ভেসে এল ভেরীর শব্দ। আবার গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। দেখা গেল, পাশাপাশি হেঁটে আসছে দুই রানী। পেছনে অমাত্যবর্গ, বড় জমিদার নাস্‌টাকেও দেখা গেল তাদের মধ্যে। সবার শেষে জনাপঞ্চাশেক রক্ষী।

সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়ানোর পর নীরবতা নেমে এল। মুখ তুলে চাইল নাইলেপথা। আমার কেন জানি মনে হলো, সে কিছু একটা বোঝাতে চায়। তাই, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলাম। আমার চোখ হয়ে ওর দৃষ্টি নেমে গেল পেতলের মেঝের কিনারে, তারপর আস্তে করে মাথাটা ঘুরে গেল একপাশে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার একইরকম করল সে। মনে হলো, সে যেন পেতলের মেঝের ওপর থেকে সরে যেতে বলছে আমাদের। তৃতীয়বার ওই ভঙ্গি করার সাথে সাথে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এই মেঝের নিচে ওত পেতে রয়েছে বিপদ।

আমার একপাশে স্যার হেনরি, অন্যপাশে আমস্লোপোগাস। সামনের দিকে তাকিয়ে থেকেই ফিসফিস করে কথাটা জানালাম, প্রথমে জুলু, পরে ইংরেজীতে। স্যার হেনরি আবার জানিয়ে দিলেন গুড ও আলফোন্সকে। তারপর খুবই ধীরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছু হটতে লাগলাম আমরা। নাইলেপথা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না ব্যাপারটা, ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল সে।

উৎফুল্ল দৃষ্টিতে বেদীটার দিকে চেয়ে রয়েছে অ্যাগন। হঠাৎ লম্বা হাতদুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, গুরুগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করতে লাগল সূর্যের উদ্দেশে। দীর্ঘ সেই প্রার্থনা সে শেষ করল—হে সূর্য, নেমে এসো তোমার বেদীর ওপরে!—এই কথা বলে।

প্রার্থনা চলাকালীন অত্যন্ত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা গেল। ওপর থেকে আগুনের তরবারির মত নেমে এল সূর্যালোক, সোজা গিয়ে পড়ল পাপড়িগুলোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপর, চকমকিয়ে নেমে এল দু'পাশের সোনালী গা বেয়ে। ধীরে ধীরে মেলে গেল বিরাট পাপড়িগুলো। বেরিয়ে পড়ল সোনার বেদী, আগুন জ্বলছে সেখানে। ভীষণ শব্দে বেজে উঠল পুরোহিতদের ভেরী, জনতার প্রশংসাসূচক ধ্বনি মিশল তার সাথে।

পুরো মেলে গেল বেদীটা, পবিত্র আগুনকে স্পর্শ করে নিচের গহ্বরে উধাও হলো সূর্যালোক। আবার বেজে উঠল ভেরী, তবে, এবারে অনেক ধীরে। অ্যাগনের হাত আবার উঠে গেল ওপরে, গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ—হে সূর্য, তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি আমরা!

আরেকবার তাকালাম নাইলেপথার দিকে; একদৃষ্টে পেতলের মেঝের দিকে চেয়ে আছে সে।

'সাবধান,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি; সেইমুহূর্তেই সামনের দিকে ঝুঁকে বেদীর গায়ের কি যেন একটা স্পর্শ করল অ্যাগন। সমস্ত জনতার মুখ টকটকে লাল আকার ধারণ করেই সাদা হয়ে গেল আবার, ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার মত শব্দ হলো। নিজের অজান্তেই দু'হাত তুলে চোখ ঢেকে ফেলল নাইলেপথা। রাজকীয় রক্ষীসেনার কানে কানে কি যেন বলল সোরাইস। হঠাৎ ভীষণ শব্দে সরে গেল মেঝের পেতলের অংশটুকু। দেখা গেল চোখ-ধাঁধানো লেলিহান শিখা। আগুনটা এতই তীব্র, যা অনায়াসে গলিয়ে ফেলতে পারে রণতরীর লোহার স্তম্ভ।

আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে পেছনে লাফ দিলাম আমরা। দাঁড়িয়ে ছিল শুধু হতবুদ্ধি আলফোন্স। স্যার হেনরি শক্ত হাতে চেপে না ধরলে নির্ঘাত সে পড়ে যেত নিচের গহ্বরে।

একটা হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছি চারজন, আলফোন্স ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নেয়ার জন্যে। রিভলভারগুলো বেরিয়ে এসেছে আমাদের হাতে, অন্যান্য অস্ত্রগুলো নিয়ে নিলেও এগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি ওরা। মাথার ওপর বন্ বন্ করে কুড়াল ঘোরাতে ঘোরাতে রণহুঙ্কার ছাড়ছে আমস্লোপোগাস। এদিকে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পুরোহিতদের সাদা আলখাল্লার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে তীক্ষ্ণধার তরবারি। কোণঠাসা হরিণের ওপর যেমন হাউন্ড ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। লম্বা একটা পুরোহিত ছুটে আসতেই রিভলভারের ভারী বুলেট ঢুকিয়ে দিলাম তার শরীরে। ধপ করে পড়ে গেল সে, গড়িয়ে চলে গেল নিচের গহ্বরে, ভয়াবহ একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

রিভলভারের গুলির শব্দে বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সাথে সাথে থেমে গেল পুরোহিতেরা। আবার তারা এগিয়ে আসার আগেই কি যেন বলে উঠল সোরাইস, তৎক্ষণাৎ সভাসদ ও বেশ কিছু সশস্ত্র লোক ঘিরে নিল আমাদের। বিস্ময়াভিভূত হরিণের পালের মত দাঁড়িয়ে রইল জনতা।

প্রধান পুরোহিত অ্যাগন ঘুরল আমাদের দিকে, তার মুখটা দেখাচ্ছে ঠিক শয়তানের মত। 'যাদের উৎসর্গ করা হয়েছে, তাদের বলি দিতে দাও,' দুই রানীর

www.BanglaBook.org

উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'যথেষ্ট পাপ কি করেনি এই আগন্তুকেরা? তার সাথে তোমরাও করেছ, এদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। সূর্যের কাছে যেসব প্রাণী পবিত্র, সেগুলো কি মারা যায়নি? একজন সূর্য-পুরোহিতও মারা গেছে এদের জাদুতে। এরা কে, কোথা থেকে এসেছে–কিছুই আমাদের জানা নেই। প্রধান বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের ওপর হস্তক্ষেপ করেছ তোমরা! তাই বলছি, সাবধান, রানী, সাবধান! মনে রেখো, তোমাদের শক্তির চেয়ে বড় একটা শক্তি আছে; আছে তোমাদের বিচারের চেয়ে বড় আরেকটা বিচার। সেই বিচারকে কলুষিত করেছ তোমরা! তাই আবার বলছি, যাদের উৎসর্গ করা হয়েছে, তাদের বলি দিতে দাও।'

শান্ত, গভীর কণ্ঠে জবাব দিল সোরাইস, 'অ্যাগন, মুখে যা এসেছে, তাই বলেছ। তবে, কথাগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের বিচারকে আমরা কলুষিত করিনি, বরং করেছ তুমি। ভেবে দেখো, বলি হয়ে গেছে; বলি হিসেবে নিজের পুরোহিতকে গ্রহণ করেছে সূর্য।'

গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে, অভিনব কথাটা তাদের মনে ধরেছে।

'ভেবে দেখো, কারা এরা? এরা আগন্তুক, হ্রদের ওপর ভাসছিল নৌকায় করে। তাদের এখানে কে এনেছে? হ্রদেই বা তারা এল কি করে? তুমি কি করে জানলে যে, তারাও সূর্যের পূজারী নয়? আগন্তুকদের আগুনে নিক্ষেপ করাই কি আমাদের জাতির রীতি? ধিক্ তোমাকে! ধিক্! তুমি জানো, আতিথেয়তা কাকে বলে? আগন্তুকদের আপ্যায়ন করে তাঁদের সুযোগ-সুবিধের দিকে নজর রাখার নামই হলো আতিথেয়তা। তার ক্ষতস্থানের জন্যে জোগাতে হবে ব্যান্ডেজ, শোয়ার জন্যে বালিশ আর খিদের জন্যে খাবার। অথচ তোমার বালিশ হলো অগ্নিকুণ্ড, খাবার হলো জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ধিক্ তোমাকে, অ্যাগন!'

জনতার ওপর বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে একমুহূর্ত থামল সোরাইস। তারপর আবহাওয়া অনুকূল দেখে কণ্ঠে চট করে আবার ফিরিয়ে আনল কর্তৃত্বের সুর।

'এই, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাকো সবাই,' চেঁচিয়ে বলল সে; 'আর, দুই রানী ও তার রক্ষীদের যাবার পথ করে দাও।'

'কিন্তু পথ করে যদি না দিই, রানী?' দাঁত কিড়মিড় করে বলল অ্যাগন।

'তাহলে রক্ষীদের সাহায্যে পথ করে নিতে হবে আমাকে। দরকার পড়লে, পুরোহিতদের শরীরের ওপর দিয়ে।'

অবরুদ্ধ ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল অ্যাগনের মুখ। যেন সমর্থনের আশাতেই জনসাধারণের দিকে তাকাল সে, কিন্তু অনেক আগেই বদলে গেছে তাদের মত। জু-ভেন্‌ডিরা কিছুটা অদ্ভুত হলেও খুবই সামাজিক। তাই, জলহস্তী মারার মত গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও তারা আমাদের আগুনে বিসর্জন দিতে চায় না। এই প্রথম আগন্তুক দেখছে তারা। ফলে, তাদের সাথে গল্প করতে চায় জু-ভেন্‌ডিরা, সংগ্রহ করতে চায় তথ্য, আহরণ করতে চায় জ্ঞান। সবকিছু বুঝতে পেরে ইতস্তত করতে লাগল অ্যাগন। আর, এই সময়ে প্রথমবারের মত কথা বলে উঠল

www.BanglaBook.org

নাইলেপথা।

'ভেবে দেখো, অ্যাগন,' বলল সে, 'আমার বোন বলেছে, তারাও হতে পারে সূর্য-পূজারী। নিজেদের পক্ষে কথা বলতে পারছে না, কারণ, আমাদের ভাষা তারা জানে না। সুতরাং, ভাষাটা না শেখা পর্যন্ত এই বিচার স্থগিত রাখা হোক। তাছাড়া, সাক্ষ্য না শুনে কি অপরাধী সাব্যস্ত করা সম্ভব? ভাষা শেখার পর আত্মপক্ষ সমর্থন করুক ওরা, তখন বুঝে-শুনে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।'

রানীর কথায় খুশি না হলেও রাজি হলো পুরোহিত। কারণ, এভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আরেকটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'তাই হোক, রানী,' বলল সে। 'ছেড়ে দেয়া হোক লোকগুলোকে। আমাদের ভাষা শিখে ফেলুক, তারপর শোনা যাবে ওদের কথা।'

সম্মতিসূচক গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। তার পরপরই রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

পনেরো

অ্যাগন ও তার ধার্মিক-দলের হাত থেকে রেহাই পাবার পর সময় ভালই কাটতে লাগল আমাদের। বিভিন্ন রকম উপহার আসতে লাগল দুই রানী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনসাধারণের তরফ থেকে। প্রতিনিধিরূপে ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষ আসতে লাগল আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র, পোশাক, বর্ম, যন্ত্রপাতি—বিশেষ করে ঘড়ি দেখার জন্যে। জু-ভেন্‌ডিসের উঠতি বয়েসীরা পোশাক তৈরি করতে লাগল আমাদের অনুকরণে, বিশেষ করে স্যার হেনরির শূটিং জ্যাকেট খুবই মনে ধরল তাদের।

একদিন একদল প্রতিনিধি এল গুডের ইউনিফর্মটা দেখতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারা, নোট করল অনেককিছু। এর দিন পনেরো পর আটজন জু-ভেন্‌ডি সভাসদকে দেখা গেল অবিকল গুডের মত ইউনিফর্ম পরতে। এই দৃশ্য দেখে তার মুখে যে বিস্ময় ও ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, তা কোনদিনই ভোলার নয়। এদিকে পোশাক পুরনো হয়ে আসায়, স্থানীয় পোশাক গ্রহণ করতে হলো আমাদের। বেশ আরামদায়ক সে পোশাক। শুধু, এসব ঝামেলার আশেপাশে গেল না আমস্লোপোগাস। তার মুচা জীর্ণ হয়ে আসার সাথে সাথে সেটাকে ত্যাগ করে যত্রতত্র একেবারে দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে।

ইতিমধ্যে এগিয়ে চলল আমাদের ভাষা শিক্ষার কাজ। উন্নতিও বেশ ভালই হতে লাগল। মন্দিরের ওই কাণ্ডের পরদিনই এসে হাজির হলো গম্ভীর চেহারার তিন ভদ্রলোক। তাদের সাথে হাতে লেখা বই, শিংয়ের দোয়াত আর পালকের কলম। ইশারায় জানাল, আমাদের পড়াতে এসেছে। আমস্লোপোগাস ছাড়া আমরা সবাই দিনে চার ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। আমস্লোপোগাস বলল, 'মেয়েদের ভাষা' সে শিখতে চায় না। তারপরও একজন শিক্ষক বই ও শিংয়ের দোয়াত হাতে তার দিকে এগিয়ে যেতেই লাফিয়ে উঠে তার চোখের সামনে ইনকোসি-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাস ঘোরাতে লাগল সে। ফলে, তাকে বিদ্যাদানের মহৎ প্রচেষ্টার ওখানেই সমাপ্তি।

এভাবে কাজের মধ্যে সকালটা কেটে যেতে লাগল। বিকেলটা আমরা ব্যয় করলাম বিনোদনের জন্যে। কখনও কখনও এখানকার সোনা ও মার্বেলের খনি ঘুরেফিরে দেখলাম আমরা, আবার কখনও শিকারী কুকুরসহ বেরিয়ে পড়লাম হরিণ শিকার করতে। রাজকীয় আস্তাবল থেকে আমাদের চারটে চমৎকার ঘোড়া বরাদ্দ করেছিল নাইলেপথা। এতে করে আরও জমে উঠেছিল শিকার।

মাঝেমধ্যে বাজপাখি নিয়ে শিকার করতে বেরোতাম আমরা। বাজপাখি দিয়ে তিতির শিকার জু-ভেন্‌ডিদের খুবই প্রিয়। খুব দ্রুত দৌড়াতে ও উড়তে পারে এই তিতিরগুলো। কিন্তু বাজের তাড়া খেলে দিশেহারা হয়ে ঝোপে না লুকিয়ে উড়ে ওঠে শূন্যে। এছাড়া, বনমোরগের মত বড় বড় স্নাইপের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয় লালচে লেজের একজাতীয় বাজপাখিকে। আরেক রকমের একটা শিকার চালু আছে এখানে; ঈগল দিয়ে ছোট একজাতের অ্যান্টিলোপ ধরা। শিকারটা দেখার মত। সাঁ সাঁ করে বিশাল পাখিটা উঠে যায় শূন্যে, একসময় ওটাকে মনে হয় কালো একটা বিন্দু। তারপর কামানের গোলার মত নেমে আসে ঘাস লক্ষ্য করে, যেখানে তার তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ছাড়া আর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে হতভাগ্য অ্যান্টিলোপ।

গ্রামের দিকেও যেতাম আমরা। চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা জমিদারদের বাসস্থান। অনেক শস্য ও আঙুর খেত আছে এখানে, আর আছে পার্কের মত ঘেরা সুন্দর সুন্দর সব জায়গা। চমৎকার সব বিরাট বিরাট গাছ ছড়িয়ে আছে সেখানে। সুন্দর, বড় গাছ দেখতে চিরদিনই আমার ভাল লাগে। শৈত্যপ্রবাহের সময় কি গর্বভরে মাথা উঁচু করে থাকে ওরা, প্রাণভরে অনুভব করে বসন্তের পদধ্বনি! কি অসাধারণ শোনায় তাদের কণ্ঠ, যখন তারা কথা বলে বাতাসের সাথে। পাতার ফিসফিসানির কাছে হার মানে বায়ু-দেবতা ঈওল্যাসের হাজারটা বীণা। সারাদিন পাতাগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে সূর্যালোক, সারারাত ধরে দেখে তারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের খাবার জোগায় মা ধরিত্রী। অনেক দালান-কোঠা-বংশের উত্থান-পতন দেখার পর অবশেষে ঘনিয়ে আসে চূড়ান্ত দিন। হয় লড়াইয়ে সেদিন জিতে যায় বাতাস, নয়তো নেমে আসে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

বড় একটা গাছ কাটার আগে সবার একবার ভেবে দেখা দরকার।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় দুই রানীর সাথে খেতে বসতাম আমি, স্যার হেনরি ও গুড। খেতে খেতে একটা কথা প্রায় মনে হত আমার–শিকারের মর্যাদাসম্পন্ন মানুষেরা সরল ও দয়ালু হয়। নাইলেপথার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার মিষ্টি সরলতা, আর অত্যন্ত ক্ষুদ্র জিনিস সম্বন্ধে জানার প্রকট কৌতূহল। তার চেয়ে সরল মেয়ে আমি খুব একটা দেখিনি। তবে, প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে সে হয়ে উঠতে পারত রানীর মত মহিমময়ী বা বুনোদের মত হিংস্র।

যাই হোক, মাস তিনেক ভাষা শিক্ষার পর গুডের একদিন মনে হলো, খুবই ক্লান্তিকর হয়ে পড়ছে ব্যাপারটা। ক্লান্তিকর হত না, যদি বয়স্ক শিক্ষকের বদলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসত সুন্দরী যুবতী। শিক্ষকদের কথাটা একদিন খুলেই বলল গুড। বলল, যুবতী শিক্ষিকা ছাড়া ঠিক বিদেশী ভাষার গভীরে পৌঁছানো যায় না। সে যে দেশ থেকে এসেছে, সেখানে কোন আগন্তুককে ভাষা শেখানোর প্রয়োজন পড়লে নিযুক্ত করা হয় সবচেয়ে সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া মেয়েদের।

অবাক বিস্ময়ে সবকিছু শোনার পর গুডের যুক্তি মেনে নিল শিক্ষকেরা। বলল, এখানকার দর্শনও বলে, সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু যেমন প্রভাব বিস্তার করে শরীরের ওপর, তেমনি মনের ওপর প্রভাব ফেলে সুন্দর জিনিস। সুতরাং সেরকম শিক্ষক হলে ভাষা শিক্ষাটা তাড়াতাড়ি হবারই সম্ভাবনা। তাছাড়া, এখানকার মেয়েরা বাকপটু বলে মৌখিক পরীক্ষাতেও ভাল ফল হতে পারে।

তাদের সমস্ত কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল গুড। শেষমেষ আমাদের ইচ্ছেটা গভীরভাবে বিবেচনা করা হবে, এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল শিক্ষকেরা।

এই ঘটনার কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি আমি বা স্যার হেনরি। ফলে, পরদিন সকালে যখন শিক্ষকদের বদলে এল তিন অসামান্যা সুন্দরী, আমাদের অবস্থাটা কেমন হলো, সহজেই অনুমেয়। লজ্জারাঙা কণ্ঠে মেয়েগুলো বলল, এখন থেকে তারাই আমাদের ভাষা শেখাবে। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি আমরা, এমনসময় গুড বলল, শিক্ষকেরা বলেছে যে, তাদের যতটুকু শেখাবার, তারা শিখিয়েছে। এখন পরবর্তী শিক্ষার কাজটা সম্পন্ন হওয়া উচিত মেয়েদের কাছে। ঘটনাটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে পরামর্শ চাইলাম স্যার হেনরির কাছে।

'দেখো,' বললেন তিনি, 'মেয়েগুলো তো এসেই পড়েছে, তাই না? এখন ফিরিয়ে দিলে খুবই মনকষ্ট পাবে তারা। এতটা অভদ্র আচরণ করা ঠিক হবে না। এমনিতেই যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছে বেচারিরা।'

ইতিমধ্যে অবশ্য সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির কাছে পড়া শুরু হয়ে গেছে গুডের। সুতরাং কি আর করা, ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে আমিও বসে পড়লাম একজনের কাছে। ভালভাবেই সেদিনের শিক্ষাপর্ব শেষ করলাম আমরা। মেয়েগুলো ভীষণ চালাক, আমরা মারাত্মক ভুল করলে শুধু মুচকি হাসল। পড়ার ব্যাপারে অত মনোযোগী হতে গুডকে কোনদিন দেখিনি। স্যার হেনরিও যেন নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছেন। 'এরকম মনোযোগ এখন সবসময় থাকলেই হয়,' মনে মনে ভাবলাম আমি।

পরদিনের শিক্ষাপর্ব হলো আরও প্রাণবন্ত। আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে জানতে চাইল তারা, আমরাও যথাসম্ভব জবাব দিলাম জু-ভেনডিতে। গুড ওর শিক্ষিকাকে বলল, চাঁদের কাছে সূর্য যেমন সৌন্দর্য, ইউরোপের মেয়েদের তুলনায় তার সৌন্দর্য ঠিক তেমনি। জবাবে সামান্য মাথা নেড়ে মেয়েটি বলল, সে একজন অতিসাধারণ শিক্ষিকা ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং তাকে নিয়ে এরকম নির্দয় ঠাট্টা করা অনুচিত। পরে ছোট্ট একটা গানের আসর বসানো হলো। এখানকার প্রেমের গানগুলো সত্যিই নাড়া দেয়।

তৃতীয় দিনে আমরা একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। শিক্ষিকার কাছে নিজের

www.BanglaBook.org

অতীত ভালবাসার গল্প ফেঁদে বসল গুড। শুনতে শুনতে এতই কাতর হয়ে উঠল মেয়েটি যে, একজনের দীর্ঘশ্বাস মিশে যেতে লাগল আরেকজনের সাথে। আমার নীলনয়না শিক্ষিকার সাথে আমি মেতে উঠলাম জু-ভেন্‌ডিসের শিল্পকলার গল্পে, ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না, আমার পিঠে একটা আরসোলা ছেড়ে দেয়ার মতলব করছে সে। ওদিকে স্যার হেনরি গল্প জুড়ে দিয়েছেন ওয়াকফোর্ড স্কুইয়্যারস-এর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে। জু'ভেন্‌ডিতে হাতের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করল মেয়েটি, সাথে সাথে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন স্যার হেনরি। চোখের প্রতিশব্দ বলতেই চোখ রাখলেন বাদামী একজোড়া চোখে; ঠোঁটের প্রতিশব্দ বলতেই–ঠিক এই সময় পিঠে আরসোলা ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে পালাল আমার সুন্দরী শিক্ষিকা।

এই আরসোলা জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। লাফিয়ে উঠে একটা কুশন ছুঁড়ে দিলাম মেয়েটির দিকে। আর, ঠিক এইসময়ে–কি লজ্জার ব্যাপার–দুজন রক্ষীসহ প্রবেশ করল নাইলেপথা। কুশনটা তো আর ফেরানো যাবে না, ওটা গিয়ে আঘাত হানল এক রক্ষীর মাথায়। কিন্তু এমন একটা ভাব করলাম, যেন কুশনটা আমি ছুঁড়িনি। ওদিকে দীর্ঘশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে গুডের, গলা ফাটিয়ে জু-ভেন্‌ডি ভাষার বারোটা বাজাতে লাগল সে। হাস্যকর ভঙ্গিতে শিস্ দিতে লাগলেন স্যার হেনরি। আর, একেবারে বোবা বনে গেল তিন মেয়ে।

নাইলেপথার মুখ প্রথমে লাল টকটকে, পরে মৃতের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'রক্ষী,' শান্ত স্বরে ওয়াকফোর্ড স্কুইয়্যারস-এর শিষ্যার দিকে আঙুল তুলে বলল নাইলেপথা, 'ওই মেয়েটিকে শেষ করে দাও।'

ইতস্তত করতে লাগল রক্ষী দুজন।

'আমার কথা কানে গেছে,' আবার উচ্চারিত হলো শান্ত স্বরে, 'নাকি যায়নি?'

এবার বর্শা উঁচিয়ে এগোল তারা। আর, সেইসময়ে সংবিৎ ফিরে পেয়ে স্যার হেনরি দেখলেন, হাসিখুশিময় একটা পরিবেশ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে যাচ্ছে।

'থামো!' আতঙ্কে অসাড় হয়ে যাওয়া মেয়েটির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি। 'ছি, রানী, ছি! ওকে তুমি মারতে পারবে না।'

'ওর জন্যে খুব দরদ দেখছি,' রাগে জ্বলতে জ্বলতে বলল নাইলেপথা; 'কিন্তু ও মরবে–মরবেই,' মাটিতে পা ঠুকল সে।

'বেশ,' বললেন তিনি; 'তাহলে আমিও মরব ওর সাথে। রানী, আমি তোমারই অনুগত। আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি।' বো করে উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে রানীর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

'তোমাকেও মারতে চেয়েছিলাম আমি,' বলল রানী; 'খুব খারাপ ব্যবহার করেছ তুমি আমার সাথে।' সুন্দর দুটো চোখ থেকে গড়িয়ে এল পানি। সাথে সাথে তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন স্যার হেনরি। একটু আগের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দৃশ্যটা কেমন যেন অবাস্তব ঠেকল আমার কাছে। খানিক পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল নাইলেপথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল একজন রক্ষী। বলল, মেয়েগুলোকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। তবে, শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে তাদের। যাই হোক, কাজ চালানোর মত জু-ভেন্‌ডি কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে ওরা। আমাকে যে মেয়েটি শেখাচ্ছিল, আরসোলার ঘটনাটা ভুলে গিয়ে আমার প্রিয় ছয় পেনির ফুটোওয়ালা মুদ্রাটা উপহার দিলাম তাকে। তারপর আমাদের পড়ানোর জন্যে আবার ফিরে এল আগের শিক্ষকেরা। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেই রাতে খুব ভয়ে ভয়ে খেতে গেলাম আমরা, কিন্তু নাইলেপথা এল না। তার নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে। তিনদিন ভোগার পর ভাল হলো সে এবং চতুর্থ রাতে খাবার টেবিলে যোগ দিল। খাবার পর সে বলল, এ যাবৎ আমরা কতটা শিখলাম, তার একটা পরীক্ষা নেয়া দরকার। পরীক্ষা শেষে খুবই খুশি হলো সে। বলল, এবার সে নিজে আমাদের একটা জিনিস শেখাতে চায়।

যতক্ষণ আমরা কথা বললাম, হাসাহাসি করলাম, হাতির দাঁতের একটা চেয়ারে বসে বসে সব লক্ষ করল সোরাইস। মাঝেসাঝে দু'একটা কথা বলল আর মুচকি মুচকি হাসল। ওদিকে আই-গ্লাসের ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল গুড, যেন ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করছে সৌন্দর্যের কাছে। সোরাইসকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ একটা উপলব্ধি হলো আমার। নাইলেপথাকে ভীষণ ঈর্ষা করে সে। এটা আমাকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলল যে, সে-ও ঝুঁকে পড়েছে স্যার হেনরির ওপর। অবশ্য আমি যে নিশ্চিত হলাম, তা নয়। সোরাইসের মত ঠাণ্ডা মেয়েকে বোঝা খুবই কঠিন। তবে, ছোটখাট দু'একটা জিনিস আমি ঠিকই লক্ষ করেছি। আর, হাতি শিকারীরা শুকনো ঘাস উড়িয়ে দিয়েই বাতাসের গতি বুঝতে পারে।

কেটে গেল আরও তিনটে মাস। জু-ভেন্‌ডি ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠলাম আমরা। জনসাধারণ থেকে সভাসদ, সবাই খুব পছন্দ করতে লাগল আমাদের। গ্লাস তৈরির কৌশল শিখিয়ে দিলেন স্যার হেনরি, স্টীম এঞ্জিন ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন শিক্ষিত মানুষের সমাবেশে।

কিছুদিন পর জনসাধারণ বলল, আমাদের আর কোনমতেই দেশের বাইরে যেতে দেয়া চলবে না। দুই রানীর দেহরক্ষী বাহিনীর অফিসার পদে নিয়োগ করা হলো আমাদের, প্রাসাদে বরাদ্দ করা হলো স্থায়ী বাসস্থান। এমনকি, জাতীয় নীতির ব্যাপারেও পরামর্শ চাওয়া শুরু হলো।

ওদিকে পরোক্ষভাবে পুরোহিতদের মহাশত্রু হয়ে উঠলাম আমরা। কারণ, এতদিন যাবৎ ওরাই ছিল জু-ভেন্‌ডিসের একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। কিন্তু আমাদের সাথে মেশার পর জনসাধারণ আর ওদের খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিল না। তাছাড়া, আমাদের অত বড় পদ দেয়াও তাদের রাগের কারণ।

আরেকটা ভয়ের ব্যাপার হলো, নাস্‌টার নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে বড় জমিদারেরা। আমাদের ওপর নাস্‌টার অপরিসীম ঘৃণা। কারণ, নাইলেপথাকে বিয়ে করার খুব একটা খায়েস ছিল তার। কিন্তু আমরা হয়েছি তার পথের কাঁটা। আমরা এখানে আসার পর থেকেই তার ওপর সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে

www.BanglaBook.org

ফেলেছে নাইলেপথা।

এক রানী হাতছাড়া হয়ে যাবার পর তার মনোযোগ গেল সোরাইসের দিকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মনে হলো, সে যেন কোন পাহাড়কে প্রেম নিবেদন করেছে। এরপর কিছু তিক্ত ঠাট্টা তার প্রেমের সমাধি রচনা করল। রেগে মেগে শেষমেষ সিদ্ধান্ত নিল নাস্‌টা–তার অধীনের তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে রাজধানী আক্রমণ করবে, আমাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে তোরণ সাজাবে মিলোসিসের।

গোপন সূত্রে খবরটা পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নাইলেপথা। রাতে খাবার টেবিলে বসে আমাদের সবকিছু খুলে বলল সে।

ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন স্যার হেনরি।

'তা, রানী নাস্‌টাকে কি জবাব দেবে?' বললাম আমি।

'জবাব, মাকুমাজন?' মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে। 'আমি জানি না। তাছাড়া, অসহায়া একটি মেয়ে তিরিশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে কি করতে পারে?' গাঢ় চোখে সে তাকাল কার্টিসের দিকে।

পরামর্শ করার জন্যে উঠে পাশের একটা ঘরে গেলাম আমরা। 'কোয়াটারমেইন, একটা কথা আছে,' বললেন স্যার হেনরি। 'শুনুন। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুই বলিনি, কিন্তু আমার ধারণা, আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করেছেন। নাইলেপথাকে ভালবেসে ফেলেছি। এখন কি করা যায়, বলুন তো?'

'আজরাতেই কথা বলুন নাইলেপথার সাথে,' বললাম আমি। 'এটাই সুবর্ণ সুযোগ, হারালে আর পাবেন না। ওকে বলুন, মাঝরাতে ও যেন দেখা করে বড় হলঘরের র‍্যাডেমাসের মূর্তির কাছে। আমি পাহারা দেব। আর সময় নেই, কার্টিস, যা করার করতে হবে এখনই।'

এবার আরেকটা ঘরে গেলাম আমরা। হাতদুটো সামনে রেখে অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে বসে আছে নাইলেপথা। কিছুটা সরে গল্প করছে গুড ও সোরাইস।

সময় কেটে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না স্যার হেনরি। এদিকে আমি জানি, আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে যাবে রানীরা। কি করা যায়, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

বো করে বললাম, 'অনুগ্রহ করে রানী কি তার অনুগতদের গান গেয়ে শোনাবে? আজরাতে আমাদের মন খুব ভার হয়ে আছে।'

'আমার গান, মাকুমাজন, কারও মনের ভার হালকা করতে পারে না। তবু গাইছি, যদি তোমরা আনন্দ পাও।' টেবিলের ওপর থেকে জিথ্যার জাতীয় একটা বাদ্যযন্ত্র তুলে নিল সোরাইস, টোকা দিল তারে।

হঠাৎ করেই শুরু হয়ে গেল গান। সোরাইসের কণ্ঠ অসাধারণ। সুর চড়তে চড়তে শেষে যেন গলে যেতে লাগল। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ আর হারানোর বেদনা যেন তাতে মেশানো।

আমার শুধু মনে হলো, গানটা যদি লিখে রাখতে পারতাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গানের দ্বিতীয় স্তবক শুরু হতেই ফিসফিস করে বললাম, 'এখনই, কার্টিস, আর দেরি নয়।'

'নাইলেপথা,' বললেন তিনি, 'আজরাতে তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। অত্যন্ত জরুরী। দয়া করে "না" বোলো না।'

'তা কি করে সম্ভব?' সামনের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল নাইলেপথা; 'রানীদের জীবন অন্যান্যদের মত সহজ নয়। সবসময়েই আমাকে ঘিরে থাকে লোক, নজর রাখে আমার ওপর।'

'শোনো, মাঝরাতে র‍্যাডেমাসের মূর্তির কাছে থাকব আমি। জায়গাটা পাহারা দেবেন মাকুমাজন, সাথে থাকবে সেই জুলু। এসো কিন্তু, রানী।'

'ব্যাপারটা সুবিধে ঠেকছে না। আগামীকাল–'

এইসময়ে শেষ হয়ে এল গান। সুরের শেষ রেণুগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে, ধীরে ধীরে মুখ ফেরাচ্ছে সোরাইস।

'যাব আমি,' চকিতে বলল নাইলেপথা।

ষোলো

এখন রাত–গভীর রাত। মেঘের মত স্তব্ধতা ছেয়ে আছে মিলোসিসের ওপর।

অতি সন্তর্পণে দুর্বৃত্তদের মত এগিয়ে চলেছি আমি, স্যার হেনরি কার্টিস আর আমস্লোপোগাস। ইতিমধ্যে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল একজন প্রহরী, আমার সঙ্কেত পেয়ে সরে গেছে। রানীর দেহরক্ষী বাহিনীর অফিসার হিসেবে বিনা বাধায় যেখানে খুশি যাবার অধিকার আমাদের রয়েছে।

নিরাপদেই হলঘরে পৌঁছলাম আমরা। ভীষণ স্তব্ধ হয়ে আছে সম্পূর্ণ ঘরটা। ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় আমাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল দেয়ালে দেয়ালে। শতাব্দী প্রাচীন রাজাদের আত্মা যেন দেহধারণ করেছে আবার।

জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে। কফিনের ওপর সাদা ফুলের মত দেয়ালের জানালাহীন খোলা পথে চন্দ্রালোক এসে পড়েছে মার্বেলের মেঝের ওপর।

র‍্যাডেমাসের মূর্তির কাছে পাশাপাশি দাঁড়ালাম আমি ও স্যার হেনরি, কয়েক ধাপ সরে অন্ধকারের মধ্যে আমস্লোপোগাস।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ কার্টিসের দ্রুত শ্বাস সচকিত করে তুলল আমাকে। কোন্ সুদূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ একটা শব্দ, যেন সারিবদ্ধ মূর্তিগুলো ফিসফিস করে বলছে পুরনো কালের কথা।

কাপড়ের খসখস শব্দ কানে এল। ছোপ ছোপ চাঁদের আলোয় এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। একটু পরই আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল নাইলেপথা।

তার চারপাশ ঘিরে আছে চাঁদের আলোর বন্যা একটা হাত হৃৎপিণ্ডের ওপরে, তার নিচে ওঠানামা করছে ধবধবে সাদা বুক। মাথায় ঢিলে করে বাঁধা কারুকার্যময় রুমালে ঢাকা পড়েছে মুখের একটা পাশ। আর, এতে করে সৌন্দর্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও বেড়ে গেছে তার। কারণ, সৌন্দর্য রহস্যময়–কিছুটা কল্পনায় গড়ে নেয়ার জিনিস। সম্পূর্ণ উন্মোচিত হলে তার মহিমা খর্ব হয়। রক্তমাংসের খোলস ছেড়ে সে যেন স্বর্গের দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দুজনেই বো করলাম।

'আমি এসেছি,' ফিসফিস করে বলল সে, 'কিন্তু খুব বিপদ মাথায় করে। তোমরা জানো না, আমাকে কিভাবে পাহারা দিয়ে রাখা হয়। পুরোহিতের দল, সোরাইস, রক্ষী–সবাই নজর রাখে আমার ওপর, এমনকি নাস্‌টা-ও। সাবধান হওয়া দরকার ওর!' মাটিতে পা ঠুকল সে। 'আমি রানী, ইচ্ছে করলে এখনও প্রতিশোধ নিতে পারি। সাবধান হোক ও, নইলে, হাতটা ওর হাতে তুলে দেয়ার বদলে হয়তো গর্দানটাই নিয়ে নেব,' হাসল সে।

'তুমি আমাকে আসতে বলেছ, ইনকুবু। নিশ্চয় রাষ্ট্রীয় কোন কাজে, কারণ, সবসময়েই তুমি চিন্তা করো রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মঙ্গলের কথা। তাই তো এলাম। তবে, অন্ধকারে একা আসতে ভয় লেগেছে,' আবার হাসল সে।

আমি কিছুটা দূরে সরে যেতে চাইলাম। কারণ, 'রাষ্ট্রীয় কথা' সবার না শোনাই ভাল। কিন্তু রানী আমাকে যেতে দিল না।

'তুমি ভাল করেই জানো, নাইলেপথা,' বললেন স্যার হেনরি, 'সেসব কোন কথা বলার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি। রসিকতা ছেড়ে যা বলার, সোজাসুজি বলাই ভাল। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

কথাটা শুনে চকিতে যেন একটা দীপ্তি খেলে গেল নাইলেপথার মুখে।

'তুমি বলছ, আমায় ভালবাসো,' নিচু স্বরে বলল সে, 'কথাটা শুনতে সত্যিই মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক কি করে বুঝব, কথাটা সত্যি?'

'তবু,' বলে চলল সে, 'আমাকে ভালবাসার জন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, জাতি হিসেবে তাদের কাছে জু-ভেন্‌ডি কিছুই নয়। আমার ক্ষুদ্র ভালবাসা তার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু তার ভালবাসাই আমার কাছে সবকিছু।

'কিন্তু কেমন করে আমি বুঝব,' বলেই চলল সে, জু-ভেন্‌ডিতে প্রথম পুরুষে কথা বলার খুব চল, 'সে একমাত্র আমাকেই ভালবাসে? কেমন করে বুঝব, আমাকে ফেলে সে নিজের দেশে ফিরে যাবে না? বলে দাও, এসব কেমন করে জানব আমি?' দুটো হাত একত্র করে স্যার হেনরির দিকে চেয়ে রইল সে।

'নাইলেপথা,' বললেন স্যার হেনরি, 'আমি বলেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু কতখানি ভালবাসি, এটা কি করে বোঝাব? ভালবাসা পরিমাপ করার কি কোন উপায় আছে? তবু, চেষ্টা করে দেখি। জীবনে অন্য কোন মেয়ের দিকে কখনও তাকাইনি, এ-কথা বলব না। তবে, ভালবেসেছি শুধু তোমাকেই। মৃত্যু পর্যন্ত এ ভালবাসা অটুট থাকবে। মৃত্যুর পরও থাকবে। অনন্তকাল ধরে। তোমার কণ্ঠই আমার সঙ্গীত, স্পর্শ–তৃষ্ণার জল। তুমি থাকলে সুন্দর হবে আমার পৃথিবী, না থাকলে শুধুই অন্ধকার। তোমার জন্যে বাড়ি-ঘর-দেশ সব ত্যাগ করতে পারি আমি। তোমার পাশেই আমি বেঁচে থাকতে চাই, নাইলেপথা, মরবও তোমার পাশেই।'

মূর্তির বেদীতে হেলান দিলেন স্যার হেনরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব ধীরে মাথা তুলল নাইলেপথা, পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করল স্যার হেনরির চোখে, যেন পড়ে নিতে চায় তাঁর আত্মার ভাষা। অনেকক্ষণ পর নিচু, কিন্তু স্পষ্ট স্বরে কথা বলে উঠল সে।

'বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। যদি কোনদিন দেখি, এ-কথা মিথ্যে, তাহলে বুঝব, এই-ই ছিল আমার ভাগ্যে। তোমার হাতে হাত রাখব আমি। ঠোঁটে রাখব ঠোঁট, যে ঠোঁট কখনোই অন্য কোন ঠোঁটের স্পর্শ পায়নি। এই রাজ্য, পবিত্র পাথর ও সূর্যের নামে শপথ করে বলছি, তোমার জন্যেই বেঁচে থাকব আমি, মরতে হলে মরব। শপথ করছি, মৃত্যু ও তার পরবর্তী কাল পর্যন্ত, অবশ্য মৃত্যুর পরে যদি সত্যিই কোন জগৎ থাকে, শুধু তোমাকেই ভালবেসে যাব। এখন থেকে তোমার ইচ্ছেই হবে আমার ইচ্ছে; তোমার পথই আমার পথ।'

এরপর ওদের মধ্যে আর কি কথা হয়েছিল, বলতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম আমস্লোপোগাসের দিকে।

গিয়ে দেখি, চিরাচরিত ভঙ্গিতে ইনকোসি-কাসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো জুলু। মুখে অদ্ভুত এক হাসি নিয়ে দেখছে স্যার হেনরি ও নাইলেপথার কাণ্ড।

'মাকুমাজন,' বলল সে, 'হয়তো বুড়ো হয়ে যাবার জন্যেই এমনটা মনে হচ্ছে আমার, কিন্তু তোমাদের, সাদা মানুষদের চালচলন আমি কখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখো, কেমন করছে একজোড়া ঘুঘু। কিন্তু আমি ভেবে পাই না, এত ঝামেলার দরকারটা কি। তার একজন বৌ দরকার, তার দরকার একজন স্বামী, তাই তো? তাহলে ইনকুবু বলদ-টলদ দিয়ে (জুলু রীতি) ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলছে না কেন? এতে করে কত ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যাবে, আমরাও রাতে ঘুমাতে পারব। তা নয়, শুধু গুজুরগুজুর-ফুসুরফুসুর করবে, আর চপ্ চপ্ করে চুমু খাবে। যত্তোসব পাগলামি, ধুত্তোর!'

পৌনে একঘণ্টা পর 'ঘুঘুজোড়া' এল। কার্টিসকে কিছুটা বোকার মত দেখাচ্ছে; আর, মার্বেলের মেঝের ওপর চন্দ্রালোকের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলছে নাইলেপথা। আমার একটা হাত ধরে সে বলল, যেহেতু আমি তার প্রেমিকের খুব প্রিয় বন্ধু, অতএব তারও খুব প্রিয়। এরপর আমস্লোপোগাসের কুড়ালটা নিয়ে কৌতূহলের সাথে পরীক্ষা করল সে। বলল, তাকে বাঁচানোর জন্যে হয়তো একদিন এই কুড়ালটার প্রয়োজন পড়বে।

আমাদের দিকে সুন্দর করে মাথা নোয়াল সে, তারপর শেষবারের মত কার্টিসকে একনজর দেখে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পরদিন সকালে ঘটনাটা জানানো হলো গুডকে। শুনতে শুনতে সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল তার। কিন্তু ঘটনাটা কাউকে, বিশেষ করে সোরাইসকে কোনমতেই বলা যাবে না শুনে, কিছুটা হতাশ হলো সে।

কিছুক্ষণ পর যথারীতি সভাকক্ষে গেলাম আমরা। কিন্তু গতরাতের ঘটনার সাথে আজকের এতই পার্থক্য হলো যে, মনে মনে না হেসে পারলাম না। যদি দেয়াল কথা বলতে পারত, নিশ্চয় অদ্ভুত গল্প শোনাত তারা।

মেয়েরা এতটা অভিনয় করতে পারে! নাইলেপথা সিংহাসনে আসন গ্রহণ

www.BanglaBook.org

করার খানিক পর অফিসারের পূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে এলেন স্যার হেনরি। কিন্তু সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন মাথা নোয়ালেন, নিতান্ত অবহেলাভরে অভিবাদন গ্রহণ করেই মুখ একপাশে ঘুরিয়ে নিল নাইলেপথা। আজকের সভায় লোক গিজগিজ করছে। কারণ, সারা শহরে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, আজ নাস্‌টা খোলাখুলি বিয়ের প্রস্তাব দেবে রানীকে।

পুরোহিতের দল নিয়ে এসেছে অ্যাগন। মাঝেমাঝে প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে সে। কর্মচারীদের নিয়ে এসেছে প্রায় সমস্ত জমিদার। তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নাস্‌টা। গভীর চিন্তাভরে ঘন ঘন কালো দাড়ি নাড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, অস্বাভাবিক এক অস্বস্তিতে ভুগছে সে।

দরকারী কাগজপত্র সই করার দীর্ঘ কাজটা শুরু হলো। একের পর এক কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে কর্মচারীরা, সই করে যাচ্ছে দুই রানী। কাজটা শেষ হবার পর আমাদের তিনজনকে 'লর্ড' বলে ঘোষণা করা হলো। বেশ কিছু জমি বরাদ্দ দেয়া হলো আমাদের নামে। ওদিকে ফিসফিসানি শুরু হলো জমিদারদের মধ্যে। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল নাস্‌টা।

ঘোষণা শেষ হবার পর এগিয়ে গিয়ে নাইলেপথাকে অভিবাদন করল নাস্‌টা। প্রার্থনা জানাল একটা আবেদন পেশ করার।

ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল নাইলেপথার মুখ। তবু, প্রত্যভিবাদন করে আবেদন পেশ করার অনুমতি দিল সে। কোন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে গেল না নাস্‌টা, সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে বসল।

রানী কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল অ্যাগন। নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাল, এ-বিয়ে রাজ্যকে শক্তিশালী করবে, নিশ্চিত করবে সিংহাসনের অধিকার, সূর্য দেবতার আশীর্বাদও পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-বিয়ে অবশ্য সত্যিই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু কুমারী হৃদয় তো আর সবসময় রাজনীতির অনুশাসন মেনে চলতে পারে না।

প্রধান পুরোহিতের বক্তব্য শেষ হতে জবাব দেয়ার জন্যে তৈরি হলো নাইলেপথা। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সোরাইস তার কানে কানে বলল, 'জবাব দেয়ার আগে ভাল করে ভেবে দেখো। মনে হচ্ছে, তোমার কথার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের সিংহাসন।'

নাইলেপথা কোন কথা বলল না। মৃদু হেসে আবার সিংহাসনে হেলান দিল সোরাইস।

'সত্যি কথা বলতে কি,' শুরু করল নাইলেপথা, 'আমার মত সাধারণ একজন মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ে খুবই সম্মান প্রদর্শন করেছে নাস্‌টা। উপরন্তু অ্যাগন বলেছে, এ বিয়েতে সূর্য দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। আমি মত দিলে বোধ হয় বিয়েটা পড়াতে একটুও দেরি করবে না সে। তোমাকে ধন্যবাদ, নাস্‌টা, তোমার কথা আমি কোনদিনই ভুলব না। কিন্তু কথা হলো, এখন বিয়ে করার কোনরকম ইচ্ছে আমার নেই। তোমাকে আবার ধন্যবাদ, নাস্‌টা,' বলে উঠে পড়ার মত একটা ভঙ্গি করল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগে, অপমানে প্রায় দাড়ির মতই কালো হয়ে গেল নাস্‌টার মুখ।

'সুন্দর বক্তব্যের জন্যে রানীকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল সে, 'তার কথাগুলো জমা রইবে আমার অন্তরের অন্তস্তলে। এখন আরেকটা আবেদন পেশ করছি। আমি ফিরে যেতে চাই উত্তরে। আমার নিজের শহরে। আমার প্রস্তাবে রানী হাঁ কি না বলা পর্যন্ত আমি ওখানেই থাকব। ইতিমধ্যে আগন্তুক জমিদারদের নিয়ে রানী যদি আমার ওখানে বেড়াতে যায়, খুবই খুশি হব। আমার দেশ গরীব, আমরা গরীব পাহাড়ী। তবে, তিরিশ হাজার সৈন্য আছে আমাদের। আশা করি অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি হবে না।'

নাস্‌টার মুখে বিদ্রোহের প্রায়-পরিষ্কার ঘোষণা শুনে চুপ মেরে গেল দরবারের সবাই, কিন্তু ঝাঁজিয়ে উঠল নাইলেপথা।

'যাব, নিশ্চয় যাব, নাস্‌টা। আগন্তুক জমিদারদের সাথে নিয়েই যাব। যেসব পাহাড়ীরা তোমাকে "যুবরাজ" বলে ডাকে, তাদের প্রত্যেকের বদলে দুজন করে নিয়ে যাব, যারা আমাকে ডাকে রানী বলে। ততদিন পর্যন্ত বিদায়।'

বেজে উঠল ভেরী, সিংহাসন ত্যাগ করল দুই রানী। আমি বাড়ি ফিরলাম, আসন্ন গৃহযুদ্ধের চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

এর পরের কয়েকটা সপ্তাহ কিছুই ঘটল না। লোক জানাজানির ভয়ে খুব একটা সাক্ষাৎ করল না কার্টিস ও নাইলেপথা। তবে, কিছু করুক বা না করুক, খুব মৃদু আকারে—অন্ধকার ঘরে মাছির গুঞ্জনের মত—শুরু হয়ে গেল গুজব।

সতেরো

যে আশঙ্কাটাকে এতদিন মনে হচ্ছিল সুদূরের মেঘের মত, সেটাই এখন ধীরে ধীরে ঝড়ের আকার ধারণ করছে। অর্থাৎ, স্যার হেনরির প্রতি উথলে উঠছে সোরাইসের ভালবাসা।

স্যার হেনরি পড়েছেন মহা ফাঁপরে। সোরাইসকে খুলে বলতে পারছেন না, তার বোনকে বিয়ে করবেন। এদিকে সোরাইসের পেছনে অযথা লেগে রয়েছে গুড।

দুর্দশার মধ্যেই হাস্যকর সব কাণ্ড করছে গুড। তার একটা হলো, লেখালেখি। এ ব্যাপারে আমাদের তিনজন শিক্ষকের মধ্যে সবচেয়ে গম্ভীরটির পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগল সে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন কোন ভাষায় কবিতা বা গান রচনা করা কি চাট্টিখানি কথা! ফলে, শেষমেষ গুডের প্রেমের গানের অবস্থা হলো এরকম—'আমি তোমাকে চুমু খাব, ওগো, আমি তোমাকে চুমু খাব!'

ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর মত জু-ভেনাইডসেও সেরিনেইড-এর* (serenade) প্রচলন আছে। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে উদ্দেশ করেও গাওয়া হয় পৃথিবীর যাবতীয় অর্থহীন গান। কিন্তু তাতে কেউ কিছু মনে করে না।

* (প্রধানত জানালার নিচে দাঁড়িয়ে) প্রেমিকার উদ্দেশে গাওয়া প্রেমিকের নৈশসঙ্গীত।

www.BanglaBook.org

তো, এই প্রথার সুযোগ নিতে মনস্থ করল গুড। স্থানীয় একটা জিথ্যার বগলদাবা করে সে রওনা দিল সোরাইসের ঘরের উদ্দেশে। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ওর গানের চোটে ছুটে গেল ঘুম।

জানালার কাছে গিয়ে দেখি, পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে গুড। পরনে ঢেউ খেলানো, লম্বা সিল্কের আলখাল্লা, মাথায় উটপাখির পালক লাগানো টুপি। ওর গান শুনে পরিচারিকাদের ঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে চাপা হাসি, কিন্তু সোরাইসের ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। ভাবসাব দেখে মনে হলো, সারারাতেও শেষ হবে না এই স্বরচিত প্রেমের গানের পালা। সুতরাং জানালা দিয়ে মাথা বের করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'দোহাই লাগে, গুড, যে কাজটা করতে চাচ্ছ, সেটা সবাইকে এভাবে না জানিয়ে চুপি চুপি সেরে ফেলো–আমরাও একটু ঘুমাই!' চমকে উঠে থেমে গেল গুড। সে রাতের মত এখানেই সেরিনেইড-এর পরিসমাপ্তি।

জীবনের দুঃখময়, করুণ ঘটনাগুলোর মাঝেও কিছু না কিছু কৌতুক লুকিয়ে থাকে, যেগুলো আমাদের মানসিক দিকটা সজীব রাখে। মানুষের জীবনে সেন্স অভ হিউমার একটা অমূল্য জিনিস। বোর্ড স্কুলগুলোতে এ ব্যাপারে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা উচিত–বিশেষ করে স্কটল্যান্ডেরগুলোতে।

তো, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, স্যার হেনরি যতই এড়িয়ে যেতে চাইলেন, ততই আগ্রহ বাড়ল সোরাইসের। শেষমেষ একদিন ঘটে গেল চূড়ান্ত ঘটনা। বাজপাখি নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে গুড, স্যার হেনরি ও আমি বসে বসে আলোচনা করছি সোরাইস সম্বন্ধে, এমনসময় চিঠি নিয়ে হাজির হলো এক সভাদূত। লর্ড ইনকুবুকে এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কক্ষে ডেকে পাঠিয়েছে রানী সোরাইস।

'ওহ্!' গুঙিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি। 'আমার বদলে আপনি গেলে হয় না?'

'না,' স্পষ্ট করে বললাম আমি। 'এর চেয়ে বরং বন্দুক হাতে আহত হাতির মোকাবিলা করব। আপনার ব্যাপার আপনিই সামলান। একটা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও এই কাজে যাব না আমি।'

'কিন্তু আমাকে আদেশ করার কি অধিকার আছে এই রানীর? আমি যাব না।'

'যেতে আপনাকে হবেই; কারণ, আপনি তার অফিসার একজন। আপনি যে আদেশ পালন করতে বাধ্য, এটা সে ভাল করেই জানে।'

'তো আর কি, যাই। এখন পিঠে একটা ছুরি ঢুকিয়ে না দিলেই হয়। আমার বিশ্বাস, এই কাজটা সে অনায়াসেই পারবে।' ভয়ে ভয়ে বললেন তিনি।

চুপচাপ পৌনে একঘণ্টা মত বসে থাকার পর ফিরলেন তিনি। যাবার সময় যেমন দেখেছিলাম, অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।

'মদ-টদ কিছু দেন তো,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন তিনি।

একপাত্র ওয়াইন হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কি।

'ব্যাপার? ঝামেলা যদি সত্যিই কিছু থাকে, তো সেটা শুরু হলো কেবল। আপনার এখান থেকে সোজা গেলাম সোরাইসের ব্যক্তিগত কক্ষে। জায়গাটা বেশ

www.BanglaBook.org

সুন্দর। সিল্কের একটা কৌচে বসে একা একা জিথ্যার বাজাচ্ছে সে। প্রথমটায় আমাকে লক্ষই করল না। একমনে জিথ্যার বাজাল, আর মাঝে মাঝে গাইল অপূর্ব গান। অবশেষে মুখ তুলে চাইল সে। হাসল।

"তাহলে এসেছ তুমি,' বলল সে। 'আমি ভাবলাম, হয়তো রানী নাইলেপথার কাজে গেছ। তুমি তো সবসময় ওর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকো। তবে, সত্যিই তুমি অনুগত বটে।'

'এই কথায় মাথা নোয়ালাম আমি।

"হ্যাঁ, তোমার সাথে আমার কথা আছে, বসো।' সরে জায়গা করে দিল সে।

"তা কি করে হয়,' বললাম আমি, 'রানীর পাশে তো আমি বসতে পারি না।'

"আমি বলছি, তুমি বসো,' বলল সে। অগত্যা বসতে হলো আমাকে। নিচু স্বরে দু'একটা কথা বলা ছাড়া, কালো কালো দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওর কালো চুলের মধ্যে গোঁজা ছিল একটা সাদা ফুল। সেটার দিকে চেয়ে চেয়ে পাপড়িগুলো গুনতে লাগলাম, কিন্তু এভাবে কতক্ষণ কাটে। অবশেষে, ওর দৃষ্টিতে, চুলের সৌরভে নাকি অন্য কোন কারণে, ঠিক জানি না–মনে হলো, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছি। অনন্তকাল পরে যেন জেগে উঠল সে।

'বলল, 'ক্ষমতা ভালবাসো, ইনকুবু?'

'বললাম, ধরনে ছোট বড় হলেও, ক্ষমতা কে না ভালবাসে।

"বেশ, ক্ষমতা তুমি পাবে,' বলল সে। 'ঐশ্বর্য ভালবাসো?'

'বললাম–বাসি।

"ঐশ্বর্যও তুমি পাবে। সৌন্দর্য ভালবাসো?'

'বললাম, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প খুবই ভাল লাগে আমার। এ কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তখন এতটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে, পাতার মত থর থর করে হাত-পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি একেবারেই অসহায়, সে যেন আমাকে জাদু করেছিল।

"ইনকুবু,' অবশেষে বলল সে, 'রাজা হতে চাও? তোমাকে গোটা জু-ভেন্‌ডিসের রাজা করতে চাই আমি, সেইসাথে তুমি হবে সোরাইসের স্বামী। শান্ত হয়ে এখন আমার কথা শোনো। হৃদয়ের গোপন কথা এ দেশের কাউকে বলিনি। কিন্তু তুমি বিদেশী, তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই। রাজমুকুট তোমার পদতলে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ইনকুবু। সেইসাথে তুমি পাবে এমন একটি মেয়েকে, যাকে অনেকেই কামনা করে। এখন তোমার কি বলার আছে–বলো। তোমার কথা মধুবর্ষণ করুক আমার দুই কানে।'

"সোরাইস,' বললাম আমি, 'ওভাবে কথা বোলো না। কারণ, তুমি যা চাইছ, তা হতে পারে না। আমি তোমার বোন, নাইলেপথার বাগ্‌দত্তা। ও ছাড়া অন্য কাউকে তো আর আমার পক্ষে ভালবাসা সম্ভব নয়।'

'কথা শেষ করে অত্যন্ত আতঙ্কিত চোখে তাকালাম সোরাইসের দিকে। কথা বলার সময় দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিল সে। উঠে দাঁড়াতে দেখলাম, ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে দু'হাত, চোখজোড়া জ্বলছে ধক ধক করে। কিন্তু চুপ করে থাকায়

www.BanglaBook.org

আতঙ্ক আরও বাড়ল আমার। পাশের একটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল একটা ড্যাগার। তার দৃষ্টি ওটার ওপর দিয়ে ঘুরে এল আমার দিকে, যেন খুন করার চিন্তাভাবনা চলছে মনে। কিন্তু ওটা সে তুলে নিল না। অবশেষে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে–

"ভাগো!"

'একমুহূর্ত আর দেরি করলাম না, হাঁপ ছাড়লাম বাইরে এসে। আরেক গ্লাস ওয়াইন দেন তো।'

স্যার হেনরির কথা শুনতে শুনতে মাথা ঝাঁকালাম আমি, ঘটনা তো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কোন্ কবি যেন বলেছেন–

'মেয়েদের ঘৃণার কাছে নরকের আগুনও তুচ্ছ।' বিশেষ করে, সে মেয়ে যদি আবার হয় রানী, আর, সে রানী যদি আবার হয় সোরাইসের মত। কোন সন্দেহ নেই, ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে আমার মাথার ওপর।

'নাইলেপথাকে এখনই সবকিছু জানানো উচিত,' বললাম আমি, 'আর, জানানোর জন্যে আমার যাওয়াই ভাল; আপনার কথায় তার মনে অন্য সন্দেহ জাগতে পারে। আজ রাতে তার রক্ষীদের প্রধান কে?'

'গুড।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হলো। কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। তবে, আমার মনে হয়, গুডকেও এসব কথা খুলে বলা দরকার।'

'যা ভাল বোঝেন, আমি আর ভাবতে পারছি না,' বললেন স্যার হেনরি। 'খুব আঘাত পাবে, বেচারি! নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, সোরাইসের ব্যাপারে ওর একটা বিশেষ আগ্রহ আছে।'

'তা ঠিক; থাক, ওকে বলার দরকার নেই। খুব শিগ্‌গিরই নিজেই সবকিছু জানতে পারবে। এখন আসল কথায় আসুন। সোরাইস কিন্তু নাস্‌টার সাথে হাত মেলাবে। যে যুদ্ধের পূর্বাভাস পাচ্ছি, সেরকম যুদ্ধ বুঝি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জু-ভেনডিসে হয়নি। ওই দেখুন কাণ্ড!' সোরাইসের ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা দুজন দূতের দিকে আঙুল নির্দেশ করলাম আমি। 'আসুন আমার পিছে পিছে,' স্পাইগ্লাস নিয়ে ছুটলাম আমাদের ছাদের ওপরের টাওয়ারটার দিকে। প্রাসাদের দেয়ালের ওপর দিয়ে তাকাতে প্রথমে চোখে পড়ল এক দূত ছুটেছে মন্দির অভিমুখে। সে যে রানীর চিঠি নিয়ে চলেছে অ্যাগনের কাছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আরেক দূত গেল কোথায়? হঠাৎ চোখে পড়ল তাকে। ঘোড়ায় চেপে তীর বেগে ছুটে চলেছে শহরের উত্তরদিকের দরজা দিয়ে।

'আরে,' বললাম আমি, 'সোরাইস তো দারুণ তৎপর মেয়ে দেখছি। খুব দ্রুত, কঠিন আঘাত হানবে সে। আপনি তাকে অপমান করেছেন। অপমানের সেই দাগ মোছার জন্যে রক্তের নদী বইয়ে দেবে সে। আর, সে নদীতে হয়তো আপনার রক্তও মিশবে, যদি সে ধরতে পারে আপনাকে। আমি নাইলেপথার কাছে চললাম। আপনি এখানেই বসে বসে সাহস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। জেনে

www.BanglaBook.org

রাখুন, সাহসেরই হবে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যদি আমার কথা ভুল হয়, বুঝব, মানব-চরিত্র উপলব্ধির বৃথা চেষ্টা করেছি পঞ্চাশ বছর ধরে।'

রানীর কাছে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। তবে, সে আশা করছিল কার্টিসকে, আমাকে দেখে খুব একটা খুশি হলো না।

'ওর কি হয়েছে, বলো তো, মাকুমাজন, এল না কেন? অসুখ করেছে?'

বললাম, যথেষ্ট ভাল আছে সে। তারপর অকারণ কথা আর না বাড়িয়ে খুলে বললাম সমস্ত ঘটনা। শুনতে শুনতে রেগে আগুন হয়ে গেল সে।

'এরকম একটা গল্প বলার জন্যে তুমি আমার কাছে এলে কোন্ সাহসে?' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমার প্রভু আমার বোন সোরাইসের সাথে প্রেম করছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'ক্ষমা করো, রানী, আমি বলেছিলাম, সোরাইসই প্রেম করছে তোমার প্রভুর সাথে।'

'থাক, আর কথার জাল বুনতে হবে না। দুটো কথার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? একজন দিচ্ছে, আরেকজন নিচ্ছে; কিন্তু উপহারটা ঠিকই পাচ্ছে কেউ না কেউ। তাহলে দু'জনের মধ্যে কে বেশি অপরাধী, এ নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? সোরাইস্! ওকে ঘৃণা করি আমি। সোরাইস্ আমার বোন, তাছাড়া, সে রানী। প্রলোভন না দেখালে একজন রানী অতটা নিচে নামতে পারে না। কবি সত্যি কথাই বলেছে যে, পুরুষ মানুষ হলো সাপ, তাকে ছুঁলেও বিষ লাগে, কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না।'

'তোমার মন্তব্যটি চমৎকার, রানী। কিন্তু আমার মনে হয়, কবিকে তুমি ভুল বুঝেছ। তুমি ভাল করেই জানো, তোমার কথাগুলোর মধ্যে বোকামি ছাড়া আর কিছু নেই। আর, এখন বোকামি করার সময় নয়।'

'কি বললে?' রাগে ফেটে পড়ে পা ঠুকল সে। 'আমার প্রতারক প্রভু কি গল্পটা বলার সাথে সাথে আমাকে অপমান করতেও বলেছে? বিদেশী হয়ে একজন রানীর সাথে এভাবে কথা বলার সাহস তোমার আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে, সাহস আসছে। এখন শোনো। যে সময়টা তুমি এই বাজে রাগের পেছনে ব্যয় করবে, সেটা কেড়ে নেবে তোমার সিংহাসন আর আমাদের জীবন। ইতিমধ্যেই সোরাইসের দূত ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছে উত্তরে। দিন তিনেকের মধ্যেই ক্ষুধার্ত সিংহের মত এসে পৌঁছবে নাস্টা। উপত্যকার পর উপত্যকা ছেয়ে যাবে সোরাইসের সৈন্যে। তাছাড়া, প্রতিটা শহর, এমনকি ছোট ছোট গ্রামে ঘুরে ঘুরে পুরোহিতেরা জনসাধারণকে বোঝাবে, বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া তাদের পবিত্র কর্তব্য। ব্যস—এই হলো আমার গল্প।'

একেবারে শান্ত হয়ে এসেছে নাইলেপথা। সুন্দরী মাথামোটা মেয়ের রূপ ত্যাগ করে আবার রানীর বৈশিষ্ট্য ফিরে পেয়েছে সে। রূপান্তরটা হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত, কিন্তু সম্পূর্ণ।

'খুব দামী কথা বলেছ তুমি, মাকুমাজন। বোকামির জন্যে ক্ষমা করো আমাকে। তুমি ভাবছ, সোরাইস যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে আমার ওপর। দিক্। কিন্তু খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা সুবিধে করতে পারবে না। সৈন্য ও লোকজন শুধু ওরই নেই, আমারও আছে। আমার পতাকা দেখলে দলে দলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে। আজরাতেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জ্বলে উঠবে আমার আলোক-সঙ্কেত। ওর সৈন্যদল ও শক্তিকে গুঁড়ো করে দেব আমি। তাড়াতাড়ি ওই পারচম্যান্ট আর কাল্বি দাও আমাকে, আর, পাশের ঘরের অফিসারটাকে ডেকে নিয়ে এসো। লোকটা বিশ্বাসী।'

সাথে সাথে পাশের ঘরে গেলাম আমি। বয়স্ক, শান্ত চেহারার মানুষটা এসে মাথা নোয়াল রানীর উদ্দেশে। তার নাম—কারা।

'এই নাও পারচম্যানট,' বলল নাইলেপথা; 'এটাই তোমার হুকুমনামা। ভাল করে লক্ষ রাখবে রানী সোরাইসের ঘরগুলোর ওপর। কেউ যেন ওখানে ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। যদি ভুল করো, মাসুল হিসেবে কিন্তু জীবন দিতে হবে।'

এ-কথায় একটু চমকে উঠল লোকটি, কিন্তু মুখে শুধু বলল, 'রানীর ইচ্ছেমতই কাজ হবে।' সে চলে যাবার পর স্যার হেনরির কাছে দূত পাঠাল নাইলেপথা। একটু পরই ভীষণ অস্বস্তিমাখা এক চেহারা নিয়ে হাজির হলেন তিনি। ভাবলাম, আবার বুঝি ফেটে পড়বে নাইলেপথা। কিন্তু না। মেয়েদের বোঝা খুব কঠিন। শান্ত গলায় সে শুধু বলল, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে, তার দৃষ্টি ও হাবভাব দেখে মনে হলো, সে বিষয়টা মোটেই ভুলে যায়নি, বরং এখন চেপে রাখছে পরে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়ার জন্যে।

খানিক পরেই অফিসারটি ফিরে এসে বলল, সোরাইস নেই। এরকম পরিস্থিতিতে জু-ভেনডিসের অভিজাত মেয়েদের প্রথানুসারে সে গেছে মন্দিরে, বেদীর সামনে বসে ধ্যান করবে সারারাত। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা।

তারপর শুরু হলো কাজ।

সমস্ত বিশ্বাসী জেনারেলদের ডেকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। বিশ্বাসী জমিদারেরা তখনই নেমে পড়ল তাদের অধীনস্থ লোক ও উপজাতীয় সংগ্রহের কাজে। রাত নামার আগেই সীলমোহর করা নির্দেশসহ জনাবিশেক দূত পাঠিয়ে দেয়া হলো দূরবর্তী শহরগুলোর শাসকদের উদ্দেশে। এছাড়া, নিয়োগ করা হলো অনেক গুপ্তচর।

রাত আটটায় যে যার ঘরে ফিরলাম আমরা। দুঃখ করে আলফোন্স বলল, দুপুরে আমরা না আসায় তার তৈরি অত সুন্দর ডিনারটা নষ্ট হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, কিছুদিন থেকে সে আবার লেগে পড়েছে রাঁধুনীর কাজে। গুড শিকার থেকে ফিরে কাজে গেছে—এ সংবাদটাও দিল আলফোন্স। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটা দরজায় প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং আপাতত ভয়ের কিছু নেই। গুডকে এখনই ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত কিছু জানানোর জন্যে ব্যস্ত না হলেও চলবে। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নেয়াটাই এখন সব থেকে বেশি প্রয়োজন।

তবে, তার আগে কার্টিস আমস্লোপোগাসকে বললেন, নাইলেপথার কক্ষের আশেপাশে একটা চক্কর লাগিয়ে আসতে। রানী আমস্লোপোগাসকে প্রাসাদের

www.BanglaBook.org

যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবার অধিকার দিয়েছে। সে-ও মাঝেমাঝে গভীর রাতে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ভূতের মত ঘুরে বেড়ায়। কালো মানুষেরা সাধারণত রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসে। প্রিয় কুড়ালটা তুলে নিয়ে চলে গেল বুড়ো জুলু, আমরাও শুয়ে পড়লাম।

মনে হলো, মাত্র কয়েকমিনিট ঘুমিয়েছি, তারপরই জেগে গেলাম অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে। খালি মনে হচ্ছিল, কেউ যেন ঘরে ঢুকে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই অবাক হয়ে দেখি, উষাকাল সমাগত। আর, আমার কৌচের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমস্লোপোগাস স্বয়ং। আবছা ধূসর আলোয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে।

'কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?' কড়া গলায় বললাম আমি, এভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠা মোটেই আরামদায়ক কোন ব্যাপার নয়।

'বোধ হয় আধঘণ্টা, মাকুমাজন। তোমার সাথে একটা কথা আছে।'

'বলো, কি কথা,' ঘুমের রেশ সম্পূর্ণ কেটে গেছে আমার।

'রাতে ইনকুবুর কথামত সাদা রানীর ঘরের কাছে গেলাম। তার ঘরের পাশে ছোট ছোট দুটো ঘর। প্রথমটায় বুগোয়ান একা থাকে, সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল একজন প্রহরী। হঠাৎ মনে হলো, দেখি তো, ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারি কি না। পারলাম। দ্বিতীয় ঘরটার কাছে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম একটা থামের পেছনে। এই ঘরটার পরেই রানীর শোবার ঘর। হঠাৎ দেখি, কালো একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। একজন মেয়ে, হাতে একটা ড্যাগার। মেয়েটার অজান্তে পেছনে পেছনে আসছে আরেকজন। বুগোয়ান। জুতো খুলে হাতে নিয়েছে, মোটা শরীরের জন্যে পায়ের কোন শব্দ উঠছে না। আমার সামনে দিয়ে যেতেই তারার আলো পড়ল মেয়েটার মুখের ওপর।'

'মেয়েটি কে, তাই বলো না?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'সোরাইস। বুগোয়ানও চলে গেল আমার সামনে দিয়ে। এবার পিছু নিলাম। প্রথমে মেয়েটা, তার পেছনে বুগোয়ান, তার পেছনে আমি। মেয়েটা জানে না বুগোয়ানের কথা, বুগোয়ান জানে না আমার কথা। তো, শেষমেষ সোরাইস গিয়ে থামল সাদা রানীর ঘরের সামনে, বাঁ হাতে পর্দাটা ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে–পেছনে পেছনে বুগোয়ান ও আমি। ঘরের একেবারে শেষে রানীর বিছানা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে, ভারী নিশ্বাস পড়ছে। চাদরের ওপর একটা হাত পড়ে আছে। লম্বা ছুরিটা উঁচিয়ে বিছানার দিকে ছুটে গেল সোরাইস, একবারও পেছন ফিরে তাকানোর কথা ভাবল না।

'বিছানার একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে, এমনসময় তার বাহু ছুঁলো বুগোয়ান। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝিক করে উঠল ছুরিটা। লোহার চামড়া গায়ে না থাকলে মারাই পড়ত বুগোয়ান। এই প্রথম সে জানতে পারল, মেয়েটা আসলে কে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে। অবাক সোরাইসও কম হয়নি, কোন কথা জোগাল না তার মুখে। কিন্তু প্রায় তখনই সামলে উঠে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল সে, তারপর দুজনই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এত কাছ দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোরাইস গেল যে, তার পোশাকের ছোঁয়া লাগল আমার গায়ে। অতি কষ্টে দমন করলাম খুন করার ইচ্ছেটা।

'প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে বুগোয়ানকে ফিসফিস করে কি সব বলল সে, আমি বুঝতে পারলাম না। এভাবে কথা বলতে বলতে দ্বিতীয় ঘরটার সামনে গেল তারা। মনে হলো, সে যেন কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মাথা নাড়তে নাড়তে বুগোয়ান শুধু বলছে, 'না, না, না।' বুগোয়ান যেন একবার প্রহরীদের ডাকতে চাইল, ঠিক সেইসময়ে কথা বন্ধ করে বড় বড় দু'চোখ মেলে সে চাইল বুগোয়ানের দিকে—সাথে সাথে তার রূপে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল বুগোয়ান। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল সে, বুগোয়ান চুমু খেল সেই হাতে। ভাবলাম, এবার এগিয়ে গিয়ে সোরাইসকে ধরব। কারণ, এখন বুগোয়ান পুরোপুরি মেয়ে বনে গেছে, শুভ ও অশুভ পার্থক্য করে দেখার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তার। হঠাৎ দেখি, সোরাইস উধাও!'

'উধাও!' কথাটা ছুটে বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

'হ্যাঁ, চলে গেল। আর, একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের মত দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল বুগোয়ান। খানিক পর সে-ও চলে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমিও ফিরে এলাম।'

'এতক্ষণ যা বললে, আমস্লোপোগাস,' বললাম আমি, 'তা কি সত্যি, নাকি স্বপ্ন দেখেছ আজ রাতে?'

জবাবে বাঁ হাতের মুঠি খুলে খাঁটি ইস্পাতের একটা ড্যাগারের তিন ইঞ্চি মত ফলা দেখাল সে। 'যদি স্বপ্নই দেখে থাকি, মাকুমাজন, তাহলে দেখো, স্বপ্নে কি পেয়েছি। ছুরিটা বুগোয়ানের বুকে লেগে ভেঙে গেছে, ফিরে আসার সময় তুলে নিয়েছি আমি।'

আঠারো

আমস্লোপোগাসকে একটু দাঁড়াতে বলে তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলাম আমি। তারপর দু'জন মিলে ছুটলাম স্যার হেনরির ঘরে। সেখানে গল্পটা আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে গেল আমস্লোপোগাস। শুনতে শুনতে কার্টিসের মুখটা হলো দেখার মত।

'হায়, ঈশ্বর!' বললেন তিনি, 'আমি আরাম করে ঘুমাচ্ছি, আর, ওদিকে নাইলেপথা মারা পড়েছিল প্রায়—সবকিছুর জন্যেই আমি দায়ী। কি শয়তানী ওই সোরাইস! আমস্লোপোগাস ওকে কেটে ফেললেই বেশ হত।'

আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু মনে মনে এটা না ভেবে পারলাম না যে, নাইলেপথাকে বলা কথাগুলো যদি কার্টিস সোরাইসকে বলতে পারতেন, তাহলে হয়তো হাজার হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা পেত।

গল্প শেষ করে উদাস ভঙ্গিতে নাস্তা করতে গেল আমস্লোপোগাস, এদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গল্প শুরু হলো আমার ও স্যার হেনরির।

গুড সম্বন্ধে যা-তা বলতে লাগলেন তিনি। বললেন, তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না, কারণ, ইচ্ছে করে সে সোরাইসকে পালাতে দিয়েছে। তার উচিত ছিল ওকে আইনের হাতে তুলে দেয়া। অর্থহীন অনেক কথাও বললেন তিনি। আমি শুধু ভাবলাম, কত সহজে আমরা অন্যের দুর্বলতাকে আক্রমণ করে বসি, অথচ নিজেদের ব্যাপারে আমাদের কত দরদ।

'সত্যি, বন্ধু,' অবশেষে বললাম আমি, 'আপনার এই কথাগুলো শুনলে কেউ ভাবতেই পারবে না যে, মাত্র গতকাল আপনি স্বয়ং ওই মেয়েটির সাথে দেখা করতে গিয়ে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এখন মনে করুন, নাইলেপথাই যদি সোরাইসকে হত্যা করতে গিয়ে আপনার হাতে ধরা পড়ত, তাহলে তাকে প্রকাশ্য দরবারে অপমান বা আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে এতটা আগ্রহ কি থাকত আপনার? অতদিনের পুরনো বন্ধুকে এককথায় অবিশ্বাসী বলার আগে সম্পূর্ণ ঘটনাটা একবার গুডের চোখ দিয়ে বিচার করে দেখুন।'

আমার কড়া কথাগুলো চুপচাপ হজম করার পর তিনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন, গুডের সম্বন্ধে সত্যিই অনেক অন্যায় কথা বলে ফেলেছেন। ভুল করলে ভুল স্বীকার করতে পারাটা স্যার হেনরির চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু গুডের সাফাই গাইলেও, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খুবই বিশ্রী একটা ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে সে। অত্যন্ত জঘন্য একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে যাচ্ছিল, অথচ হত্যাকারীকে হাতে পেয়েও সে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি সে হয়ে পড়েছিল একটি মেয়ের হাতের পুতুল। একজন পুরুষের পক্ষে কোন বিবেকহীনা—সত্যি বলতে কি, যে কোন মেয়ের হাতের পুতুল হয়ে পড়ার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। মনে মনে ভাবছি, কি উপায় করা যায়—কারণ, গোটা ব্যাপারটাই কেমন জট পাকিয়ে গেছে—হঠাৎ চত্বরের দিক থেকে ভেসে এল একটা কলরব। আমস্লোপোগাস ও আলফোন্সের গলা চিনতে পারলাম। ভীষণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অভিশাপ দিচ্ছে আমস্লোপোগাস, আর, আলফোন্স ছাড়ছে আতঙ্কিত চিৎকার।

ঘটনা কি, দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি করে বাইরে যেতেই চোখে পড়ল এক হাস্যকর দৃশ্য। তীর বেগে দৌড়াচ্ছে ছোট্ট ফরাসীটা, পেছনে পেছনে প্রকাণ্ড একটা গ্রেহাউন্ডের মত ছুটে আসছে আমস্লোপোগাস। আমরা বাইরে বেরোতেই ফরাসীটাকে ধরে মাথার ওপরে তুলে নিল সে। কয়েক ধাপ দূরেই একটা ঘন ঝোপ। অনেকটা গার্ডেনিয়ার মত দেখতে একজাতের ফুল ফুটেছে সেখানে, কিন্তু গোটা ঝোপটাই ছোট ছোট কাঁটায় আবৃত। অনেক চিৎকার, ধস্তাধস্তি করা সত্ত্বেও সেই ঝোপের ওপর ছুঁড়ে মারল সে বেচারি আলফোন্সকে। পায়ের ডিম ও গোড়ালি ছাড়া তার গোটা দেহটাই ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। আর, নিজের কাজে খুব খুশি হয়ে, বাহু দুটো ভাঁজ করে গভীর মনোযোগ সহকারে ফরাসীটার পা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখতে লাগল আমস্লোপোগাস।

'কি, হচ্ছে কি এসব?' ছুটে গেলাম আমি। 'লোকটাকে মেরে ফেলতে চাও

www.BanglaBook.org

নাকি? বের করো ওকে!'

হিংস্র ভঙ্গিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আলফোন্সের গোড়ালি ধরে ভীষণ জোরে টান মারল সে। ঝোপ ছিঁড়ে বেরিয়ে এল খাটো শরীরটা। পিঠের দিকের কাপড় ছিঁড়ে ঝুলছে, সারা শরীর কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার আর গড়াগড়ি শুরু করল সে।

শেষমেষ উঠে দাঁড়িয়ে আমার পেছনে লুকাল সে। তারপর পঞ্জিকায় যত সাধুর উল্লেখ আছে, তাঁদের প্রত্যেকের নাম ধরে অভিশাপ দিল আমস্লোপোগাসকে। বলল, এই ঘটনার প্রতিশোধ সে নেবেই, বিষ খাওয়াবে তাকে।

অবশেষে পুরো ঘটনাটা জানতে পারলাম আমি। আলফোন্স পরিজ রেঁধে দেয় আমস্লোপোগাসকে নাস্তার জন্যে। জুলুটাও চত্বরের একপাশে বসে চুপচাপ নাস্তা খায়। তো, অধিকাংশ জুলুর মতই মাছের প্রতি তার নিদারুণ ঘৃণা; মাছকে সে একরকম জলচর সাপই মনে করে। আলফোন্সের আছে আবার বাঁদরামি করার অভ্যেস। তবে, এক্ষেত্রে, সম্ভবত পাকা রাঁধুনী বলেই, সে ঠিক করল, কিছুটা মাছ সে আমস্লোপোগাসকে খাওয়াবেই। সবাই তার রান্না করা মাছ খেয়ে প্রশংসা করে, জুলুটা আবার বাদ যাবে কেন। সাদা কিছু মাছ ভাল করে পিষে সে মিশিয়ে দিল পরিজের সাথে। কোন সন্দেহ না করে প্রায় সবটুকুই গিলে ফেলল আমস্লোপোগাস। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, আনন্দ চাপতে না পেরে নিজের বিপদ ডেকে আনল আলফোন্স। ওর তিড়িং তিড়িং করে নাচা দেখে সন্দেহ জাগল জুলুর মনে। এবং পরিজের তলানি পরীক্ষা করে মিহি কিছু মাছ আবিষ্কার করে ফেলল সে। আর, তারপর কি ঘটল, সেটা তো আগেই বলেছি। তবু ভাল, ওর ঘাড়টা ভেঙে ফেলেনি বুড়ো জুলু। মারাত্মক সেই কুঠারবাজি দেখেও ওর আক্কেল হয়নি যে, ঠাট্টা করার পক্ষে আমস্লোপোগাস সুবিধের জিনিস নয়।

ঘটনাটা সামান্য, তবু, বললাম! কারণ, সামান্য ঘটনাটাকে কেন্দ্র করেই মারাত্মক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। ক্ষতগুলো ধুয়ে-মুছে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল আলফোন্স। আমস্লোপোগাসকে ডেকে বললাম, তার আচরণে খুব লজ্জিত হয়েছি আমি।

'মাকুমাজন,' বলল সে, 'বসে বসে শুধু খেতে আর ঘুমাতে ঘুমাতে আমি ক্লান্ত, মরার মত ক্লান্ত। পাথরের বাড়িতে বসে বসে এভাবে জীবন কাটানো আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। এভাবে কি মানুষ বাঁচে! সাদা আলখাল্লা, সুন্দরী মেয়ে, ভেরীর শব্দ, বাজপাখির ওড়া–বিশ্রী, সব বিশ্রী। ক্রালে যখন মাসাইদের সাথে লড়াই করছিলাম, জীবনটা ছিল বাঁচার মত। কিন্তু এখানে জীবনটা হয়ে যাচ্ছে তোমাদের মত, একবারও ইনকোসি-কাস মাথার ওপরে তুলতে পারছি না,' কুড়ালটা ওপরে তুলে গভীর দুঃখে সেদিকে চেয়ে রইল আমস্লোপোগাস।

'ও,' বললাম আমি, 'এই তাহলে তোমার অভিযোগ? আবার পেয়ে বসছে রক্তের নেশা, তাই না? কাঠঠোকরার একটা গল্প দরকার। তা-ও এই বয়সে। ছি, আমস্লোপোগাস!'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, মাকুমাজন, রক্তেই আমার নেশা। তবু, অনেকের চেয়েই সৎ আমি। তোমাদের জাতের কেনা, বেচা, সুদের ব্যবসায় মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্ত চুষে চুষে খাওয়ার চেয়ে সামনাসামনি লড়াইয়ে খুন করা অনেক ভাল। তবে, তোমরা চলবে তোমাদের পথে, আমি চলব আমার। মাকুমাজন, উচ্চ তৃণভূমি অঞ্চলের ষাঁড় সমতল ঝোপের দেশে বাঁচে না। আমি জানি, আমি অসভ্য, মাথায় রক্ত চড়লে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় আমার। তবু, চিরদিনের জন্যে আমি যখন হারিয়ে যাব আঁধারে, জানি, দুঃখ পাবে তুমি। কারণ, তোমার হৃদয়ের গভীরে যে আমার জন্যে ভালবাসা আছে। আমিও তোমাকে ভালবাসি, মাকুমাজন—আমরা যে একে অপরের চুল পাকতে দেখেছি। আর, তাই তো আমাদের মাঝে এমন কিছু আছে, যা চোখে দেখা না গেলেও ভাঙা খুবই শক্ত': পুরনো পেতলের গুলির খোলের তৈরি নস্যির কৌটা সে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আবেগভরে এক টিপ নস্যি নিলাম। রক্তপিপাসু ওই বুড়ো শয়তানটাকে যে ভালবাসি, এ-কথা মিথ্যে নয়। ওর ভেতরে কি আকর্ষণ আছে, জানি না, তবে, আছে একটা আকর্ষণ। হয়তো ওর সততা, স্পষ্ট স্বভাব বা অতিমানবীয় দক্ষতা ও শক্তি—আমি ঠিক বুঝি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, জীবনে অনেক বর্বরের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু ওর মত আর কাউকে পাইনি। বেশ বুদ্ধিমান ও, অথচ শিশুর মত সরল। আর, শুনতে হাস্যকর হলেও, এ-কথা সত্য যে, ওর একটা দরদী হৃদয় আছে। যাই হোক, ওকে বরাবরই খুব ভালবাসি আমি। কিন্তু স্পষ্ট করে সেটা ওকে বলার কথা কোনদিনই ভাবিনি।

'হ্যাঁ, বুড়ো নেকড়ে,' বললাম আমি, 'অদ্ভুত জাতের ভালবাসা তোমার। আজ ভালবাসছ, কালই হয়তো থুতনিটা দুফাঁক করে দেবে।'

'ঠিকই বলেছ, মাকুমাজন। ওই কাজটা আমি করব, যদি সেটাকে কর্তব্য মনে করি। কিন্তু তারপরেও তোমার প্রতি ভালবাসা অটুট থাকবে আমার। ভাল কথা, মাকুমাজন, লড়াই-টড়াইয়ের সম্ভাবনা আছে নাকি? গতরাতের ঘটনা দেখে তো মনে হলো, দুই রানীর পরস্পরের ওপর খুব রাগ। নইলে, সোরাইস ড্যাগার নিয়ে যেত না।'

ব্যাপারটা স্বীকার করে সবকিছু খুলে বললাম ওকে।

'সত্যি?' আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে; 'আহ্, যুদ্ধ তাহলে হবে! মেয়েরা যখন ভালবাসার কারণে লড়ে, তখন তারা আহত মোষের মতই নিষ্ঠুর। মাকুমাজন, কামনা চরিতার্থ করার জন্যে মেয়েরা রক্তের নদীতে সাঁতার কাটে, কিন্তু সেজন্যে কখনও অনুশোচনা করে না। নিজের চোখে এমন ঘটনা আমি বার দুয়েক ঘটতে দেখেছি। আহ্, মাকুমাজন, তাহলে সত্যিই এই বাড়িগুলোতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন, রাস্তার ওপার থেকে ভেসে আসবে রণহুঙ্কার। কিন্তু এই ব্যাটারা লড়তে পারে তো, কি মনে হয় তোমার?'

এইসময় দুদিক থেকে এসে পৌঁছলেন স্যার হেনরি ও গুড। দুজনের চেহারাই খুব ফ্যাকাসে, দৃষ্টি কেমন ফাঁকা ফাঁকা। গুডকে চোখে পড়ার সাথে সাথে কথা বন্ধ করে অভিবাদন জানাল আমস্লোপোগাস।

'বুগোয়ান,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'নিশ্চয় তুমি খুব ক্লান্ত। গতকাল খুব বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিকার করেছিলে?' তারপর, জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলে চলল, 'শোনো, বুগোয়ান, তোমাকে একটা গল্প বলব আমি; গল্পটা এক মেয়ের, অতএব তুমি সেটা অবশ্যই শুনবে, তাই না?'

'এক ছিল মানুষ আর তার এক ভাই। একটা মেয়ে ছিল, যাকে ভালবাসত মানুষটা, কিন্তু সে ভালবাসত তার ভাইকে। কিন্তু ভাইটা তার বৌকে খুব ভালবাসত, পাত্তাই দিত না মেয়েটাকে। ফলে, খুব রেগে গেল মেয়েটা। নিজে ভেবেচিন্তে প্রতিশোধ নেয়ার একটা বুদ্ধি বের করল। একদিন সে গিয়ে মানুষটাকে বলল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, যদি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি থাকো, বিয়েও করব তোমাকে।' মেয়েটা যে মিথ্যে কথা বলছে, এটা কিন্তু বুঝতে পারল মানুষটা। তবু, গভীর ভালবাসার কারণে মেয়েটার কথায় রাজি হলো সে। লড়াইয়ে অনেক লোক মারা যাবার পর তার ভাই বলে পাঠাল, 'আমাকে কেন মারতে চাও? তোমার কি ক্ষতি করেছি আমি? ছোটবেলা থেকেই কি তোমাকে আমি ভালবাসিনি? সাহায্য করিনি বিপদের সময়ে? একসাথে লড়াই করার পর মেয়ে, ষাঁড়, গরু-এসব কি নিখুঁত ভাবে ভাগ করে নিইনি আমরা? তাহলে এত ভালবাসার পরেও আমাকে মারতে চাও কেন, ভাই?'

'ভাইয়ের এসব কথায় ভুল ভাঙল মানুষটার। মেয়েটার প্রলোভন ত্যাগ করে লড়াই থামিয়ে দিল সে। তারপর দুই ভাই মিলে থাকতে লাগল একই ক্রালে। কিছুদিন পর আবার এল মেয়েটা। বলল, 'অতীতে যা হবার হয়েছে, সেসব কথা ভুলে আমি এখন তোমার বৌ হতে চাই।' মানুষটার অন্তর আবার বলল-মিথ্যে, এ মিথ্যে। কিন্তু এবারও গভীর ভালবাসার কাছে পরাজিত হলো বিচার বুদ্ধি। মেয়েটাকে বিয়ে করল সে।

'কিন্তু বিয়ের রাতেই মানুষটা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাবার পর চুপি চুপি বিছানা ছাড়ল মেয়েটা। স্বামীর হাতের কুড়ালটা নিয়ে গিয়ে ঢুকল তার ভাইয়ের কুঁড়েঘরে এবং ঘুমের মধ্যেই খতম করে দিল তাকে। তারপর ভুরিভোজ করা সিংহীর মত ফিরে এসে রক্তাক্ত কুড়ালটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল নিজের আস্তানায়।

'ভোরে একদল লোক এসে হাজির হলো, "লুস্টাকে রাতে হত্যা করা হয়েছে"-এই চিৎকার করতে করতে। কুঁড়েঘরে ঢুকে তারা দেখল, মানুষটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হাতের কাছেই পড়ে আছে রক্তমাখা কুড়াল। সাথে সাথে লড়াইয়ের কথা মনে করে তারা বলল, "দেখো! আপন ভাইকে হত্যা করেছে সে।" তারা মানুষটাকে মেরেই ফেলত, কিন্তু হঠাৎ করে জেগে গিয়ে পালিয়ে গেল সে। আর, পালাবার পথেই খতম করে দিল বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েটাকে।

'কিন্তু ইতিমধ্যে যে অশুভ কাজ মেয়েটা করেছে, খুন করেও সেই কলঙ্কের দাগ আর মোছা গেল না। তার সমস্ত পাপ গুরুভার হয়ে চেপে বসল মানুষটার ওপরে। আপন জাতির কাছ থেকে বিতাড়িত হলো সে, তার নাম উচ্চারণ করতে ঘৃণাবোধ করতে লাগল তার আপন লোকেরা। ফলে, যে ছিল একদিন মস্ত এক সর্দার, বিশ্বাসঘাতিনী একটা মেয়ের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই রইল না তার। যুগ যুগ ধরে লোকেরা তাকে অভিশাপ দেবে। বলবে, এই বিশ্বাসঘাতক তার আপন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাই লুস্‌টাকে হত্যা করেছে ঘুমন্ত অবস্থায়। ক্রাল, বৌ সব হারিয়ে মানুষটা এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। এভাবেই সবার অজান্তে একদিন মারা যাবে সে, আহত হরিণ যেমন মারা যায় দূর ঝোপের আড়ালে।'

দম নেয়ার জন্যে একটু থামল বুড়ো জুলু। লক্ষ করলাম, নিজের গল্প প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে তার ভেতরে। মাথাটা এতক্ষণ বুকের কাছে গুঁজে দিয়ে ছিল, সেটা খাড়া করে আবার বলে চলল সে:

'বুগোয়ান, সেই মানুষটা হলাম আমি। এখন তোমার অবস্থা হতে চলেছে আমার মত! একটা পুতুল, খেল্লনা, অন্যের অশুভ কাজের জোয়াল কাঁধে নেয়া ষাঁড়। শোনো! তুমি যখন সোরাইসের পিছু নিয়েছিলে, তখন তোমার পিছু নিয়েছিলাম আমি। সাদা রানীর ঘরে ঢুকে সে তোমাকে ছুরি মেরেছিল, তা-ও দেখেছি। তাকে যখন চলে যেতে দিলে, তখনও আমি তোমার পিছে। বুঝতে পারলাম, সে তোমাকে জাদু করেছে। ফলে, যে ছিল একদিন খাঁটি মানুষ, সোজা চলতেই যে সবচেয়ে ভালবাসত, সে ধরল বাঁকা পথ। আমার কথাগুলো শুনতে যদি খুব খারাপ লেগে থাকে, তাহলে ক্ষমা করো, বাবা। কিন্তু যা বললাম, খোলামনেই বললাম। ওই মেয়েটার সাথে আর যোগাযোগ রেখো না, বুগোয়ান। তাহলে, অন্তত কবরে ঢোকার সময়ে মাথা হেঁট করতে হবে না।'

এই লম্বা গল্প চলাকালীন একেবারে চুপ করে রইল গুড। কিন্তু গল্পটা যখন ওর দিকে মোড় নিল, ধীরে ধীরে লাল হয়ে গেল চোখ মুখ। বিশেষ করে ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সোরাইসের ব্যাপারে। গল্পটা শোনার আগে পর্যন্ত ওর ধারণা ছিল, ওদের দুজনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা কেউ জানে না। শেষমেষ এত নরম এক স্বরে কথা বলে উঠল যে, মনে হলো, এ যেন অন্য কোন গুড।

'স্বীকার করছি,' তিক্ত হাসি হেসে বলল সে, 'জীবনে কখনোই ভাবিনি, কোন জুলু আমাকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেবে। এটা যে আমার জন্যে কতখানি লজ্জার, জানি না, সেটা আপনারা ধারণাও করতে পারছেন কি না। সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হলো, জুলুটা যেসব অপমানকর কথা বলেছে, তার সবই আমার প্রাপ্য। আমি শুধু তাকে ছেড়েই দিইনি, তার সাথে তাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, এসব কথা কাউকে জানাব না। সে আমাকে বলল, তার পাশে থাকলে আমিই হব এ দেশের রাজা, কারণ, সে আমাকে বিয়ে করবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এটা বলতে পেরেছিলাম যে, তাকে বিয়ে করার বিনিময়েও প্রিয় বন্ধুদের আমি ত্যাগ করতে পারব না। এখন আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন, সবরকমের শাস্তি পাওনা হয়েছে আমার। শেষে শুধু এটুকু আশা করব, মনপ্রাণ দিয়ে কখনও কোন মেয়েকে আপনারা ভালবাসবেন না, যাতে করে এত যন্ত্রণাদায়ক প্রলোভনে জড়িয়ে পড়তে হয়,' যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'শোনো, গুড,' বললেন স্যার হেনরি, 'একটু দাঁড়াও। তোমাকে বলার মত আমারও একটা গল্প আছে।' এরপর গতরাতে তাঁর ও সোরাইসের মধ্যে কি কি ঘটেছে, সব খুলে বললেন তিনি।

শুনতে শুনতে প্রাণশক্তির শেষকণাটুকুও যেন অন্তর্হিত হলো গুডের। জীবন্মৃত মানুষের মত চলে গেল ও। অত্যন্ত খারাপ লাগল আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে দিনের কথা বলছি, সেটা ছিল দরবারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। রানীরা সেদিন অভাব-অভিযোগের দরখাস্ত গ্রহণ করবেন, আইন আলোচনায় যোগ দেবেন, অর্থ অনুদান দেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই, একটু পরেই রওনা দিলাম আমরা। পথের মাঝে দেখা হলো গুডের সাথে।

দরবার কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, চারপাশ থেকে সভাসদ, পৌরসভার সদস্য, আইনজ্ঞ, পুরোহিত, রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে নাইলেপথা। তাকে অভিবাদন করে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়লাম আমরা। স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে চলল দরবারের কাজ। তারপর হঠাৎ প্রাসাদের বাইরে থেকে বেজে উঠল ভেরী। শোরগোল উঠল অপেক্ষমান জনতার মাঝে 'সোরাইস! সোরাইস!'

ভেসে এল রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, তার একটু পরেই সরে গেল দরবারের প্রান্তের বড় পর্দাগুলো, প্রবেশ করল সোরাইস স্বয়ং। তবে, সে একা আসেনি। তার আগে আগে আসছে প্রধান পুরোহিত অ্যাগন, দুপাশে অন্য পুরোহিতেরা, পেছনে বড় বড় কয়েকজন জমিদার ও বাছাই করা কিছু রক্ষী। সোরাইসকে একনজর দেখলেই বোঝা যায়, আজ সে কোন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। কারণ, সোনার কারুকাজ করা টোগার বদলে আজ তার পরনে সোনার পাত বসানো ঝলমলে টিউনিক, মাথায় সোনার একটা ছোট্ট শিরস্ত্রাণ। এছাড়া, তার হাতেও নিরেট রূপোর একটা ক্ষুদ্র বর্শা। সিংহীর মত এগিয়ে এল সে, অভিবাদন করতে করতে সরে গিয়ে পথ করে দিল দর্শকেরা। পবিত্র পাথরের কাছে এসে থামল সে। একটা হাত তার ওপর রেখে নাইলেপথার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'অভিবাদন গ্রহণ করো, রানী!'

'তোমাকেও অভিবাদন, বোন!' জবাব দিল নাইলেপথা। 'এসো, কাছে এসো। ভয়ের কিছু নেই।'

ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটা দৃষ্টি হেনে সিংহাসনের ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোরাইস।

'একটা প্রার্থনা ছিল, রানী!' আবার চেঁচিয়ে উঠল সে।

'বলো, বোন; এ রাজ্যের অর্ধেক যার, তাকে আমি কি দিতে পারি?'

'আমার এবং জু-ভেন্‌ডিসের জনসাধারণের উদ্দেশে একটা সত্য কথা বলো তুমি। এই বিদেশী নেকড়েটাকে,' ক্ষুদ্র বর্শাটা স্যার হেনরির দিকে নির্দেশ করে বলল সে, 'বিয়ে করে তুমি তাকে সিংহাসনের অধিকার দিতে চাও, কথাটা কি সত্যি, না কি সত্যি নয়?'

সোরাইসের কথায় খুব আঘাত পেলেন কার্টিস। তার দিকে ফিরে নিচু গলায় বললেন, 'আমার মনে হয়, মাত্র গতকালই নেকড়েটাকে তুমি অন্য সম্বোধন করেছিলে, রানী!' তাঁর কথা শুনে রাগে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল সোরাইসের মুখ। ওদিকে নাইলেপথা ভাবল, ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। এখন আর ঘটনাটা লুকিয়ে রেখে কোন লাভ নেই।

সিংহাসন ত্যাগ করে স্যার হেনরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, খুলে ফেলল বাহুতে প্যাঁচানো সোনার সাপটা। তারপর হাঁটু গেড়ে বসতে বলল স্যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেনরিকে। মার্বেলের মেঝেতে একটা হাঁটু গাড়লেন তিনি। এবার সোনার সাপটা দুহাতে ধরে, বাঁকিয়ে মালার মত করে সে পরিয়ে দিল কার্টিসের গলায়। তারপর ভ্রূ-তে চুমু খেয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'প্রিয়তম।'

চারদিক থেকে ওঠা দর্শকদের গুঞ্জন মিইয়ে আসতে সে বলল, 'তোমরা তো দেখলে, নেকড়ের গলায় মালা পরালাম আমি। আর, এখন থেকে এই নেকড়েই পাহারা দেবে আমার সম্পত্তি। রানী সোরাইস ও তার সাথের লোকজনের প্রতি এই-ই হলো আমার জবাব।'

এরপর দর্শকদের দিকে ফিরে, পরিষ্কার, গর্বিত স্বরে নাইলেপথা বলল, সোরাইস ও এখানকার সমবেত জমিদার, পুরোহিত, জনসাধারণকে বলছি, আজ থেকে এই বিদেশীকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করলাম। কেন, একজন নারী হয়ে ভালবাসার মানুষটিকেও কি আমি বেছে নিতে পারব না? তাহলে কি আমি এ-দেশের নগণ্যতম মেয়েটির চেয়েও তুচ্ছ? না, তা হতে পারে না। ওই বিদেশী আমার হৃদয় জয় করেছে, আমিও আমার সমস্ত কিছু সঁপে দিয়েছি তাকে। সুতরাং এখন থেকে আমার মত আমার সিংহাসনের ওপরেও আছে তার অধিকার।'

স্যার হেনরির হাত ধরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল সে।

দরবার কক্ষের ছাদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো জু-ভেন্‌ডিদের উল্লাসধ্বনিতে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সোরাইস, বোনের এই বিজয় তার আর সহ্য হচ্ছিল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝড়ের কবলে পড়া অ্যাসপ্যান গাছের মত সাদা হয়ে গেল সে।

পরপর তিনবার কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। কিন্তু অবশেষে শব্দ বেরোল তার গলা দিয়ে। রূপোর বর্শাটা তুলে ধরে ঝাঁকাতে লাগল সে। আলো ঠিকরে পড়ল বর্শা ও পোশাকের সোনালি পাত থেকে।

'নাইলেপথা,' বিরাট হলঘরে তুর্যের মত বেজে উঠল তার কণ্ঠ, 'কি করে ভাবলে যে, জু-ভেন্‌ডিসের একজন রানী হয়েও এই জঘন্য কাজটা তোমাকে করতে দেব আমি? এই নীচ লোকটা বসবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে, আর তোমাদের বর্ণসঙ্কর সন্তানে ভরে যাবে রাজপ্রাসাদ? না! আমার দেহে এতটুকু প্রাণ থাকতে তা আমি হতে দেব না!

'যাকে বিয়ে করতে চাইছ, সেই বিদেশী নেকড়ে ও তার সাথীরা কি সূর্য দেবতার কাছে মহাপাপ করেনি? নাইলেপথা, তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমি—রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ!

'নাইলেপথা, তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি। আমাদের বংশের মুখে তুমি কালি লেপে দিয়েছ। আর, বিদেশীরা—বুগোয়ান ছাড়া তোমাদের কাউকে রেহাই দেব না আমি, অবশ্য সে যদি তোমাদের ত্যাগ করে আমার কথামত চলে' (এসময় বেচারি গুড ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইংরেজীতে ক্রমাগত বলে গেল 'তা হতে পারে না')—'তোমাদের সোনা দিয়ে মুড়ে শেকল দিয়ে বেঁধে মন্দিরের চার কোণের চার সোনার ভেরীর সাথে ঝুলিয়ে দেব, যাতে এই দৃশ্য দেখে মানুষ সাবধান হয়। কিন্তু, ইমকুবু, তোমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করব। সে ব্যবস্থাটা কেমন, তা আর এখন বলব না।'

www.BanglaBook.org

থেমে, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল সে। প্রচণ্ড আবেগ তাকে ঝড়ের মত নাড়া দিয়ে গেছে। আতঙ্ক ও প্রশংসাসূচক একটা গুঞ্জন উঠল দরবার জুড়ে। এবার উঠে দাঁড়াল নাইলেপথা। শান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন কণ্ঠে বলতে লাগল:

'সত্যিই যদি তুমি যুদ্ধে লিপ্ত হও, জেনে রেখো, আমার এই নরম হাতজোড়া হয়ে উঠবে লোহার মত শক্ত। সোরাইস, তোমাকে আমি মোটেই ভয় পাই না। আমার দুঃখ শুধু এই যে, জনগণের ওপর অযথা একটা দুর্দশার বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছ তুমি। সোরাইস আজ যাকে তুমি 'বিদেশী নেকড়ে' বললে, মাত্র গতকালই তাকে পাবার জন্যে চেষ্টার অন্ত করোনি (এ কথায় ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হলো দরবার কক্ষে), 'গতকালই রাতের আঁধারে চুপিচুপি তুমি গিয়েছিলে আমাকে হত্যা করতে, অথচ তখন আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন–'

'মিথ্যে কথা, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা!' ধ্বনিত হলো অ্যাগন ও অন্য আর কয়েকজনের কণ্ঠ থেকে।

'মিথ্যে নয়,' ড্যাগারের ভাঙা টুকরোটা সবাইকে দেখিয়ে বললাম আমি। 'যে ছুরি থেকে এই অংশটা ভেঙে গিয়েছিল, তার হাতলটা কোথায়, সোরাইস?'

'মিথ্যে নয়,' চিৎকার করে বলল গুড, কর্তব্যপরায়ণ একজন মানুষের মত আচরণ করতে এখন সে বদ্ধপরিকর। 'সাদা রানীর বিছানার পাশে আমি সোরাইসকে ধরেছিলাম, আমারই বুকে লেগে ভেঙে গেছে ওই ছুরিটা।'

'বলো, কে কে আছ আমার দলে?' জনগণের সহানুভূতি বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেখে রূপোর বর্শা আস্ফালন করে চেঁচিয়ে উঠল সোরাইস, 'বুগোয়ান, তুমি আমার সাথে আসবে না? মূর্খ! আমার ভালবাসাও তোমার মন ভরাতে পারল না? তুমি হতে পারতে আমার স্বামী আর এই রাজ্যের রাজা!

'যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমি। এখন বলো, সে যুদ্ধে জয়লাভ করে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্যে কে কে যোগ দিতে চাও আমার দলে?'

মুহূর্তের মধ্যে তুমুল বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল সমবেত জনতার মধ্যে। ঝট করে একটা দল রওনা হয়ে গেল সোরাইসের দিকে। সোরাইসের বেশকিছু লোক আবার চলে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। নাইলেপথার একজন আন্ডার অফিসার ছুটে গেল ইতিমধ্যে রওনা দেয়া সোরাইসের দলটার দিকে। চকিতে ব্যাপারটার ভয়াবহতা আন্দাজ করতে পারল আমাসোপোগাস। অফিসারকে যেতে দেখলে পিছে পিছে রওনা দেবে সিপাইরা। ছুটে গিয়ে অফিসারটাকে ধরে ফেলল সে। সাথে সাথে তরবারি বের করে কোপ মারল লোকটা। লাফিয়ে পেছনে সরে গিয়ে আঘাত বাঁচাল আমাসোপোগাস, আর, প্রায় সাথে সাথেই ভয়াবহ কুড়ালটা দিয়ে ঠোকরাতে লাগল শত্রুকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মুমূর্ষু অফিসার।

যুদ্ধের প্রথম রক্তপাত।

'সব দরজা বন্ধ করে দাও,' সোরাইসকে ধরার আশায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মিনিট খানেক পরেই রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল রথের ঘর্ঘর আর ঘোড়ার খুরের তীব্র শব্দে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনগণের অর্ধেক সাথে করে মিলোসিসের বুক কাঁপিয়ে সোরাইস ছুটে চলল তার সদর দপ্তর–ম'আর্সটিউন্যার উদ্দেশে। দুর্গটা মিলোসিসের একশো তিরিশ মাইল উত্তরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যদলের পদভারে জেগে উঠল মিলোসিস। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। রোদে বসে খুরধার ইনকোসি-কাসে আরেকবার ধার দিতে লাগল আমস্লোপোগাস।

উনিশ

দরবার কক্ষের দরজাগুলো বন্ধ করার আগে অন্তত একজন পালাতে পারল না–প্রধান পুরোহিত অ্যাগন।

তার ধরা পড়ার সংবাদ শুনে নাইলেপথা, স্যার হেনরি ও আমি আলোচনায় বসলাম যে, তার কি ব্যবস্থা করা হবে। আমি তাকে কারারুদ্ধ করার কথা বললাম, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে নাইলেপথা বলল, এতে সারাদেশে ভীষণ হুলস্থুল শুরু হয়ে যাবে। 'আঃ!' মাটিতে পা ঠুকে বলল সে, 'যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, পুরোহিতদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেব আমি।'

'বেশ,' বললেন স্যার হেনরি, 'তো, ওকে যদি কারারুদ্ধ না করা হয়, তাহলে বোধ হয় ওকে ছেড়ে দেয়াই ভাল। এখানে তো কোন কাজে আসবে না সে।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে নাইলেপথা বলল, 'সত্যিই তাই মনে হয়, প্রভু? কোন কাজে আসবে না সে?'

'অ্যাঁ?' বললেন কার্টিস। 'না, ওর কোন প্রয়োজন তো দেখছি না।'

আর কিছু না বলে চুপ করে রইল সে, দৃষ্টিতে কেমন একটু লজ্জা।

অবশেষে বুঝতে পারলেন তিনি।

'ক্ষমা করো, নাইলেপথা,' কণ্ঠটা যেন একটু কেঁপে গেল তাঁর। 'কিন্তু সত্যি কি তুমি বিয়ে করতে চাও, এরকম পরিস্থিতিতে?'

'জানি না; আমার প্রভুই বলুক, কি করবে,' ত্বরিত জবাব দিল সে; 'তবে, যদি সে মত দেয়, পুরোহিত আছে এখানে, আর, ওই যে বেদী,'–ব্যক্তিগত ছোট্ট একটা মন্দিরের দিকে ইশারা করল সে–'শোনো, প্রভু! আর মাত্র আটদিনের মধ্যে বা তারও আগে আমার সৈন্যদলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাবে তুমি। যুদ্ধে অনেকসময় মানুষ মারা যায়। যদি সেরকম কিছু ঘটে, তাই এই স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও আমার সবকিছু তোমার হাতে তুলে দিতে চাই, অন্তত স্মৃতির খাতিরে; অসামান্য সুন্দর দুটো চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ল, লাল গোলাপের বুক থেকে গড়িয়ে পড়া শিশিরবিন্দুর মত।

'হয়তো,' বলে চলল সে, 'সিংহাসন, তার সাথে সাথে জীবন ও তোমাদের হারাব আমি। সোরাইস খুবই নিষ্ঠুর, জয়লাভ করলে ও কাউকে রেহাই দেবে না। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? সুখই পৃথিবীর সব। তাই, মুহূর্তের জন্যে হলেও, তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতের কথা যখন জানা যাচ্ছে না,

www.BanglaBook.org

তখন তার ভাবনা ভেবে বর্তমানকে অবহেলা করার কোন যুক্তি নেই, ইনকুবু। গায়ে শিশির থাকতে থাকতেই ফুল তুলে নেয়া ভাল, কারণ, সূর্যের তাপে ফুল বিবর্ণ হয়ে যায়, পরদিনের ফোটা ফুলগুলোকে সে আর কখনোই দেখতে পায় না।'

তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। এখানে আমার থাকা অর্থহীন।

ঘরে ফিরে এসে গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম সমগ্র পরিস্থিতিটা। ওদিকে বাইরে বসে কুড়ালে শান দিচ্ছে আমস্লোপোগাস, ঠিক যেমন মুমূর্ষু ষাঁড়ের কাছে পড়ে ঠোঁটে শান দেয় শকুন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাজির হলেন স্যার হেনরি। গুড, আমি, এমনকি আমস্লোপোগাসকে বললেন, বিয়েতে আমরা যোগ দিতে চাই কি না। সম্মতি জানিয়ে সাথে সাথে সবাই মিলে রওনা দিলাম মন্দিরের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়েছে অ্যাগন, মুখ গোমড়া করে বসে আছে খাঁটি পুরোহিতদের মত। আসন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে কিছুটা মতভেদ হয়েছে তার ও নাইলেপথার মধ্যে। অনুষ্ঠানটি পালন করার ব্যাপারে সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে। এ-ও বলেছে যে, তার অধীনস্থ কোন পুরোহিতকেই এ-ব্যাপারে জড়িত হতে দেবে না সে। আর, এ-কথায় ভীষণ রেগে গিয়ে নাইলেপথা বলেছে, সে রানী, মন্দিরের সর্বেসর্বা--তার আদেশ মানতে অ্যাগন বাধ্য।

এরপরেও অ্যাগনের গাঁইগুঁই অব্যাহত থাকায় নাইলেপথার বক্তব্যটা হলো এরকম–

'তো আর কি, একজন প্রধান পুরোহিতকে তো আর আমি প্রাণদণ্ড দিতে পারি না। কারণ, এ-ব্যাপারে এখানকার লোকের অদ্ভুত একটা কুসংস্কার আছে। কারাবন্দীও করতে পারি না, কারণ, তাহলে তার চ্যালাদের চিৎকারে ফেটে যাবে জু-ভেন্‌ডিসের আকাশ। তবে, কোন খাবার না দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখতে পারি বেদীর সামনে, কারণ, মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের এভাবে জীবন কাটানোর বিধান রয়েছে। অ্যাগন! আমার ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা না করা পর্যন্ত পানি ছাড়া কিছুই দেব না তোমাকে।'

এখন, জরুরী তলব পড়ায় মন্দিরে আসার আগে নাস্তাও করতে পারেনি অ্যাগন, প্রচণ্ড খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল তার। সুতরাং, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বিয়ে পড়াতে রাজি হলো সে।

ফলে, খানিক পরেই প্রিয় দুজন সখীসহ এসে উপস্থিত হলো নাইলেপথা। সাদা ধবধবে পোশাক তার পরনে, কোন কারুকাজ নেই তাতে। আজ এমনকি, সোনার বালাগুলো পর্যন্ত পরেনি সে। আর, এই সাধারণ রূপে সে যেন হয়ে উঠেছে অসাধারণ। এটা চিরদিনই লক্ষ করেছি, সত্যিকার সুন্দরী মেয়ের কাছে অলঙ্কার বাহুল্য।

স্যার হেনরির উদ্দেশে মাথা নোয়াল সে, তারপর তাঁর হাত ধরে নিয়ে এল বেদীর সামনে। সেখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীর, পরিষ্কার স্বরে সে আওড়াতে লাগল জু-ভেনডিসের বিয়ের শপথ। যদি কনে ইচ্ছে করে এবং বর

www.BanglaBook.org

রাজি থাকে, শুধুমাত্র তাহলেই এই শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে।

'সূর্যের নামে শপথ করে বলো, আমার নির্দেশ ছাড়া আর কোন মেয়েকে বৌ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।'

'শপথ করলাম,' বললেন স্যার হেনরি; তারপর যোগ করলেন ইংরেজীতে, 'একটিই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

এরপর অ্যাগন উঠে এসে বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। খুব মনোযোগ দিয়ে মন্ত্রটা শুনল নাইলেপথা, পাছে অ্যাগন তাদের মিলনের বদলে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। অবশেষে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খেলো স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু আমার শুধু মনে হতে লাগল, এখনও যেন কি একটা বাকি রয়ে গেছে। তাই, পকেট থেকে প্রার্থনা পুস্তক বের করে বললাম, 'আমি কোন যাজক নই, তাছাড়া, এখন যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, জানি না, সেটা গ্রহণযোগ্য কি না—তবে, আপনি ও রানী মত দিলে ইংরেজ প্রথামাফিক আমি বিয়েটা আরেকবার পড়াতে পারি।'

'এই কথাটা আমিও ভেবেছি,' বললেন স্যার হেনরি, 'খালি মনে হচ্ছে, বিয়ে যেন অর্ধেকটা হয়েছে আমার।'

নাইলেপথা কোন আপত্তি করল না। স্বামী নিজের দেশের রীতি মানতে চায়, এটা বোঝার এবং মেনে নেয়ার মত উদারতা তার আছে। ফলে, পুস্তক খুলে 'ডিয়ারলি বিলাভিড' থেকে 'অ্যামেইজমেন্ট' পর্যন্ত যথাসম্ভব ভালভাবে পড়লাম আমি। তারপর কড়ে আঙুল থেকে সাধারণ একটা সোনার আংটি খুলে নাইলেপথাকে পরিয়ে দিলেন স্যার হেনরি, অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটল। আংটিটা তাঁর মায়ের বিয়ের। নিজের বিয়ের আংটি জু-ভেন্‌ডিসের একজন রানীর বিয়েতে ব্যবহৃত হবে, এটা জানতে পারলে নিশ্চয় খুব অবাক হতেন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি।

নবদম্পতিকে রেখে চলে এলাম আমরা। খাওয়া-দাওয়া সেরে চাঙ্গা হবার জন্যে মদ পান করছি আমি ও গুড, এমনসময় অদ্ভুত এক সংবাদ নিয়ে এল একজন পরিচারক।

আমস্লোপোগাসের সাথে বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটার পর আলফোন্স রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রাসাদ থেকে। হাঁটতে হাঁটতে ফুল-মন্দির পার হয়ে যায় সে। সোরাইস রথ ছুটিয়ে ওদিক দিয়ে যাবার সময় আলফোন্সকে ধরে নিয়ে গেছে।

প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে ভাবলাম, আলফোন্স সোরাইসের কোন্ কাজে লাগবে। পরে অনেক ভেবেচিন্তে মনে হলো, দলের লোকজনদের সে বুঝি বিদেশীদের অন্তত একজনকে দেখাতে চায়। গুডকেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু গুড শেষমুহূর্তে বেঁকে বসায় তা আর সম্ভব হয়নি। এখন, আলফোন্স দেখতে অনেকটা গুডের মত। আর, তাই ওকে ধরে নিয়ে গেছে সোরাইস। ওকেই চালিয়ে দেবে গুডের পরিচয়ে। আমার চিন্তার কথাটা খুলে বললাম গুডকে, শুনতে শুনতে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল ওর মুখ।

'কি,' আঁতকে উঠল সে, 'ওই বিশ্রী লোকটাকে চালাবে আমার পরিচয়ে? এই দেশটা দেখছি ছাড়তে হবে! মানসম্মান চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে আমার।'

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি তো জানি, অপরিচিত একটা দেশে কোন সাহসী মানুষের কাপুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া কতটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পীড়াদায়ক।

দুদিন আগে নাইলেপথা যেসব সংবাদ পাঠিয়েছিল, পরদিন থেকেই তার সাড়া মিলল। দলে দলে সশস্ত্র লোক আসতে লাগল মিলোসিসে। স্যার হেনরি ও নাইলেপথাকে কয়েকদিন প্রায় দেখাই গেল না। ফলে, গুড ও আমাকেই বসতে হলো সেনাপতি ও জমিদারদের সাথে। একের পর এক যুদ্ধসংক্রান্ত মীটিং চলল।

আরও দুটো দিন কেটে যাবার পর বোঝা গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যেতে পারব প্রায় চল্লিশ হাজার পদাতিক ও বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। এত অল্প সময়ের মধ্যে খারাপ সংগ্রহ নয়, বিশেষ করে, স্থায়ী বাহিনীর অর্ধেকই যখন চলে গেছে সোরাইসের সাথে।

ওদিকে গুপ্তচর মারফত যেসব খবর আসতে লাগল, তাতে সোরাইসের সৈন্যসংখ্যা প্রায় একলাখ। নাস্‌টা যোগ দিয়েছে নিদেনপক্ষে পঁচিশ হাজার পাহাড়ীসহ। গোটা জু-ভেনডিসের মধ্যে সৈন্য হিসেবে এই পাহাড়ীগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আরেক শক্তিশালী জমিদার, বেলুশা যোগ দিয়েছে বারো হাজার অশ্বারোহী নিয়ে–এমনি আরও অনেকে।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, সদর দপ্তর ছেড়ে মিলোসিসের দিকে এগিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করছে সোরাইস। আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো যে, আমরা কি এগিয়ে যাব, নাকি এখানেই অপেক্ষা করব। গুড ও আমি এগোনোর পক্ষে, কারণ, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে মনোবল ভেঙে যেতে পারে সৈন্যদের।

স্যার হেনরি আমাদের সাথে একমত হলেন; বলা বাহুল্য, নাইলেপথাও। দেশের বড় একটা ম্যাপ খুললাম আমরা। ম'আর্সটিউন্যার তিরিশ মাইল দূরে আড্ডা গেড়েছে সোরাইস, জায়গাটা মিলোসিস থেকে প্রায় নব্বই মাইল দূরে। ওখানেই বন-পাহাড়ে ঘেরা, আড়াই মাইল চওড়া একটা জায়গা আছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখছিল নাইলেপথা। ওই জায়গাটার ওপর আঙুল রেখে, স্বামীর দিকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের স্বরে সে বলল–

'এখানেই সোরাইসের সৈন্যদলের মুখোমুখি হবে তোমরা। জায়গাটা আমি চিনি। ঝড়ে উড়ে যাওয়া ধুলোর মত ওদের তাড়িয়ে দেবে তোমরা।'

কিন্তু কোন জবাব দিলেন না কার্টিস, গম্ভীর হয়ে আছে তার মুখ।

বিশ

ম্যাপ দেখার তিনদিন পর রওনা দিলাম আমি ও স্যার হেনরি। ছোট্ট একদল রক্ষী ছাড়া সমস্ত সৈন্য গতরাতেই মিলোসিস ত্যাগ করেছে।

গুড ও আমস্লোপোগাস চলে গেছে সৈন্যদের সাথে। স্যার হেনরি ও আমার সাথে ডেলাইট নামের চমৎকার একটা ঘোড়ায় চেপে শহরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এল নাইলেপথা। একটু আগে কাঁদলেও এখন তার চোখে অশ্রুর কোন চিহ্ন নেই। মোটামুটি সাহসের সাথেই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে সে। গতকাল সৈন্যদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদ্দেশ করে ভীষণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে তাদের চাঙ্গা করে তুলেছিল, আজ আবার তেমনি কঠোর মনে হচ্ছে তাকে। ঘোড়ার রাস টেনে ধরে আমাদের বিদায় জানাল নাইলেপথা।

'বিদায়, মাকুমাজন!' বলল সে। 'মনে রেখো, তোমাদের বুদ্ধির ওপর আমার প্রচুর ভরসা। আমি জানি, কর্তব্য পালনে তোমরা পিছ-পা হবে না। আশা করি, তোমাদের বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করবে সোরাইসের হাত থেকে।'

অভিবাদন করে জানালাম, যুদ্ধকে আমি কতটা ভয় পাই। জবাবে মৃদু হেসে সে ঘুরল কার্টিসের দিকে।

'বিদায়, প্রভু!' বলল সে। 'শুভ হোক তোমার যাত্রা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসো রাজার বেশে।'

কোন কথা না বলে যাবার জন্যে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিলেন স্যার হেনরি, কি যেন একটা দলা পাকিয়ে আছে তাঁর গলার মধ্যে। বিয়ের সপ্তাহখানেকের মধ্যে এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সত্যিই শক্ত।

নাইলেপথা আবার বলল, 'তোমরা যখন বিজয়ীর বেশে ফিরবে, অভ্যর্থনা করার জন্যে ঠিক এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আমি।'

যুদ্ধযাত্রা করলাম আমরা। দেড়শো গজ মত এগোনোর পর পেছন ফিরে দেখি, তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে নাইলেপথা। আরও মাইলখানেক যাবার পর পেছন থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। নাইলেপথার ডেলাইটে চেপে আমার দিকেই ছুটে আসছে একজন সৈন্য।

কাছে এসে, থেমে সৈন্যটা বলল, 'বিদায়ী উপহার হিসেবে লর্ড ইনকুবুকে ঘোড়াটা পাঠিয়েছে রানী। বলেছে, সারা দেশে এর চেয়ে দ্রুতগামী ও কষ্টসহিষ্ণু ঘোড়া আর নেই।'

প্রথমে স্যার হেনরি ঘোড়াটাকে নিতে চাইলেন না। কারণ, যুদ্ধের মাঠে এত সুন্দর ঘোড়া নিয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমি বললাম, ওটা না নিলে দুঃখ পেতে পারে নাইলেপথা।

দুপুরের দিকে বিশাল সেনাবাহিনীটার নাগাল পেলাম আমরা। দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্যার হেনরি। এত বড় একটা বাহিনীর ভার নেয়া চরম অস্বস্তিকর, কিন্তু কি করবেন—রানীর আদেশ।

মাইলের পর মাইল এগিয়ে চললাম আমরা। শত্রু বা অন্য কোন মানুষের দেখা পেলাম না। প্রায় সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে শহর ও গ্রাম ছেড়ে, পাছে দুই বাহিনীর মাঝখানে পড়ে অযথা জীবনটা দিতে হয়।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট জায়গার মাইল দুয়েক দূরে তাঁবু ফেললাম আমরা, বিশাল সেনাবাহিনীর জন্যে অগ্রগতি হয়েছে খুবই ধীর। যে ঢালটার পাশে তাঁবু গেড়েছি, তার অপরপাশে মাইল দশেক দূরে গোটা বাহিনীসহ এসে উপস্থিত হয়েছে সোরাইস।

ঊষারও আগে আমাদের দেড়হাজার অশ্বারোহী একটা দল রওনা দিল, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই সোরাইসের অশ্বারোহীদের মুখোমুখি হলো তারা। ফলে, একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। তেরোজন সৈন্য হারালাম আমরা। সাহায্য করার জন্যে

www.BanglaBook.org

আরও সৈন্য পাঠাতে সোরাইসের অশ্বারোহীরা সটকে পড়ল তাদের মৃত ও আহতদের নিয়ে।

নাইলেপথার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। শত্রু যদি দলে ভারী হয়, তাহলে যুদ্ধ করার জন্যে এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা জু-ভেনডিসে নেই।

এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে এক মাইল কি তার কিছু বেশি। রাস্তাটা যেখানে-সেখানে এত ভাঙা যে, ওদিক দিয়ে বড় কোন দল নিয়ে এসে আক্রমণ করা একরকম অসম্ভব। রাস্তাটা শেষ হবার পর ঢেউ খেলানো সবুজ জমি। জমিগুলো গিয়ে ঠেকেছে একটা ছোট ঢালে; তার ওপারে একটা স্রোতস্বিনী। সবসুদ্ধ সোয়া দু'মাইল মত হবে জায়গাটা। এই জমি-ঢাল-স্রোতস্বিনীর পরে দু'পাশ ঘন ঝোপে ঢাকা একটা পাহাড়, সেটার গায়েও অসংখ্য গাছ। সুতরাং লুকিয়ে থাকার জন্যে জায়গাটা আদর্শ।

আমাদের গোটা সেনাবাহিনীকে মোটামুটি এভাবে ভাগ করা হলো: একেবারে মাঝখানে থাকবে বিশহাজার পদাতিক, যাদের সুসজ্জিত করা হয়েছে বর্শা, তরবারি, জলহস্তীর চামড়ার ঢাল, বক্ষাবরণ ও পৃষ্ঠাবরণ দিয়ে। এরাই গোটা বাহিনীর মেরুদণ্ড। সুতরাং এদের সাহায্য করার জন্যে অতিরিক্ত হিসেবে রেখে দেয়া হলো পাঁচহাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহী। মূল বাহিনীর দু'পাশে ছড়িয়ে রইল সাতহাজার করে দুটো অশ্বারোহী দল; তাদের দু'পাশে আবার রইল দুটো বর্শাধারী দল। একেক দলে সাড়ে সাতহাজার করে সৈন্য—এদের সাহায্য করার জন্যে আবার দেড়হাজার করে দুটো অশ্বারোহী দল। সব মিলিয়ে ষাট হাজার।

কার্টিস হলেন সর্বাধিনায়ক। সাতহাজারের দুটো অশ্বারোহী দলের একটার দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম আমি, আরেকটার গুড। অন্য দলগুলোর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো জু-ভেনডি জেনারেলদের।

আমাদের প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই সাড়া পাওয়া গেল সোরাইসের সেনাদলের। মাইলখানেক সামনে, ঢালের কাছে ঝলসে উঠল অসংখ্য বর্শা। অশ্বারোহীদের দাপটে মাটি কাঁপতে লাগল থর থর করে। আমাদের গুপ্তচরেরা তো তাহলে বাজে সংবাদ দেয়নি। শত্রুসেনা আমাদের দ্বিগুণ। আক্রমণের আশঙ্কায় টান টান হয়ে আছি আমরা, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর এগোল না ওরা। নিজের সুবিধে-অসুবিধে সোরাইসই ভাল বুঝবে। তার অশ্বারোহীরা ভয়ঙ্কর কিছু ভাব-ভঙ্গি করলেও কোন যুদ্ধ হলো না সেদিন।

সোরাইসের বাঁ দিকে ঢাল-তরবারি নিয়ে বুনো চেহারার মানুষের বিরাট একটা দল। এরাই নাসটার সেই পাহাড়ীরা।

'একটা কথা বলে রাখলাম, গুড,' বললাম আমি, 'আগামীকাল ওই ভদ্রলোকেরা যখন আক্রমণ করবে, দেখো, তখন বোঝা যাবে, যুদ্ধ কি জিনিস!' কথাটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুখ কালো হয়ে গেল গুডের।

সারাটা দিন ধরে লক্ষ রাখলাম আমরা, কিন্তু কিছুই ঘটল না। অবশেষে নেমে এল রাত। ঢালের গায়ে জ্বলে উঠল অসংখ্য ছোট ছোট আলো। ধীরে ধীরে একসময় একের পর এক নিবেও গেল সেগুলো। তারপর যতই সময় গেল, বুকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপর গুরুভার হয়ে চেপে বসল স্তব্ধতা।

আগামীকালের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অসুস্থ বোধ হলো। শুধুমাত্র একটি মেয়ের ঈর্ষার আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে আজ এখানে এত বড় সমাবেশ! ধ্বংসযজ্ঞের কথাটা যতই ভাবলাম, ততই কাতর হয়ে উঠল অন্তরটা। শেষমেষ আগামীকালের চিন্তার ভার ছেড়ে দিলাম ঈশ্বরের ওপর।

সূর্য দেখা দেয়ার সাথে সাথে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল সবাই। গর্জন ভেসে এল চারদিক থেকে। প্রস্তুতি চলছে যুদ্ধের। দেখলাম, হিংস্র আনন্দে কুড়ালে ভর দিয়ে রয়েছে আমস্লোপোগাস।

'এরকম দৃশ্য কখনও দেখিনি, মাকুমাজন, কোনদিন দেখিনি,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে, এখানে যে যুদ্ধ হবে, তার তুলনায় আমাদের দেশেরগুলো নেহাত ছেলেখেলা।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিলাম আমি, 'এবার প্রাণ ভরে যুদ্ধ করো। কাঠঠোকরা, অন্তত এবার তুমি আশ মিটিয়ে ঠোকরাতে পারবে।'

সময় বয়ে যেতে লাগল, কিন্তু আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একবার একদল অশ্বারোহী স্রোতস্বিনী পার হয়ে এল বটে, কিন্তু সে শুধু আমাদের অবস্থান আর সৈন্যসংখ্যা জানতে। সম্পূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করার জন্যে আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করলাম না আমরা। তারপর দুপুরে আমাদের সৈন্যরা খাচ্ছে, হঠাৎ ডানদিক থেকে বজ্রের মত আওয়াজ উঠল 'সোরাইস, সোরাইস'। তাড়াতাড়ি চোখে দূরবীন লাগাতেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম তাকে। মুহুর্মুহু গর্জনে পৃথিবীটা যেন হয়ে উঠল শব্দের পৃথিবী।

ভাবসাবে মনে হলো, যুদ্ধের ভূমিকা শুরু হয়েছে। তাই, সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে স্থির হয়ে রইলাম আমরা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। হঠাৎ কামানের গোলার মত ঢাল বেয়ে স্রোতস্বিনীর দিকে ছুটে এল দু'দল অশ্বারোহী। স্রোতস্বিনী পার হবার আগেই স্যার হেনরির নির্দেশ এসে পৌঁছল আমার কাছে। চকিত আক্রমণে আমাদের পদাতিক দিশেহারা হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং পাঁচহাজার অশ্বারোহী নিয়ে এখনই ওদের বাধা দিতে হবে মাঝপথে।

ছুটল অশ্বারোহীরা। শত্রুদের বাঁকা তরোয়ালগুলো ঝিকমিক করছে সূর্যালোকে, সবসুদ্ধ হাজার আষ্টেক হবে বোধ হয়। অসামান্য রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিল জু-ভেন্ডি জেনারেল। শত্রুসেনা যখন প্রায় মুখোমুখি, হঠাৎ ডানে বাঁক নিল আমাদের অশ্বারোহীগুলো। তারপর চমক কাটার আগেই বৃত্তাকারে ঘুরে এসে সোজা ঢুকে পড়ল শত্রুদের মধ্যে। ফলে, বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে না উঠতেই অনেক শত্রু হতাহত হলো। আপ্রাণ একটা ফিরতি লড়াই ওরা করল বটে, কিন্তু প্রথম ক্ষতিটা সামাল দেয়া আর কিছুতেই সম্ভব হলো না। শেষমেষ উপায়ান্তর না দেখে ফিরে ছুটল আপন নিরাপদ অঞ্চলে।

সবমিলিয়ে শ'পাঁচেক লোক হারালাম আমরা। পরিস্থিতির বিবেচনায় একে অল্পই বলতে হবে।

এবার এগোতে লাগল ওদের মূল বাহিনী। 'নাসটা' ও 'সোরাইস'—এই দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাম ধরে গগনবিদারী আওয়াজ উঠল।

আবার আমার কাছে এল মাঝপথে বাধা দেয়ার নির্দেশ। একের পর এক অশ্বারোহী দল পাঠালাম। একেক দলে একহাজার করে সৈন্য। অসংখ্য শত্রুসেনা হতাহত করল তারা, কিন্তু ঘুরে এসে আচমকা আক্রমণের পদ্ধতিটা জেনে যাওয়ায় আমাদেরও প্রচুর লোককে প্রাণ দিতে হলো।

নিজের দলকে তিনটে চতুর্ভুজ আকারে বিভক্ত করে অপেক্ষা করছিল গুড। ওর দলের ওপর গিয়ে পড়ল নাস্টার পাহাড়ীরা। শুরু হলো মরণপণ লড়াই। এক তৃতীয়াংশ লোক হারাতে হলো গুডকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারল না নাস্টার দল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধ চলল, কিন্তু উভয়পক্ষেই জয়-পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা দিল না। ইতিমধ্যেই বনের ভেতর দিয়ে দুবার আক্রমণের প্রচেষ্টা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করল গুডের দল।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আমাদের মূল বাহিনী। কিন্তু স্যার হেনরির দৃঢ় নেতৃত্ব শত্রুকে কিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করতে দিল না।

অবশেষে পিছু হটল সোরাইসের বাহিনী। ভাবলাম, সোরাইস হয়তো মনে করছে, আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তখনই ভুল ভাঙল আমার। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে এল ওরা। আমাদের অগ্রগামী অশ্বারোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওদের ঠেকাতে পারল না। সিংহীর মত মূল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে সোরাইস স্বয়ং। দেখতে দেখতে গুডের তিন চতুর্ভুজ দলের একটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাকি দুটো তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে এল প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কা খাওয়া নৌকার মত।

প্রচণ্ড রণহুঙ্কার ছেড়ে গুডের আরেক দলের ওপর গিয়ে পড়ল নাস্টার পাহাড়ীরা। বীরের মত লড়ে শেষপর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারাও। অর্থাৎ, অবশিষ্ট দলটা নিয়ে এখন মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে গুড।

ওদিকে সোরাইসের দল যখন চূড়ান্ত জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠিক সেইমুহূর্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আমাদের দশহাজারের অতিরিক্ত বাহিনীটা। এদের আলাদা করে না রাখলে তখনই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যেত।

হঠাৎ করে সাদা-কেশরওয়ালা ঘিয়ে রঙের আরোহীহীন একটা ঘোড়া ছুটে গেল আমার পাশ দিয়ে। গুডের ঘোড়া! আর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম না আমি। অবশিষ্ট চার কি পাঁচহাজার অশ্বারোহী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নাস্টার দলের ওপর। হিংস্র পাহাড়ীগুলোর তরবারির আঘাতে হ্যামস্ট্রিং কেটে খোঁড়া হয়ে যেতে লাগল আমাদের ঘোড়া, পিঠের ওপর থেকে ছিটকে পড়ল আরোহী এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেল তরবারির কোপে।

মারা পড়ল আমার ঘোড়া, কিন্তু নাইলেপথার দেয়া আরেকটা কুচকুচে কালো ঘোড়া থাকায় বেঁচে গেলাম এই যাত্রা। পাগলের মত লড়তে লড়তে হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেলাম গুডের অবশিষ্ট দলটার মধ্যে। ঘোড়া হারিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মরিয়া হয়ে লড়ছে গুড। ওর ওপরে তরবারি নিয়ে চড়াও হয়েছে ভয়ঙ্কর

www.BanglaBook.org

দর্শন এক পাহাড়ী। সেই হাত কাটা মাসাইয়ের খাটো তরবারিটা বের করে কোনমতে শেষ করতে পারলাম শত্রুটাকে। কিন্তু মারা যাবার আগে তরবারির প্রচণ্ড আঘাত হানল সে আমার বুকের বামপাশে। বর্মটা আমার প্রাণরক্ষা করল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম–আঘাতটা মারাত্মক। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলাম। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, বোধ হয় মিনিটখানেকের জন্যে চেতনা হারিয়ে ফেললাম। নিজেকে আবার ফিরে পেতে দেখি, পালিয়ে যাচ্ছে নাস্‌টার বাহিনী, আর, হাসিমুখে আমার ওপরে ঝুঁকে আছে গুড।

'প্রায় গিয়েছিলে,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম ওর কথায়, কিন্তু অন্তরাত্মা বলল, অন্তত আমার জন্যে শেষটা ভাল হয়নি।

ডান ও বাঁ দিক থেকে আমাদের অশ্বারোহীরা এবার শেষ আঘাত হানার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোরাইসের মূল বাহিনীর ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছু হটতে বাধ্য হলো তারা। কিন্তু স্রোতস্বিনীর ওপারে গিয়ে আবার সংগঠিত হচ্ছে দেখে আমি এবার আমার দলকে নির্দেশ দিলাম এগোনোর জন্যে। সাথে সাথে রণহুঙ্কার ছেড়ে রওনা দিল তারা।

অবশেষে আমাদের আক্রমণ করার পালা এল।

স্তূপীকৃত মৃতদেহ ও মুমূর্ষুদের মাড়িয়ে স্রোতস্বিনীর দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা, হঠাৎ চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। জু-ভেন্‌ডি জেনারেলদের পূর্ণ সাজে সজ্জিত এক লোক ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। দু'হাতে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে আছে সে। কাছে আসতে দেখা গেল, লোকটা আর কেউ নয়, আমাদেরই হারানো আলফোন্স। আমাদের একজন ঘোড়ার লাগাম ধরে থামাল ওকে, তারপর নিয়ে এল আমার কাছে।

'আহ্, মঁশিয়ে,' তীব্র আতঙ্কে বিকৃত গলায় বলল সে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার সাথে দেখা হলো! কি অবস্থা যে গেছে আমার! কিন্তু আপনি জিতেছেন, মঁশিয়ে, আপনি জিতেছেন; ব্যাটারা পালাচ্ছে। কিন্তু শুনুন, মঁশিয়ে–কাল ভোরে হত্যা করা হবে রানী নাইলেপথাকে। মিলোসিসের প্রাসাদের ওপর যখন ঊষার আলো পড়বে, পাহারা শেষে চলে যাবে রক্ষীরা, ঠিক সেইসময় রানীকে হত্যা করবে পুরোহিতেরা। হ্যাঁ, একটা পতাকার তলে লুকিয়ে ওদের এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ফেলেছি আমি।'

'কি?' আঁতকে উঠলাম আমি; 'কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, মঁশিয়ে, ওই শয়তান নাসটা গতরাতে আলাপ করতে গিয়েছিল প্রধান পুরোহিত অ্যাগনের সাথে। বিশাল সিঁড়িটার কাছে যে দরজা, সেটা খুলে রেখে চলে যাবে রক্ষীরা। আর, ওই পথে অ্যাগনের পুরোহিতেরা ঢুকে হত্যা করবে রানী নাইলেপথাকে।'

'এসো আমার সাথে,' পাশের অফিসারকে দলের ভার দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। তারপর সোজা ছুটলাম স্যার হেনরির উদ্দেশে। সোয়া মাইল দূরের নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছে দেখি, নাইলেপথার দেয়া সাদা ঘোড়াটায় চেপে জেনারেল পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন তিনি। একপাশে রক্তাক্ত কুড়াল হাতে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাস।

'কি ব্যাপার, কোয়াটারমেইন?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'কি নয়, তাই বলুন। রানীকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আলফোন্স শুনে ফেলেছে সব,' বলে সমস্ত ঘটনাটা শোনালাম তাঁকে।

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কার্টিসের, চোয়ালদুটো ঝুলে পড়ল।

'উষার সময়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'এদিকে সূর্য ডুবতে বসেছে; উষা হবে চারটেরও আগে। হাতে সময় আছে বড়জোর নয় ঘণ্টা, অথচ মিলোসিস থেকে আমরা একশো মাইল দূরে। কি হবে এখন?'

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। বললাম, 'আপনার ঘোড়াটা তাজা আছে?'

'হ্যাঁ, আগের ঘোড়াটা মারা যেতে এইমাত্র উঠেছি এটার পিঠে। ভাল করে খাওয়ানোও হয়েছে এটাকে।'

'আমারটারও তাই। এখনই নেমে আমস্লোপোগাসকে উঠতে দিন, ঘোড়া ও ভালই চালাতে জানে। উষার আগেই মিলোসিসে যাব আমরা। আর, যদি যেতে না পারি, তাহলে–কি আর করা। না, না; আপনার কিছুতেই যাওয়া চলবে না। তাহলে এদিকে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সৈন্যরা ভাববে, আপনি পালাচ্ছেন। নিন, তাড়াতাড়ি নামুন।'

সাথে সাথে নামলেন তিনি, আর আমার নির্দেশে উঠে পড়ল আমস্লোপোগাস।

'তাহলে বিদায়,' বললাম আমি। 'সম্ভব হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একহাজার অশ্বারোহীর একটা দল পাঠিয়ে দেবেন আমাদের পেছনে। একজন জেনারেলকে বলুন, আমার দলটার ভার নিতে। আমার অনুপস্থিতির কারণটা সে যেন বুঝিয়ে বলে সৈন্যদের।'

'ওকে রক্ষার যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন তো, কোয়াটারমেইন?' ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, যথাসাধ্য করব। এখন যান; পিছে পড়ে গেছেন আপনি।'

তাঁর দলটা ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে স্রোতস্বিনীর দিকে। শেষবারের মত আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে জেনারেলদেরসহ ঘোড়া ছোটালেন তিনি।

ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলাম আমি ও আমস্লোপোগাস। কয়েক মিনিটের মধ্যে পিছে পড়ে গেল হত্যাকাণ্ড, হুলস্থূল, চিৎকার আর রক্তের গন্ধ।

একুশ

ঢালের মাথায় উঠে ঘোড়াকে দম নেয়াবার জন্যে একমুহূর্ত থামলাম আমরা। পেছন ফিরতে চোখে পড়ল যুদ্ধক্ষেত্র। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লাল হয়ে আছে।

'আজকে আমরাই জিতেছি, মাকুমাজন,' অভিজ্ঞ চোখে পরিস্থিতিটা একবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে নিয়ে বলল আমস্লোপোগাস। 'দেখো, সোরাইসের সৈন্যরা এখনও লড়ছে বটে, কিন্তু সে মনোবল আর তাদের নেই। কিন্তু হায়! একদিক থেকে আজকের যুদ্ধকে অমীমাংসিতই বলতে হবে। কারণ, আঁধার নামছে, আমাদের সৈন্যরা আর পিছু নিয়ে শেষ করতে পারবে না তাদের,'–বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সে। 'কিন্তু,' যোগ করল আবার, 'মনে হয় না, ওরা আর লড়াই করতে চাইবে, লড়াইয়ের সাধ অনেকটাই মিটিয়ে দিয়েছি আমরা। আহ্! বেঁচে থাকার দরকার আছে! বেঁচে না থাকলে দেখার মত এই লড়াইটা দেখতে পেতাম না।'

ইতিমধ্যে আবার রওনা দিয়েছি আমরা। যেতে যেতেই আমাদের উদ্দেশ্যটা খুলে বললাম ওকে। বুঝিয়ে দিলাম, ব্যর্থ হলে, আজকে বিসর্জন দেয়া অতগুলো প্রাণের কোন মূল্যই থাকবে না।

'ইস্!' বলল সে, 'এই ঘোড়াদুটো ছাড়া আর কিছু নেই, তবু, ভোরের আগেই যেতে হবে একশো মাইল! বেশ–ছোট! ছোট! মানুষ চেষ্টার ত্রুটি করে না, মাকুমাজন; অ্যাগনের খুলিটা দু'ফাঁক করার জন্যে হয়তো ভোরের আগে পৌঁছে যেতেও পারি আমরা। একবার আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল শয়তানটা। এখন আবার নাইলেপথাকে মারতে চাইছে, তাই না? বেশ! রানী বেঁচে থাক বা না থাক, ওর মাথা থেকে দাড়ি পর্যন্ত দু'ফাঁক করে ফেলব আমি। হ্যাঁ, চাকার নামে শপথ করছি,' ইনকোসি-কাসটা দোলাতে লাগল সে।

আঁধার প্রায় ঢেকে ফেলেছে পৃথিবীকে। তবে, সুখের বিষয়, চাঁদ উঠবে কিছুক্ষণ পরে, আর রাস্তাটাও ভাল।

গোধূলি ভেদ করে ছুটে চলল অপূর্ব দুই ঘোড়া।

নিস্তব্ধতার মধ্যে নৈশসঙ্গীতের মত বাজতে লাগল ঘোড়ার খুর। পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল পরিত্যক্ত গ্রাম, অবহেলিত কিছু অভুক্ত কুকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বিষণ্ন অভ্যর্থনা। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে ছোপ ছোপ, নিরুত্তাপ চাঁদের আলো। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ছুটে চললাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা!

অবশেষে একসময় অনুভব করলাম, অত চমৎকার প্রাণীও নেতিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ঘড়ি দেখলাম; প্রায় মধ্যরাত, এবং অর্ধেকের বেশি পথ চলে এসেছি আমরা। এখানে ঢালের মাথায় ছোট একটা ঝর্না আছে। আমস্লোপোগাসকে বললাম, এখানে থামব। অন্তত মিনিট দশেক দম নেয়ার সুযোগ দিতেই হবে ঘোড়াগুলোকে। সাথে সাথে নেমে পড়ে আমার ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল সে। যেখানটায় আঘাত লেগেছিল, বুকের সেই পাশটায় বেশ ব্যথা শুরু হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল দুই ঘোড়া। গা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে টপ্ টপ্ করে।

আমস্লোপোগাসকে রেখে ঝর্নার কাছে গিয়ে প্রাণ ভরে পান করলাম মিষ্টি পানি। দুপুরের পর থেকে এক ঢোক ওয়াইন ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। আমি ফিরে এলে আমস্লোপোগাস গেল। সবশেষে কয়েক ঢোক দেয়া হলো ঘোড়াদুটোকে। অতি কষ্টে পানির কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম ওদের।

হাতে আর সামান্য কিছু সময় ছিল। সেই ফাঁকে পরীক্ষা করলাম প্রাণী দুটোকে। আমারটা খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে, অনেকটা শক্তি এখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশিষ্ট আছে ডেলাইটের। ঘোড়ার পিঠে উঠতে আমাকে সাহায্য করল আমস্লোপোগাস। তারপর রেকাবে পা না রেখেই এক লাফে উঠে পড়ল সে।

আরও মাইল দশেক এগোবার পর পাওয়া গেল ছ-সাত মাইল লম্বা একটা চড়াই। তিনবার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল আমার কালো ঘোড়াটার। তবে, চড়াইটার মাথায় ওঠার পর ঢালু বেয়ে মোটামুটি দ্রুতই ছুটতে লাগল সে। তিন কি চার মাইল খুব জোরে এগোলাম আমরা। কিন্তু আমার অন্তর বলছিল, এটাই সর্বশেষ চেষ্টা। ধারণা ভুল হয়নি আমার। হঠাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটতে শুরু করল ক্লান্ত ঘোড়াটা। তিনশো কি চারশো গজ যাবার পর দুই তিনবার ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তার শরীর, ওপরদিকে একটা লাফ দিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, করুণ, রক্তরাঙা চোখে তাকিয়ে আছে ওটা আমার দিকে। সবশেষে মৃদু একটা গোঙানির সাথে ঢলে পড়ল মাথাটা। ফুসফুস ফেটে গেছে।

মৃতদেহটার পাশে এসে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, আতঙ্কিত চোখে তাকালাম ওর দিকে। এখনও পাড়ি দিতে হবে বিশ মাইল, কিন্তু একটা ঘোড়ায় করে সেটা কিভাবে সম্ভব? চোখে অন্ধকার দেখলাম, কিন্তু জুলুটার অসাধারণ দৌড়-ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

কোন কথা না বলে জিন থেকে লাফিয়ে নামল সে। তারপর ওখানে বসানোর জন্যে তুলে ধরল আমাকে।

'কি করতে চাও তুমি?' জানতে চাইলাম আমি।

'দৌড়াব,' জবাব এল।

প্রায় সাথে সাথেই দৌড় শুরু করল সে। আর, ঘোড়া বদল করে আমি যে কি শান্তি পেলাম—সে শুধু ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘসময় বসে থাকার অভ্যাস যাদের আছে, তারাই বুঝতে পারবে।

অবাক হয়ে দেখলাম আমস্লোপোগাসের দৌড়। মাইলের পর মাইল ছুটে চলল সে, ঘোড়ার মতই ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে মুখ, বড় বড় হয়ে গেছে নাকের ফুটো। প্রতি পাঁচমাইল অন্তর দম নেয়ার জন্যে কয়েক মিনিট করে থামল ও, তারপর আবার ছুটে চললাম আমরা।

'আরেকটু দৌড়াতে পারবে কি,' তৃতীয়বার থামার পর বললাম আমি, 'না হয় দম নিয়ে পরে আসো তুমি, কি বলো?'

সামনের একটা ঝাপসা স্তূপের দিকে কুড়াল নির্দেশ করল ও। ফুল-মন্দিরের দূরত্ব আর পাঁচমাইলের বেশি হবে না।

'ওখানে হয় পৌঁছব, নয়তো মরব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

আর, শেষের সেই পাঁচমাইল! একেকটা মুহূর্ত যাচ্ছে, আর, অস্থির হয়ে উঠছি আমি। ক্লান্তি, অনাহার, অনিদ্রার সাথে যোগ হয়েছে বুকের ব্যথা। মনে হচ্ছে, ছোট কোন হাড় বা তীক্ষ্ণ কিছু যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুটো করে ফেলছে ফুসফুস। ডেলাইটের অবস্থাও একেবারে কাহিল।

কিন্তু বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে উষার আভাস। সুতরাং বিশ্রাম আর কোনমতেই নয়। এখন দেরি করার চেয়ে আমাদের তিনজনেরই মরে যাওয়া ভাল।

www.BanglaBook.org

অবশেষে শহরের বাইরের বিশাল পেতলের দরজাটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। হঠাৎ নতুন একটা আতঙ্কজনক ভাবনা পেয়ে বসল। রক্ষীরা যদি আমাদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়?

'খোলো! খোলো!' আদেশের স্বরে চেঁচালাম আমি। 'খোলো! দূত, যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে!'

'কি সংবাদ?' গলা চড়িয়ে বলল রক্ষী। 'কে তোমরা?'

'আমি লর্ড মাকুমাজন। তাড়াতাড়ি খোলো, সংবাদ আছে।'

খুলে গেল দরজা। ঘর্ঘর শব্দে নেমে এল টানা সেতুটা। ছুটলাম আমরা।

'কি সংবাদ, লর্ড, কি সংবাদ?' জানতে চাইল রক্ষী।

'ইনকুবু তাড়িয়ে দিয়েছেন সোরাইসকে,' বলেই আবার ছুটলাম।

পড়ো না, ডেলাইট, পড়ো না। আমস্লোপোগাস, আর মাত্র পনেরো মিনিট ঠিক থাকো, জু-ভেনডিসের ইতিহাস তোমাদের অমর করে রাখবে।

ফুল-মন্দির পেরিয়ে এলাম—আর এক মাইল—মাত্র একটা মাইল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওই তো প্রাসাদ!' আপনমনেই বললাম আমি। কিন্তু ভয়াবহ ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই ঘটে যায়নি তো?

আরেকবার চিৎকার দিয়ে উঠলাম, 'খোলো! খোলো!'

কোন জবাব নেই, বুকটা ধক করে উঠল।

আবার চিৎকার দিলাম। একটা মাত্র কণ্ঠে জবাব এল এবার। গলাটা চিনতে পেরে অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। কারা! নাইলেপথার ব্যক্তিগত রক্ষী।

'কারা, নাকি?' গলা চড়ালাম; 'আমি মাকুমাজন। সেতুটা নামিয়ে দরজা খুলে দিতে বলো রক্ষীদের। জলদি!'

অনন্তকাল পরে যেন নেমে এল সেতু। কারা-কে একলাই কাজটা করতে হয়েছে বলেই এত দেরি।

'আর রক্ষীরা কোথায়?' জবাবের অপেক্ষায় কাঠ হয়ে রইলাম আমি।

'জানি না,' বলল সে; 'ঘণ্টা দুয়েক আগে ঘুমের মধ্যে আমার রক্ষীরা আমাকে হঠাৎ বেঁধে ফেলেছিল। এইমাত্র দাঁত দিয়ে বাঁধন কেটেছি। খুব ভয় লাগছে আমার, এরা বোধহয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

ওর একটা বাহু চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে চত্বরের দিকে রওনা দিলাম; মাতালের মত টলতে টলতে আমাদের পিছু নিল আমস্লোপোগাস। কবরের মত স্তব্ধ হয়ে আছে দরবার-কক্ষ। এবার চললাম রানীর শোবার ঘরের দিকে।

মূল ঘরটার পাশের প্রথম ঘরটার সামনে পৌঁছলাম—কোন প্রহরী নেই; দ্বিতীয়টার সামনে গেলাম, একই অবস্থা। দুঃস্বপ্নের মত নীরবতা ঝুলে আছে চারদিকে। দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের! রানীর ঘরে প্রবেশ করলাম, মহা আতঙ্ক খামচে ধরেছে হৃৎপিণ্ড। কিন্তু ওহ্ ঈশ্বর, ওই তো রানী! আমাদের পদশব্দে এইমাত্র জেগে গেছে নাইলেপথা।

'কে?' চমকে উঠল সে। 'মাকুমাজন, কিন্তু তুমি এসেছ কেন? নিশ্চয় খুব খারাপ সংবাদ—আমার, আমার প্রভু মারা যায়নি তো?' বিলাপ করতে করতে সাদা ধবধবে দুটো হাত মোচড়াতে লাগল সে।

www.BanglaBook.org

'ইনকুবুকে "আহত" অবস্থাতেই রেখে এসেছি। তবে, শরীরটা আহত হয়নি তাঁর। ভালই যুদ্ধ চালাচ্ছেন সোরাইসের বিরুদ্ধে। ছোট-বড় প্রত্যেকটা লড়াইয়ে তোমার সৈন্যরাই সফল হয়েছে।'

'আমি জানতাম,' সোল্লাসে বলে উঠল ও। 'জানতাম, ও জিতবেই।'

'এখন ওসব কথা থাক। তাড়াতাড়ি গাউন পরে নাও,' বললাম আমি, 'আর, আমাদের জন্যে কিছু ওয়াইন ও খাবারের ব্যবস্থা করে খবর দাও তোমার সখীদের, যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও। একমুহূর্ত দেরি কোরো না।'

সাথে সাথে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সে, ফিরে এসে ঝটপট স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে একটা গাউন পরে নিল। একটু পরই ঘরে প্রবেশ করল গোটা বারো অর্ধনগ্ন মেয়ে।

'চুপচাপ আমাদের পিছে পিছে এসো,' বললাম আমি। অবাক চোখে তাকিয়ে একে অপরকে আঁকড়ে ধরল ওরা।

পাশের প্রথম ঘরটায় গিয়ে বললাম, 'এবার কিছু ওয়াইন আর খাবার দাও। আমরা প্রায় শেষ হয়ে গেছি।'

একটা কাবার্ড থেকে ওয়াইন আর ঠাণ্ডা মাংস এনে দিল ওরা। ঢক ঢক করে ওয়াইন খেতে লাগলাম আমি ও আমস্লোপোগাস। মনে হলো, দূরে সরে যাওয়া প্রাণটা যেন আবার চুপিসারে প্রবেশ করছে শরীরে।

'এখন আমার কথা শোনো, নাইলেপথা,' ওয়াইনের খালি পাত্রটা রেখে দিয়ে বললাম আমি। 'তোমার এই সখীদের মধ্যে জনাদুয়েক বুদ্ধিমতী আছে কি না?'

'নিশ্চয় আছে,' বলল সে।

'তাহলে তাদের বলো, বিশ্বস্ত কিছু লোক ডেকে আনুক বাইরে গিয়ে। সেই লোকগুলো যেন যে কয়জন করে পারে, সশস্ত্র মানুষ নিয়ে আসে। না, কোন প্রশ্ন কোরো না; যা বলছি তাই করো, এবং জলদি।'

দু'জন সখীকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সে।

'দৌড়াও এখনই, যদি জীবন বাঁচাতে চাও,' বললাম আমি।

কারার সাথে চলে গেল মেয়ে দুটো। আমরা এগোতে লাগলাম। যেতে যেতেই নাইলেপথাকে খুলে বললাম সবকিছু। সে বলল, শহরে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এখানকার সৈন্যরা চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। আর, বিজয়োল্লাসে মিলোসিসের দিকে ধেয়ে আসছে সোরাইসের বাহিনী।

চত্বরে পৌঁছতেই ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হলো বুকে। বাধ্য হয়ে নাইলেপথার একটা বাহু আঁকড়ে ধরে হাঁটতে লাগলাম, খেতে খেতে পেছনে আসতে লাগল আমস্লোপোগাস।

একটু পরেই প্রাসাদের দেয়ালের গায়ের ছোট্ট দরজাটার কাছে পৌঁছলাম আমরা, যেটা পার হলেই সেই প্রকাণ্ড সিঁড়ি।

কিন্তু যা দেখলাম, তাতে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করার ইচ্ছে হলো। দরজাটা নেই, এমনকি তার ওপরের ব্রোঞ্জের দরজাটা পর্যন্ত নেই। কবজা থেকে খুলে নিয়ে ওগুলোকে ফেলে দেয়া হয়েছে দুশো ফুট নিচে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমরা।

'দেখেছ,' বললাম আমি, 'দরজা খুলে নিয়ে গেছে ওরা। এখন এই ফাঁকা জায়গাটা ভরা যায়, এমনকিছু আছে কি? বলো তাড়াতাড়ি, আলো ফোটার সাথে সাথে কিন্তু এসে হাজির হবে শয়তানের দল।'

'আছে,' বলল নাইলেপথা। 'চত্বরটার ওপাশে মার্বেল পাথরের বড় বড় খণ্ড আছে। মজুরেরা এনে রেখেছে, নতুন একটা মূর্তি গড়া হবে–ইনকুবুর। ওগুলো দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা ভরা যাবে।'

একমুহূর্ত দেরি না করে চলে গেলাম চত্বরের অপর পাশে। থাকে থাকে সাজানো রয়েছে মার্বেল পাথর। ছ'ইঞ্চি করে পুরো হবে একেকটা খণ্ড, ওজন আশি পাউন্ডের মত। ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে স্ট্রেচারের মত একধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছে মজুরেরা। ওই স্ট্রেচারগুলোতে করে পাথর বয়ে নিয়ে যাবার ভার দেয়া হলো চারজন মেয়ের ওপর।

'শোনো, মাকুমাজন,' বলল আমস্লোপোগাস, 'দরজা পর্যন্ত পাথর গেঁথে তোলার আগেই যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে বজ্জাতগুলো, আমি একা বাধা দেব তাদের। হ্যাঁ, মাকুমাজন, তুমি আর না কোরো না। সিঁড়িটা পাহারা দেব আমি। এখন ওপাশটায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নেব। ওদের পায়ের শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত জাগাবে না আমাকে। কারণ, শক্তি জড়ো করতে হবে আমার।' কথা শেষ করেই সোজা শুয়ে পড়ল ও, আর, মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

আমার অবস্থাও খুব কাহিল। না শুলেও বসে পড়তে বাধ্য হলাম। মেয়েগুলো বয়ে আনছে পাথরখণ্ড, গেঁথে তুলছে নাইলেপথা ও কারা। খুবই খাটছে মেয়েগুলো, তবু, কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর।

আলো ফুটতে শুরু করেছে। হঠাৎ সিঁড়ির একেবারে গোড়ার দিক থেকে একটা হৈ চৈ ভেসে এল, অস্ত্রের ঠুং ঠাং শব্দও শুনতে পেলাম। এদিকে আমাদের দেয়াল মাত্র দু'ফুট উঁচু হয়েছে।

ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল ঠুং ঠাং। ঊষার ভুতুড়ে ধূসর আলোর ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে জনাপঞ্চাশেক লোক। মাঝামাঝি, অর্থাৎ, ঝুলন্ত খিলানটার পাশে এসে থামল ওরা; অনুভব করতে পেরেছে যে ওপরে কিছু একটা হচ্ছে। মিনিট তিন-চারেক অপেক্ষা করার পর আবার ওরা উঠে আসতে লাগল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

আমাদের দেয়াল গাঁথা শুরু হবার পর মিনিট পনেরো কেটেছে মাত্র, ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে শত্রুরা। আলফোন্স তাহলে ঠিকই শুনেছে।

আমস্লোপোগাসকে জাগালাম। উঠেই মাথার চারপাশে বন্ বন্ করে ইনকোসি-কাস ঘোরাতে লাগল সে।

'বাহ্,' বলল সে। 'আবার যেন যুবক হয়ে গেছি। সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার, নিবে যাবার আগে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে বাতি। ভয় পেয়ো না, ভালই লড়ব; খুব উপকার দিয়েছে ওয়াইন আর ঘুমটা।

'মাকুমাজন, একটা স্বপ্ন দেখলাম। তুমি আর আমি একটা তারার ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি নিচের পৃথিবীর দিকে। ভূতের মত দেখাচ্ছিল তোমাকে, মাকুমাজন, চারপাশ ঘিরে নাচছে আগুনের শিখা। বুড়ো শিকারী, সময় বুঝি ফুরিয়ে এসেছে আমাদের। তবে, তাই হোক; পৃথিবীতে অনেক সময়ই তো কাটালাম আমরা। কিন্তু তার আগে আজকের লড়াইটাও হবে গতকালের মত।

'যদি কিছু হয়ে যায়, মাকুমাজন, ওদের বলো, আমার জাতির মানুষের মত করেই যেন কবর দেয় আমাকে, আর, চোখদুটো যেন থাকে জুলুল্যান্ডের দিকে'; আমার হাতদুটো ঝাঁকিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হলো ও।

হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে কারা এসে দাঁড়াল আমস্লোপোগাসের পাশে, কোষ থেকে তরোয়ালটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

'সত্যিই আমার পাশে থাকবে তুমি?' অট্টহাসি দিয়ে উঠল বুড়ো যোদ্ধা। 'এসো, এসো, সাহসীরাই মরে মানুষের মত! এখন আমরা একদম তৈরি।'

শত্রুদের মাঝে নাস্টা ও অ্যাগনকে চোখে পড়ল আমার। হঠাৎ বিরাট একটা বর্শা হাতে সাথীদের পেছনে ফেলে আমস্লোপোগাসের দিকে ছুটে এল বিশালদেহী এক লোক। পা স্থির রেখে শরীরটা একপাশে সরিয়ে নিল সে, লক্ষভ্রষ্ট হলো বর্শা, পরমুহূর্তেই চোখের পলকে শিরস্ত্রাণ, চুল, খুলি ভেদ করে নেমে এল ইনকোসি-কাস। সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে এল মৃতদেহটা, অবশ্য তার আগেই লোকটার জলহস্তীর চামড়ার ঢালটা নিয়ে নিল আমস্লোপোগাস। প্রায় তখনই আরেকজন শত্রু মারা পড়ল কারার হাতে।

এবার একজন-দুজন তিনজন করে ছুটল শত্রুরা। ঝলসে উঠল তরোয়াল, নেমে এল ইনকোসি-কাস, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল মৃত বা মুমূর্ষু। পিলে চমকানো রণহুঙ্কার ছেড়ে কুড়াল চালাতে লাগল আমস্লোপোগাস। একেকটা কোপ ছুটি দিয়ে দিল একেকটা জীবনকে। এই লড়াইয়ে গজাল দিয়ে ঠোকরানো একেবারেই বাদ দিয়েছে সে, অত সময় আর নেই এবার।

তরোয়ালের কোপ মারল শত্রুরা, খোঁচা দিল বর্শা দিয়ে, অন্তত গোটা বারো ক্ষত সৃষ্টি হলো জুলুর শরীরে। কিন্তু তার মাথা রক্ষা করল ঢালটা, বর্ম রক্ষা করল শরীরের মারাত্মক জায়গাগুলো। সাহসী জু-ভেন্‌ডিটাকে সাথে নিয়ে মিনিটের পর মিনিট সিঁড়ি আগলে রইল সে।

অবশেষে ভেঙে গেল কারার তরোয়ালটা, এক শত্রুর সাথে জড়াজড়ি করতে করতে দুজনেই নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। এবং তৎক্ষণাৎ অবরত তরোয়ালের কোপে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার শরীর। একজন বীর লড়তে লড়তে প্রাণত্যাগ করল খাঁটি বীরের মত।

কিন্তু একচুলও হটল না আমস্লোপোগাস। কোপের পর কোপ চালিয়ে গেল সে। রক্তে পিছল হয়ে উঠল সিঁড়ি। কিছুটা পিছু হটে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শত্রুরা, যেন সে এ পৃথিবীর কোন রক্তমাংসের মানুষ নয়।

সাড়ে চার ফুট উঁচু হয়েছে দেয়াল, মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে আশার আলো।

www.BanglaBook.org

কিন্তু আমস্লোপোগাসকে সাহায্য করতে না পারায় দাঁত কিড়মিড় করছি আমি। সাহায্য করার উপায়ও নেই, রিভলভারটা হারিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

শেষমেষ রাখে অন্ধ হয়ে বিরাট একটা বর্শা হাতে ছুটে এল অ্যাগন।

'এসো; এসো,' চিনতে পেরেই চেঁচিয়ে উঠল জুলু, 'এতক্ষণ ধরে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি!'

বর্শা চালাল অ্যাগন। আঘাতটা এতই ভয়ঙ্কর যে, ঢালটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবার পরেও খোঁচা লাগল ঘাড়ে। সাথে সাথে ঢালটা ফেলে দিল সে, আর, আটকে যাওয়া বর্শাটা টেনে বের করার আগেই অ্যাগনের খুলি ভেদ করে নেমে এল ইনকোসি-কাস। সিঁড়ি দিয়ে মৃতদেহটা গিয়ে পড়ল সাথীদের মৃতদেহের মাঝে, ষড়যন্ত্রের ঋণ মিটিয়ে দিল পুরোহিত।

ঠিক এইসময়ে শোরগোল উঠল সিঁড়ির গোড়ায়, রানীকে উদ্ধার করতে পৌঁছে গেছে জনসাধারণ। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল তারা, ষড়যন্ত্রকারী পলায়মান পুরোহিতের দল কচু কাটা হয়ে গেল তাদের হাতে। অবশিষ্ট রইল একজন, ষড়যন্ত্রের হোতা—নাস্‌টা।

মুহূর্তের জন্যে হতাশ ভঙ্গিতে তরোয়ালে ভর দিয়ে রইল সে, তারপরই জুলুর দিকে ছুটে এল ভয়ঙ্কর এক চিৎকার ছেড়ে। তার তরোয়ালের ভয়াবহ গুঁতো বর্ম ভেদ করে আঘাত হানল পাঁজরে। একপলকের জন্যে জমে গেল আমস্লোপোগাস, হাত থেকে পড়ে গেল কুড়ালটা।

আবার তরোয়াল উঁচিয়ে ব্যাপারটার ইতি টেনে দেয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাস্‌টা, কিন্তু তার শত্রুকে চিনতে পারেনি সে। আহত সিংহের মত নাস্‌টার গলা লক্ষ করে লাফ দিল আমস্লোপোগাস। শুরু হলো প্রচণ্ড হাতাহাতি। ষাঁড়ের শক্তি নাস্‌টার গায়ে, কিন্তু এবার তাকে লড়তে হচ্ছে জুলুল্যান্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী লোকের সাথে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ভীষণ এক হুঙ্কার ছেড়ে নাস্‌টাকে মাথার ওপর তুলে নিল আমস্লোপোগাস, ছুঁড়ে দিল সিঁড়ির প্যারাপিটের ওপর দিয়ে। দু'শো ফুট নিচে রওনা হয়ে গেল দেহটা, যেখানে অভ্যর্থনা জানাতে মাথা উঁচিয়ে আছে অসংখ্য পাথর।

গগনবিদারী চিৎকার উঠল জনতার কণ্ঠে। তিল তিল করে সাজানো মার্বেলের খণ্ডগুলো নামিয়ে ফেলল তারা। দরজা না থাকলেও এ-পথে আর শত্রু ঢুকে পড়ার ভয় নেই।

বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠা জনতার মাঝে চুপচাপ হেঁটে চলেছে আমস্লোপোগাস, দর দর করে রক্ত ঝরছে সারা গা থেকে। তরোয়ালের আঘাতে দু'জায়গায় কেটে গেছে কপালের বালাটা, রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে গোটা মুখ। বর্শার আঘাতে ফুটো হয়ে আছে ঘাড়ের একটা পাশ; বাম বাহুর ঠিক নিচে, পাঁজরের ওপর বিরাট একটা গর্ত। ওখানেই বর্শা ফুটো হয়ে গেছে নাস্‌টার তরোয়ালের প্রচণ্ড গুঁতোয়।

এক হাতে কুড়াল নিয়ে হেঁটে চলেছে আমস্লোপোগাস। ঈষৎ টলছে, চারপাশে এত শোরগোল—কিন্তু কোনদিকে নজর নেই তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোজা বড় হলঘরটাতে গেল সে, পেছনে রেখে গেল রক্তের ফোঁটায় তৈরি পথ। ঘরের ঠিক মাঝখানে, পবিত্র পাথরটার পাশে গিয়ে থামল সে। শক্তি যেন অনেকটাই অন্তর্হিত হয়েছে, হাঁপাতে লাগল কুড়ালের হাতলে ভর দিয়ে। হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে:

'মারা যাচ্ছি, মারা যাচ্ছি আমি—কিন্তু এ যাওয়া রাজার মত। সিঁড়ি দিয়ে যারা উঠে আসছিল, তারা কোথায়? একজনকেও তো আর দেখছি না। মাকুমাজন, তুমি কি আছ, নাকি আগেই চলে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছ অন্ধকারের রাজ্যে? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, রক্ত আমার চোখ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে—দুলছে, চারপাশটা দুলছে!'

একটু চুপ করে রইল সে। তারপর হঠাৎ যেন কোন কথা মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে রক্তাক্ত কুড়ালটা তুলে চুমু খেলো ওটার ফলায়।

'বিদায়, ইনকোসি-কাস,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'না, না, একসাথে যাব আমরা। এতদিন একসাথে থেকেছি, আর কি আলাদা হতে পারি? এই কুড়াল আর কারও হাতে শোভা পেতে পারে না।

'একটা, আর মাত্র একটা! একটা ভাল কোপ! একটা খাড়া কোপ! একটা শক্ত কোপ!' বলে একদম সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। তারপর ভীষণ এক বুনো, হৃদয়কাঁপানো হুঙ্কার ছেড়ে ইনকোসি-কাসটা ঘোরাতে লাগল মাথার চারপাশে। একসময় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুড়ালটা, মাথার চারপাশে ঘুরছে যেন ইস্পাতের একটা বৃত্ত। তারপর, হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে কুড়ালটা সে নামিয়ে আনল পবিত্র পাথরের ঠিক ওপরে। বৃষ্টির মত স্ফুলিঙ্গ ছুটে গেল চারদিকে। প্রায় অতিমানবিক শক্তিশালী সেই কোপে কয়েক টুকরো হয়ে গেল অতবড় মার্বেলটা। ইস্পাতের কয়েকটা টুকরো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না ইনকোসি-কাসের, হাতলটা পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

সশব্দে পড়ে গেল মার্বেলের টুকরোগুলো, আর, সেগুলোর ওপরেই ধপাস করে পড়ে গেল দুঃসাহসী বুড়ো জুলু—তখনও হাতে ধরা ইনকোসি-কাসের গাঁটটা।

এবং এভাবেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল মহাবীর আমস্লোপোগাস।

এরপর গতকাল সূর্যাস্ত থেকে এ-যাবৎ ঘটা প্রত্যেকটা ঘটনা সমবেত জনতাকে খুলে বলল নাইলেপথা। শেষে বলল, 'এরকম গৌরবময় ঘটনা আমাদের ইতিহাসে নেই। আর তাই, মাকুমাজন, আমস্লোপোগাস ও কোয়া-র নাম সোনার অক্ষরে খোদাই করে রাখা হবে আমার সিংহাসনের ওপরে। নামগুলো টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন টিকে থাকবে জু-ভেনডিস।'

নাইলেপথার এই বক্তৃতায় হৈ হৈ করে উঠল জনসাধারণ। আমি বললাম, আমরা স্রেফ কর্তব্য পালন করেছি। সুতরাং এ-নিয়ে কোলাহল করার কিছু নেই; কিন্তু এ কথায় কোলাহল আরও বেড়ে গেল।

এরপর নিজের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুলাম। খুব কষ্ট হলো বর্মটা খুলতে। বুকের বামপাশ থেকে পাঁজর পর্যন্ত পিরিচের আকারে রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে।

প্রাসাদের বাইরে থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। জিজ্ঞেস করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে পারলাম, রানীর সাহায্যে এসে পৌঁছেছে কার্টিসের অশ্বারোহী বাহিনী। সোরাইস তার বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেছে ম'আর্সটিউন্যায়। যুদ্ধের কি নিদারুণ পরিহাস! গতকাল যেখানে ছিল সোরাইসের বাহিনী, আজ সেখানে তাঁবু ফেলেছেন স্যার হেনরি। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে আগামীকাল তিনি রওনা দেবেন ম'আর্সটিউন্যার উদ্দেশে। আহ্, কি শান্তি যে পেলাম সংবাদ শুনে! মনে হলো, এবার যেন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি। হঠাৎ চোখের সামনে যেন সশব্দে ঝুলে পড়ল একটা কালো পর্দা।

জ্ঞান ফিরতে প্রথমেই চোখ পড়ল একটা গোল কাচের ওপর, তার পেছনেই গুড।

'এখন কেমন লাগছে?' জানতে চাইল সে।

'তুমি এখানে কি করছ?' ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম আমি। 'তোমার তো এখন ম'আর্সটিউন্যায় থাকার কথা। পালিয়ে এসেছ, না কি ব্যাপার?'

'ম'আর্সটিউন্যা?' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'গত সপ্তাহেই তো পতন হয়েছে ম'আর্সটিউন্যার। তুমি পনেরোদিন অজ্ঞান ছিলে। তারপর কত ভেরী বাজল, কত পতাকা উড়ল—এরকম কখনও দেখিনি।'

'সোরাইস?' জানতে চাইলাম আমি।

'সোরাইস—ও, সোরাইসকে বন্দী করা হয়েছে। নিজেদের চামড়া বাঁচাতে আত্মসমর্পণ করেছে ওর দলের শয়তানেরা। মিলোসিসেই আনা হয়েছে সোরাইসকে। জানি না, শেষপর্যন্ত ওর ভাগ্যে কি আছে, বেচারি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'কার্টিস?' আবার জানতে চাইলাম।

'নাইলেপথার কাছে। আগামীকাল ওরা দেখতে আসবে তোমাকে; আজই আসত, কিন্তু ডাক্তারেরা নিষেধ করেছে।'

কিছু বললাম না আমি। শুধু মনে হলো, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি যদি একনজর দেখতে আসতেন আমাকে। পরে ভাবলাম, ঠিকই করেছেন তিনি।

এসময় কানে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ। মাথা তুলতেই চোখে পড়ল বিরাট একজোড়া কালো গোঁফ।

'তাহলে এসেছ তুমি?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, মঁশিয়ে; যুদ্ধ শেষ, হত্যার তৃষ্ণা মিটে গেছে আমার। আর তাই এসেছি মঁশিয়ের সেবা করতে।'

হাসলাম আমি—অথবা বলা যায়, হাসার চেষ্টা করলাম। যোদ্ধা হিসেবে আলফোন্স কেমন, তা আর আলোচনা করতে চাই না। তবে, আমার প্রতি সে বরাবরই খুব সদয়। আশা করি, আমার কথা ওর সবসময়ই মনে থাকবে।

পরদিন সকালে আবার এল আলফোন্স—কার্টিস ও নাইলেপথার সাথে। আমি ও আমস্লোপোগাস চলে আসার পর কি কি হয়েছিল, সব খুলে বলল সে। স্যার হেনরি সত্যিই খুব দক্ষতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। সামান্য যে দায়িত্বটুকু পালন করেছি, তার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন বার বার। তবে, লক্ষ করলাম, আমার ওপর প্রথম চোখ পড়তে

www.BanglaBook.org

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন তিনি।

ওদিকে, কপালে একটা কাটা দাগ ছাড়া সুস্থ শরীরে প্রভুকে ফিরতে দেখে নাইলেপথা মহাখুশি।

'সোরাইসকে নিয়ে কি করতে চাও?' জানতে চাইলাম আমি।

এ কথা শোনার সাথে সাথে ভ্রূকুটি করল সে।

'সোরাইস,' আস্তে পা ঠুকে বলল সে; 'হুঁ, সোরাইস!'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলেন স্যার হেনরি।

'কিছুদিনের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলাম।

'নিজেকে ধোঁকা দেবেন না,' বললাম আমি। 'কিছুদিনের জন্যে হয়তো একটু ভাল হব, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ আমি আর কখনোই হব না। সকালে রক্ত উঠেছে থুতুর সাথে। পরিষ্কার অনুভব করছি, কিছু একটা যেন হচ্ছে ফুসফুসের ভেতরে। আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না; পুরনো এই পৃথিবীতে কম দিন তো কাটালাম না, তাই, এখন আমি সম্পূর্ণ তৈরি। ওই আয়নাটা একটু দেবেন? চেহারাটা একবার দেখতে চাই।'

আয়নাটা না দেয়ার জন্যে অনেক ছুতো করলেন তিনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত হার মানলেন আমার জেদের কাছে। আয়নাটা মুখের সামনে একবার ধরেই সাথে সাথে নামিয়ে রাখলাম।

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বললাম আমি, 'এই-ই তো ভেবেছিলাম; আর, আপনি বলছেন, ভাল হয়ে যাব!' ওঁদের দেখাতে চাইলাম না, আপন চেহারা আমাকে কতখানি আহত করেছে। সাদা তুষারের মত হয়ে গেছে মাথার সমস্ত চুল; হলুদ মুখটা কুঁচকে গেছে থুত্থুরে বুড়ির মত, দু'চোখের নিচে লাল টকটকে দুটো গভীর গোল দাগ।

কাঁদতে লাগল নাইলেপথা, আবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলেন স্যার হেনরি। বললেন, শিল্পীরা এসে দেখে গেছে আমস্লোপোগাসকে; কালো মার্বেলের মূর্তি গড়া হবে ওর। আর, আমারটা হবে সাদা মার্বেলে।

স্যার হেনরির সাথে কথা বলার ছয় মাস পর লিখছি এই গল্প। মূর্তি দুটো এখন প্রায় শেষ। খুব সুন্দর হয়েছে দুটোই। বিশেষ করে, আমস্লোপোগাস দেখতে হয়েছে আমস্লোপোগাসের মতই। আমার মূর্তিটার চেহারা হয়েছে আমার চেয়ে কিছুটা ভাল। অবশ্য এ-ব্যাপারে শিল্পীদের দোষ দিতে চাই না। তারা ঠিকই করেছে। কারণ, যুগ যুগ ধরে তো মানুষ এই মূর্তি দেখবে। এবং মানুষ অসুন্দর জিনিস দেখতে চায় না।

আমস্লোপোগাসের শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করা হয়েছে। আমাদের মত না পুড়িয়ে মানা হয়েছে জুলু-রীতি। হাঁটুর নিচে থুতনি রেখে বাঁধা হয়েছে প্রথমে, তারপর পাতলা সোনার পাতে জড়িয়ে কবর দেয়া হয়েছে একটা গর্তে। গর্তটা খোঁড়া হয়েছে সেই সিঁড়ির মাথায়, যেটা সে আগলে রেখেছিল বীরের মত। ওখানেই, জুলুল্যান্ডের দিকে চেয়ে সে বসে রইবে চিরদিনের মত। কারণ, যাতে না পচে, সেজন্যে মৃতদেহটা লেপা হয়েছে আরক দিয়ে। তারপর সেটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাথরের বায়ুরোধী বাক্সের ভেতর। লোকজন বলাবলি করছে, রাতে নাকি বাক্সের ভেতর থেকে উঠে আসে আমস্লোপোগাস, ভুতুড়ে ইনকোসি-কাস ঝাঁকায় ভুতুড়ে শত্রুকে উদ্দেশ করে। বোঝা যাচ্ছে, রাতে ওদিক দিয়ে যেতে ভয় পায় জু-ভেন্‌ডিরা।

এদিকে শুরু হয়েছে এক উপকথা। বর্বর বা প্রায়-সভ্য জাতির মধ্যে কেমন করে যেন মাঝেমধ্যেই উপকথা চালু হয়ে যায়। এবারের বিষয়বস্তু হলো:

আমস্লোপোগাস যতদিন ওখানে বসে থাকবে, ততদিন খ্যাতি লাভ করবে স্যার হেনরি ও নাইলেপথার নতুন বংশধরেরা। তারপর কালের গর্ভে যেদিন বিলীন হয়ে যাবে আমস্লোপোগাসের দেহ, সেদিনই চিরদিনের মত ধ্বংস হয়ে যাবে জু-ভেন্‌ডি জাতি।

তেইশ

নাইলেপথা আমাকে দেখে যাবার একসপ্তাহ পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলাম। চুপচাপ বসে আছি, এমনসময় স্যার হেনরির কাছ থেকে একটা সংবাদ এল। আজ দুপুরে রানীর শয়নকক্ষের পাশের প্রথম ঘরটায় হাজির করা হবে সোরাইসকে। তিনি জানতে চেয়েছেন, সেসময় ওখানে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। সে সুখী মেয়েটিকে আরেক নজর দেখার খুবই কৌতূহল ছিল। তাই, আলফোন্স ও স্যার হেনরির পাঠানো লোকটার সাহায্যে রওনা দিলাম সেদিকে।

পৌঁছে দেখি, উচ্চপদস্থ কয়েকজন সভাসদ ছাড়া এখনও কেউ আসেনি। তবে, আমি বসতে কি না বসতেই একদল রক্ষীর প্রহরায় এসে উপস্থিত হলো সোরাইস। দৃষ্টিতে কিছুটা ক্লান্তি ছাড়া এখনও তেমনি সুন্দরী, তেমনি গর্বিণী। পরনে সূর্যের প্রতীকওয়ালা রাজকীয় টোগা, হাতে সেই রূপোর ক্ষুদ্র বর্শা। ওকে দেখে প্রশংসা ও করুণামিশ্রিত একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম। অভিবাদন জানানোর জন্যে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। একইসাথে দুঃখবোধ হলো এই ভেবে যে, ওর সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

মুখটি একটু কালো করে তিক্ত হাসি হেসে উঠল ও। 'তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, মাকুমাজন,' বলল সে, 'আমি আর রানী নই, শিরায় শুধু রাজকীয় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এই যা; এখন আমি সমাজচ্যুত, বন্দিনী—এখন তো সবার উচিত আমাকে ঘৃণা করা, কেউ তো আমাকে আর সম্মান জানায় না।'

'অন্তত,' জবাব দিলাম আমি, 'তুমি যে চালচলনে এখনও রানীর মত, সেজন্যেও তোমাকে কিছুটা সম্মান জানানো উচিত।'

'ওহো!' মৃদু হেসে বলল সে, 'তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, সোনার পাতে মুড়ে মন্দিরের চুড়োর ভেরীর সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে।'

'না,' বললাম আমি, 'মোটেই ভুলিনি। বরং যুদ্ধে একসময় যখন আমাদের পরাজয়ের উপক্রম হয়েছিল, তখন ওই কথা আরও বেশি করে মনে পড়ছে।

www.BanglaBook.org

তবে, ভেরীটা এখনও মন্দিরের চুড়োতেই আছে, ওখান থেকে ঝুলে পড়তে হয়নি আমাকে–কিন্তু ওসব কথা বলছ কেন?'

'হ্যাঁ,' বলে চলল সে, 'যুদ্ধ! যুদ্ধ! আর যদি মাত্র একটা ঘণ্টার জন্যে রানী হতে পারতাম! তাহলে, আমার প্রয়োজনের সময় পালিয়ে যাওয়া শেয়ালগুলোকে দেখাতাম, প্রতিহিংসা কি জিনিস!' রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেল ওর।

'আর ওই পুচকে কাপুরুষটা,' রূপোর বর্শাটা আলফোন্সের দিকে তাক করে আবার বলে চলল সে, আলফোন্সের চেহারাটা হয়ে উঠল অত্যন্ত অস্বস্তিকর; 'পালিয়ে গিয়ে আমার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করে দিল। ওকে সেনাপতি তৈরি করতে চেয়েছিলাম আমি, সৈন্যদের বলেছিলাম–এ-হচ্ছে বুগোয়ান। কিন্তু আমার তাঁবুর একটা পতাকার নিচে লুকিয়ে সব কথা শুনে ফেলল ও। অযথাই ওর ভাল করতে চেয়েছিলাম, উচিত ছিল খতম করে দেয়া!

'কিন্তু, মাকুমাজন, তোমার কথা আমি শুনেছি; তুমি যেমন সাহসী, তেমনি বিশ্বাসী। আর, সেই কালো লোকটা–ও-ই হলো সত্যিকার মানুষ। নাস্‌টাকে সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয়ার দৃশ্যটা দেখতে পেলে খুব আনন্দ পেতাম।'

'তুমি একটি আশ্চর্য মেয়ে, সোরাইস,' বললাম আমি; 'তোমার উচিত এখন নাইলেপথার সাথে কথা বলা, সে হয়তো ক্ষমা করে দিতে পারে তোমাকে।'

অট্টহাসি দিয়ে উঠল সে। 'ক্ষমা চাইব আমি!'–এ-কথা বলার প্রায় সাথে সাথেই স্যার হেনরি ও গুডসহ প্রবেশ করল নাইলেপথা। নিজের আসনটিতে বসল রানী, চেহারা অনুভূতিশূন্য। গুডকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে।

'শুভেচ্ছা গ্রহণ করো, সোরাইস!' কিছুক্ষণ পর বলল নাইলেপথা। 'দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই তোমার, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছ তুমি, দু'দুবার হীন ষড়যন্ত্র করেছ আমাকে শেষ করে দেয়ার, আমার প্রভু ও তার সাথীদের মারার শপথ করেছ। এতকিছুর পরেও বেঁচে থাকার পক্ষে কি যুক্তি আছে তোমার? বলো, সোরাইস।'

'মনে হচ্ছে, মূল অভিযোগটা ভুলে গেছে আমার বোন,' মৃদু, সঙ্গীতময় কণ্ঠে বলল সোরাইস। 'ইনকুবুকে ভালবেসেছিলাম, এটাই আমার অপরাধ। আর, এই কারণেই প্রাণ দিতে হবে আমাকে–যুদ্ধটুদ্ধ ওসব বাজে কথা। নাইলেপথা, সত্যিই তোমার ভাগ্য ভাল, ইনকুবুকে ভালবাসতে একটু দেরি করে ফেলেছিলাম।'

'শোনো,' এবার গলা চড়াল সে, 'জুয়ের বদলে ভাগ্য আমার জন্যে বয়ে এনেছে পরাজয়–এই একটা কথা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই আমার। এখন আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি, তাই করতে পারো, রানী। বরং রাজাকেই বলো কাজটা করতে'–স্যার হেনরিকে দেখাল সে–'এখন তো সে-ই হবে রাজা–প্রাণদণ্ডের আদেশটা তার মুখেই শুনি। এ-যাবৎ ঘটা সমস্ত অশুভ ঘটনার সে-ই তো শুরু, শেষটাও সে-ই হোক।' স্যার হেনরির দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনে বর্শাটা নিয়ে খেলা করতে লাগল সে।

নিচু হয়ে নাইলেপথার কানে ফিসফিস করে কি যেন বললেন স্যার হেনরি। আবার কথা বলে উঠল রানী।

'সোরাইস, চিরদিন বোনের মতই ভালবেসেছি তোমাকে। বাবা মারা যাবার

www.BanglaBook.org

পর দেশের সবাই বলাবলি শুরু করল, আমার সাথে তোমাকেও সিংহাসনে বসানো হবে কি না। আমি মত দিলাম। বললাম, আমরা যমজ বোন, আমি যদি রানী হই, সে-ও রানী হবে। সেই ভালবাসার কি প্রতিদান দিয়েছ, সে-তো তুমিই সবচেয়ে ভাল জানো। এখন তোমার জীবন আমার হাতের মুঠোয়। তবু, তুমি তো আমার বোন। একসাথে জন্মেছি আমরা, খেলেছি একসাথে, পরস্পর গলা জড়িয়ে ঘুমিয়েছি একই বিছানায়। আর তাই, এখনও তোমার জন্যে করুণা হচ্ছে আমার।

'কিন্তু সেজন্যে তোমার প্রাণভিক্ষা দিচ্ছি না আমি। কারণ, যেসব অপরাধ তুমি করেছ, তারপর তোমাকে আর কোনমতেই দয়া দেখানো চলে না। তাছাড়া, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন শান্তি আসবে না এ-দেশে।

'তবু, তুমি বাঁচবে, সোরাইস। কারণ, আমার প্রিয়তম তোমার প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। ভাবছি, বিয়ের উপহার হিসেবে তোমার প্রাণটা দান করব তাকে। হ্যাঁ, তুমি তাকে ভালবাসো জেনেও বাঁচিয়ে রাখছি তোমাকে। কারণ, তুমি বাসলেও, তোমাকে ভালবাসে না সে। তোমার সমস্ত সৌন্দর্যও তার মন টলাতে পারেনি। সে ভালবাসে আমাকে। আর তাই, তোমার জীবনটা তাকে দান করলাম।'

কিছু বলল না সোরাইস, জ্বলন্ত চোখে শুধু একবার তাকাল নাইলেপথার দিকে। আর, স্যার হেনরির যা চেহারা হলো, অতটা দুর্দশা আর কারও হতে দেখিনি। নাইলেপথা যেভাবে সমগ্র ব্যাপারটা বিচার করল, তা অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ হলেও, খুব একটা স্বস্তিকর ছিল না।

'আমি বুঝতে পেরেছি,' গুডের দিকে চেয়ে তোতলাতে লাগলেন কার্টিস, 'আমি বুঝতে পেরেছি যে, ভালবাসা রয়েছে তোমার–মানে, রানী সোরাইসের প্রতি। তবে আমি–আমি ঠিক জানি না, তোমার মনের বর্তমান অবস্থা কেমন। অবস্থাটা যদি আগের মতই থাকে, তাহলে আমার মনে হয়–এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার একটা সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। ওই ভদ্রমহিলাটির অনেক ব্যক্তিগত জমিদারি আছে, যেখানে সে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। কেউ তাকে বিরক্ত করতে যাবে না, অন্তত যতদিন আমরা আছি, কি বলো, নাইলেপথা? অবশ্য এ-কাজে আমি কাউকে বাধ্য করতে পারি না, শুধু বিষয়টা মনে করিয়ে দিলাম।'

'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি,' চোখ-মুখ লাল করে বলল গুড, 'অতীত ভুলে যেতে আমি খুবই আগ্রহী; ভদ্রমহিলার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে আগামীকাল বা তার পছন্দমত যে কোন সময়ে আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।'

সবার চোখ এখন সোরাইসের ওপর। জু-ভেনডিসে এসে প্রথমদিন যেমন দেখেছিলাম, তেমনি একটি মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। একটু থেমে গলা পরিষ্কার করল সে। তারপর মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল তিনবার–নাইলেপথা, কার্টিস ও গুডের প্রতি। অবশেষে কথা বলতে লাগল মাপা কণ্ঠে।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, রানী। আমার প্রাণভিক্ষা দিয়ে তুমি যে দয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখিয়েছ, তার কোন তুলনা নেই। যাঁর হৃদয় এতই ক্ষমাশীল ও কোমল, তার জীবন ফুলের মত ভরে উঠুক শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে। দীর্ঘজীবী হোক তোমাদের রাজত্ব। ইনকুবু, তোমাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিয়ের উপহার গ্রহণ করে সেটা আবার দিয়ে দিতে চাইছ তোমার অনেক বিপদ ও যুদ্ধের সাথী, লর্ড বুগোয়ানকে–সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। এমন কাজ শুধু তোমার মত মহৎ মানুষেরাই পারে, লর্ড ইনকুবু।

'শেষে, আমাকে গ্রহণ করতে চাওয়ায়, তোমাকেও ধন্যবাদ, লর্ড বুগোয়ান। সত্যিই তুমি অত্যন্ত ভাল ও সৎ মানুষ। বুকের ওপর হাত রেখে শপথ করে বলছি, বিশ্বাস করো, প্রভু, খুবই আনন্দিত হতাম–যদি তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারতাম। আরেকবার তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি'–আবার মিষ্টি করে হাসল সে–'আর মাত্র একটা কথা বলার আছে আমার।

'রানী নাইলেপথা, তোমরা কেউই আমাকে ঠিক চিনতে পারোনি। আমার কাছে মধ্যপথ বলে কিছু নেই, আপস করি না আমি। আর তাই, তোমাদের করুণার সাথে সাথে তোমাদেরও আমি ঘৃণা করি। তোমাদের ক্ষমা গ্রহণ করার চেয়ে সাপের ছোবল খাওয়া ভাল।'

তারপর চোখের পলকে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, হাতে ধরা বর্শাটা দিয়ে নিজের দেহের একটা পাশ বিদ্ধ করল সোরাইস। আঘাতটা এত প্রচণ্ড যে, পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এসে মেঝেতে পড়ে গেল বর্শা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠল নাইলেপথা, মূর্ছা যাবার উপক্রম হলো বেচারি গুডের, আর, আমরা সবাই ছুটে গেলাম সোরাইসের কাছে। হাতে ভর দিয়ে উঠল সে, চমৎকার চোখজোড়া একমুহূর্ত অপলক হয়ে রইল কার্টিসের ওপর, যেন কিছু একটা বোঝাতে চায়। পরমুহূর্তেই মাথা ঝুলে পড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাস ও ফোঁপানির সাথে বেরিয়ে গেল তার প্রাণবায়ু।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা হলো রাজকীয়ভাবেই, আর, সেই সাথে শেষ হয়ে গেল সোরাইস-অধ্যায়।

সোরাইসের অন্ত্যেষ্টির একমাস পর ফুল-মন্দিরে একটা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্টিসকে জু-ভেনডিসের রাজা বলে ঘোষণা করা হলো। খুব অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলাম না; তাছাড়া, জনতার ভিড়, তূরীর শব্দ, পতাকা নিয়ে নাচানাচি–এসব আমার একেবারেই অপছন্দ। পুয়ো ইউনিফর্ম পরে গুড গিয়েছিল অনুষ্ঠানে। ও এসে বলল, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল নাইলেপথাকে। আর, সম্পূর্ণ রাজকীয় আচরণ করেছিলেন স্যার হেনরি। এ-দেশে যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, তা পরিষ্কার বোঝা গেছে জনতার হর্ষধ্বনিতে।

পরে স্যার হেনরি, অর্থাৎ, রাজা এলেন আমার সাথে দেখা করতে। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। বললেন, আজকের অনুষ্ঠান তাঁকে যতটা বিরক্ত করেছে, এতটা বিরক্ত আর কখনও হননি। এরকম জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিরক্ত হওয়া, মানুষের স্বভাবের প্রায় বাইরে। কিন্তু এ-কথাও বলতে পারি না যে, তিনি বাড়িয়ে বলেছেন। তাঁকে বললাম, অপরিচিত পর্যটক হিসেবে বড় কোন দেশে প্রবেশ

www.BanglaBook.org

করার মাত্র একবছরের মধ্যে সে-দেশের রানীকে বিয়ে করে সিংহাসন লাভ করা প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কিন্তু তিনি যেন জাঁকজমক ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে না যান। সবসময় যেন খেয়াল থাকে—প্রথমে তিনি একজন খ্রিস্টান, তারপরে জনগণের সেবক। আমার মন্তব্যগুলো শুনে তিনি একটুও বিরক্ত হলেন না, বরং ধন্যবাদ জানালেন আমাকে। মানুষ হিসেবে স্যার হেনরি সত্যিই অসাধারণ।

যে বাড়িটাতে বসেবসে এই গল্প লিখছি, অভিষেকের পরপরই আমাকে আনা হয় এখানে। শহরের দু'মাইল মত বাইরে, গ্রামাঞ্চলের এই বাড়িটা খুবই সুন্দর, মিলোসিস দেখা যায় এখান থেকে। অভিষেকের পর পাঁচ মাস কেটে গেছে, একটা কৌচে বন্দী হয়ে আমি লিখে চলেছি এই গল্প। হয়তো কখনোই কারও হাতে পড়বে না এই গল্প, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই লেখার মাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুলে থাকতে পারছি শরীরের তীব্র যন্ত্রণার কথা।

ওপরের অংশটুকু লেখার একসপ্তাহ পর আজ আবার কলম হাতে তুলে নিয়েছি। মনে হচ্ছে, 'শেষটা' আর বেশি দূরে নেই। অবশ্য মাথা এখনও পরিষ্কার, একটু কষ্ট হলেও লিখতে ঠিকই পারছি। ফুসফুসে একটা ব্যথা, গত সপ্তাহে খুবই তীব্র হয়েছিল—তারপর হঠাৎ করে ছেড়ে গেছে। এখন কেমন যেন একটা অসাড়তা পেয়ে বসেছে। ব্যথাটা ছেড়ে যাবার সাথে সাথে দূর হয়েছে শেষের সেই দিনটির ভয়। অনুভব করছি, অবর্ণনীয় একটা বিশ্রামের মাঝে যেন তলিয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে।

শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সাথে নিজেকে তুলে দেয় মায়ের কোলে, ঠিক তেমনি করেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি আমি। সারাজীবন ধরে তাড়া করে ফিরেছে যে শিহরণ আর হৃদয় কাঁপানো আতঙ্ক, সেসবের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এখন সেগুলো যেন কোন্ সুদূরের বস্তু।

এতদিন ধরে বেঁচে থাকায় আনন্দিত। এ পৃথিবীতে আনন্দের বহু উপকরণ আছে। নারীর ভালবাসা, খাঁটি বন্ধুত্ব, শিশুর হাসি, সূর্য, চাঁদ, তারা—এর প্রত্যেকটিই আনন্দের। তাছাড়া, আনন্দ পেয়েছি কপালে লবণাক্ত সাগরের চুমু অনুভব করে, আনন্দ পেয়েছি চন্দ্রালোকে বন্যপ্রাণীকে পানি খেতে দেখে। কিন্তু এত আনন্দের বিনিময়েও আমি আর বাঁচতে চাই না!

সবকিছুই কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে অন্ধকার; অন্তর্হিত হচ্ছে আলো। মনে হচ্ছে, অন্ধকারের ভেতরে যেন দাঁড়িয়ে আছে অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া সব মুখ। হ্যারিকেও যেঁ দেখতে পাচ্ছি! আমার জীবনে যে একমাত্র মেয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল, সে-ও যে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবছর পর ও আবার এল কেন, যখন আমিই চলেছি ওর কাছে?

ফুল-মন্দিরের ছাদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সূর্যালোক। এদিকে ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে হাতের আঙুল।

সুতরাং, যারা আমাকে চেনে বা আমি যাদের চিনি, এমনকি একবারও যে সহৃদয়তার সাথে ভেবেছে এই বুড়ো শিকারীর কথা, তাদের সবাইকে জানাচ্ছি বিদায়।

www.BanglaBook.org

আর কি বলার আছে আমার?
তাই, জুলুদের মত করে বলি, 'ব্যস—এই হলো আমার গল্প।'

চব্বিশ

আমাদের প্রিয় বন্ধু অ্যালান কোয়াটারমেইন তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনীর শেষে লিখেছিলেন—'ব্যস—এই হলো আমার গল্প'—তারপর একটা বছর কেটে গেছে।

এখন একজন দূতের হাতে কোয়াটারমেইনের পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিতে হবে ইংল্যান্ডে। বন্ধুদের কাছে লেখা গুডের কয়েকটা চিঠিও নিয়ে যাবে সে। আমারও একটা চিঠি লিখতে হবে ছোটভাই জর্জ কার্টিসকে। ওদের সাথে আর কোনদিনই দেখা হবে না ভেবে খুব খারাপ লাগছে। চিঠিতে ওকে বলব, কোর্ট অভ প্রোবিট যদি আপত্তি না তোলে, তাহলে আমার সম্পত্তিগুলো যেন সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে দেয়া হয় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কারণ, আমাদের পক্ষে আর কোনমতেই জু-ভেন্‌ডিস ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, আমাদের সেই দূত হলো—আলফোন্স। জু-ভেন্‌ডিস ও এখানকার অধিবাসীদের ওপর সে একেবারে তিক্তবিরক্ত। এর একটা প্রধান কারণ হলো, এখানে ক্যাফে ও রঙ্গমঞ্চ নেই। আমার মনে হয়, আসল কারণ হলো—জনসাধারণের টিটকারি। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, যুদ্ধের ভয়ে সে যে পতাকার নিচে লুকিয়েছিল, এ-নিয়ে ছোট ছেলেপেলেরা পর্যন্ত রাস্তা-ঘাটে তাকে ঠাট্টা করে।

তাই, এবার সে প্রতিজ্ঞা করেছে, পথে যত আতঙ্কই লুকিয়ে থাকুক, দেশে ফিরে সে যাবেই। বেচারি আলফোন্স! কত ঠাট্টা করেছি ওকে নিয়ে, কিন্তু এই বিদায়ের মুহূর্তে খুবই খারাপ লাগছে ওর জন্যে। লড়াই করতে সাহস পাক বা না পাক, ও ছিল খুবই বিশ্বাসী। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছি, ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যাক ও। তাছাড়া, ওর যাওয়াটা খুবই প্রয়োজন। পৃথিবীকে যে জানাতে হবে অ্যালান কোয়াটারমেইনের কাহিনী।

তো, এই কাহিনীর সাথে দু'একটা কথা আমি যোগ করতে চাই।

কাহিনীটা লেখা শেষ কবার পরদিনই ঊষালগ্নে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন আমাদের প্রিয় বন্ধু। নাইলেপথা, গুড ও আমি সেসময় তাঁর কাছে ছিলাম। ভোরের একঘণ্টা আগে তাঁর অবস্থার খুবই অবনতি হলো। এসময় তাঁর একটা মন্তব্যে হু হু করে কেঁদে ফেলল গুড। তার মুমূর্ষু অবস্থা দেখে শোকে মুখ বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে হঠাৎ খুলে পড়েছিল গুডের আই-গ্লাসটা।

দমের কষ্ট সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করলেন তিনি, 'যাক,' অন্তত একবার আই-গ্লাস ছাড়া দেখতে পেলাম গুডকে।'

মৃত্যুর দুয়ারে পা দিয়েও রসিকতার স্বভাব ত্যাগ করেননি তিনি।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তাঁকে তুলে বসাতে বললেন, কারণ, শেষবারের মত দেখে নিতে চান সূর্য।

'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই,' সাগ্রহে পুবদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন তিনি, 'পেরিয়ে যাব ওই সোনালি দুয়ার।'

দশ মিনিট পার আবার উঠে বসে অপলকে চেয়ে রইলেন আমাদের মুখের দিকে।

তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'অনেক অভিযানে একসাথে গেছি আমরা। তবে, এবারের এই অদ্ভুত অভিযানে সাথে নিতে পারছি না তোমাদের। মাঝে মাঝে কিন্তু মনে করো আমার কথা। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি তোমাদের পথ চেয়ে রইব, অভিযান সেরে এসো কিন্তু আমার কাছে।'

এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর স-ব শেষ।

পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল একটা অপূর্ব চরিত্রের মানুষ। তবে, কিছু দোষ তাঁর ছিল। তার একটা হলো–অত্যধিক বিনয়। সবসময় এমন একটা ভাব করতেন, যেন তিনি খুব ভীতু। অথচ তাঁর মত সাহসী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সম্পূর্ণ বিপদ পরিবেষ্টিত হয়েও মাথা ঠাণ্ডা থাকত তাঁর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেদিন তিনি না থাকলে গুডের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত।

আপন বীরত্বকে খাটো করে দেখানোর একটা বিশ্রী বদভ্যাস ছিল তাঁর। কাহিনীতে বলেছেন, কোনমতে শেষ করেছেন গুডের শত্রুকে। আসল ঘটনা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। নাস্টার পাহাড়ীর তরোয়ালের কোপ যখন নেমে আসছে অমোঘ মৃত্যুর বার্তা বহন করে, ঠিক তখন গুডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোপটা তিনি নেন নিজের ওপর, তারপর উঠে শেষ করেন পাহাড়ীটাকে। নিজের জীবনের চড়া মূল্যে তিনি জীবন কিনে দেন গুডকে।

নাইলেপথা ও আমার উপস্থিতিতে কোয়াটারমেইনের অন্ত্যেষ্টিতে পাদরির ভূমিকা পালন করল গুড। প্রায় গোটা জু-ডেন্ডিস ভেঙে পড়ল সেদিন। কত শোরগোল উঠল, কত ভেরী বাজল–বেঁচে থাকলে যেগুলো একেবারেই মেনে নিতেন না কোয়াটারমেইন। জাঁকজমকের ওপর ছিল তাঁর চিরকালীন ঘৃণা।

ওরকম একজন মানুষ আর কোনদিনই পাব না।

তিনি ছিলেন নিখুঁত ভদ্রলোক, অতুলনীয় বন্ধু, অসাধারণ স্পোর্টসম্যান এবং সম্ভবত আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারী।

এরপর মিলোসিস হ্রদ ও অন্যান্য বড় বড় হ্রদে নৌ-বাহিনী গড়ার চেষ্টায় মনোনিবেশ করল গুড। আশাকরি, একসময় সোরাইসের করুণ পরিণতির কথা ভুলে গিয়ে বিয়ে করে সুখী হবে ও।

এদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে জু-ভেন্ডিসকে বাঁচাবার জন্যে আমি চালু করলাম কেন্দ্রীয় সরকার। পুরোহিতদের ক্ষমতা চিরদিনের মত বিলুপ্ত ঘোষণা করলাম।

জু-ভেন্ডিসে বিদেশীদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। কারণ, আমি চাই না, শান্তিপূর্ণ একটা দেশে মাত্র কয়েকজন বদমাশ অশান্তির আগুন জ্বেলে দেয়ার সুযোগ পাক। হয়তো কিছুই করবে না বিদেশীরা, কিন্তু মাত্র কয়েকজন লোকও যদি চড়াও হয় ফিল্ডগান আর মার্টিনি-হেনরি রাইফেল নিয়ে, তাহলে কি অবস্থা হবে আমার সেনাবাহিনীর? সুতরাং কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে চাই না। এ ব্যাপারে

www.BanglaBook.org

গুডও একমত হয়েছে আমার সাথে। অবশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছেয় যদি কোনদিন জু-ভেনডিস বাইরের পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সেটা আলাদা কথা। বিদায়।

–হেনরি কার্টিস।
১৫ ডিসেম্বর, ১৮–

পুনশ্চ:–একটা কথা উল্লেখ করতে একেবারেই ভুলে গেছি। নাইলেপথ একটা পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছে আমাকে। আমাদের প্রথম উত্তরাধিকারী।

–এইচ. সি

জর্জ কার্টিস, স্কোয়্যারের মন্তব্য

আফ্রিকা ত্যাগ করার দু'বছর পর এই পাণ্ডুলিপি আমার হাতে এসে পড়ে। খামের ওপর এডেন পোস্ট অফিসের সীলমোহর ছিল। অনেকদিন কোনরকম সংবাদ না পেয়ে, আমি আমার প্রিয় ভাই হেনরি কার্টিসকে মোটামুটিভাবে মৃতই ধ'র নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ও গুড বেঁচে আছেন জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

ইংল্যান্ড তথা আত্মীয়-পরিজনদের সাথে চিরদিনের মত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তাঁরা। এতে অবশ্য আমি কিছুই মনে করিনি। কারণ, আমি বিশ্বাস ক'র, প্রত্যেকটি মানুষের নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে।

কাহিনীটা আমার হাতে এসে পৌঁছুল কিভাবে, তা আজও জানতে পারি নি। আলফোন্স নামের কেউ আমার সাথে দেখা করেনি। এডেন থেকে খামটা কি সে-ই পোস্ট করেছে, নাকি আর কেউ? ওর সম্বন্ধে চারদিকে অনেক সংবাদ নেয়ার চেষ্টা করেছি, এমনকি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছি, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ও ফ্রান্সে ফিরে গেছে, নাকি শাস্তির ভয়ে এখনও আত্মগোপন করে রয়েছে–জানি না।

আলফোন্সের সাথে দেখা হবার আশা যে একেবারে ত্যাগ করেছি, তা নয়। তবে, যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে সে-আশা। কারণ, ওর খোঁজ নেয়ার ব্যাপারে একটা গোল পাকিয়েছেন অ্যালান কোয়াটারমেইন স্বয়ং। তাঁর কাহিনীর কোথাও 'আলফোন্স' ছাড়া পদবিসহ ফরাসীটার পুরো নামের উল্লেখ নেই। এবং চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে হাজারটা আলফোন্স।

–জর্জ কার্টিস।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG